মেরী প্রাইস্

বিলাতী সমাজচিত্র



(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

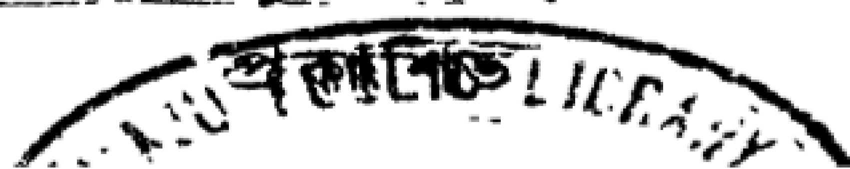
বঙ্গানুবাদ



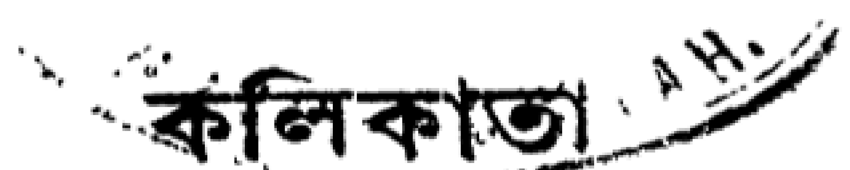
কলিকাতা

২৭৩ নং নন্দকুমার চৌধুরির লেন,

আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক



প্রকাশিত



কলিকাতা

২৩ নং যুগলকিশোর দাসের লেন,

কালিকা যন্ত্রে

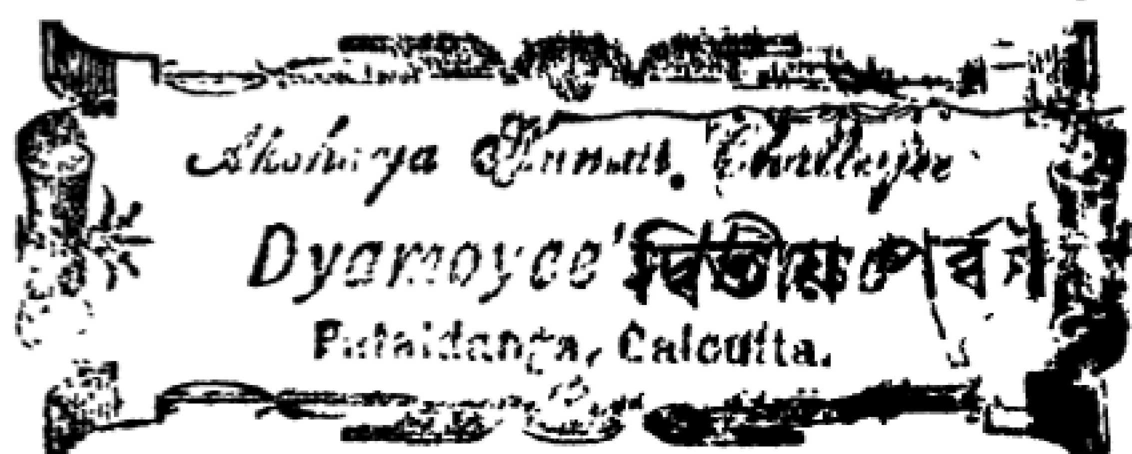
শ্রীহরিমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ । ১৩০০ জ্যৈষ্ঠ

মেরী প্রাইস্

পাতা মুড়িবেন না পাতা মুড়িবেন না

বিলাতী সমাজ চিত্র



দ্বিতীয় পর্ব্ব

পঞ্চচত্বারিংশ লহরী। *

এই আমার শেষ বিদায়।—থিয়েটরের দল।

বিদায় হতে পাল্লেই বাঁচি। কুমারী নত্রকীর্ণার বাক্যযন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছে। আর কত সহ্য হয়! পরিশ্রমে কাতর ছিলেম না। এত পরিশ্রম; এত কষ্ট, এত অল্প বেতন, এতে কি একটি মিষ্ট কথারও প্রত্যাশা কোত্তে পারি না? একবার প্রশান্ত দৃষ্টি, একটিবার সহাস্যবদনখানিও কি দেখবার প্রত্যাশী হতে পারি না? পরিশ্রমের উপর বাক্যযন্ত্রণা!—অসহ্য হয়েছে!! স্থির কোরেছি, বোলে রেখেছি, অনুমতিও পেয়েছি, কাল প্রভাতেই স্কুলবাড়ী ত্যাগ কোরে যাব।

খবরের কাগজে রবার্টদের থিয়েটরের দুর্ণাম ঘোষণা করা হয়েছে! লোকের মুখে নিন্দার ঝড় বোয়েছে! সকলের মুখেই কুৎসা—কলঙ্ক—নিন্দা!—সকলের মুখেই ছি ছি! এক

* প্রথম খণ্ড শেষ হইয়াছে, ত্রিচত্বারিংশ লহরীতে। এখানে চতুশ্চত্বারিংশ লহরী হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভুলক্রমে প্রথম খণ্ডে একটা লহরীর উল্লেখ হয় নাই। ঐ ভুল বরাবর না চালাইয়া ইংরেজি দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত বাঙ্গালা দ্বিতীয় খণ্ডের মিল রাখা গেল।

খানি টিকিটও বিক্রয় হয় নাই!—একটি দর্শকও জুটে নাই!—দূর হতে থিয়েটারের বাড়ীর সাজ সরঞ্জাম দেখে,—অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভাবভঙ্গি দেখে সকলেই ফিরে এসেছে। অপমানের এক শেষ হয়েছে। তবে ত রবার্ট বড় বিপদেই পোড়েছে! উপার্জ্জন নাই, খরচ বেশী, হয় ত অনাহারেই ভরসা হয়েছে! ভেবে চিন্তে বেরুলেম। এই ঘৃণা লজ্জার উদাহরণ দিয়ে যদি রবার্টকে থিয়েটরের পাপসংসর্গ হতে ছাড়াতে পারি, এই আশাটিও মনে মনে জাগরূক রইল।—বেরুলেম।

সন্ধানে সন্ধানে—জিজ্ঞাসা কোরে কোরে চোল্লেম। সকল লোক আবার উত্তর দিতেও আপত্তি করে! কত দুর্ণামের কথা শুনিয়ে দেয়। ছেলে বয়সের লোকেরা ত হেসেই উড়িয়ে দেয়। বৃদ্ধ লোকেরা দয়া করেন, বোলে দেন। জিজ্ঞাসা কোরে কোরে, কতবার অপথে বিপথে—ঘুরে ঘুরে শেষে যথাস্থানে উপস্থিত হলেম। যেমন থিয়েটর,—তেমনি বাসা। মণিকাঞ্চনের দিব্য সুসংযোগ। অতি জঘন্য একটা একতালা অতি পুরাতন বাড়ী। সম্মুখের বারান্দায় বড় বড় গোমাংস টাঙান! পচা, থোক পড়া, তবুও তা কেহ এপর্য্যন্ত ফেলে নাই। একটা দেবদারু কাঠের আলমারীতে পচা বীরসরাপের বোতল সাজানো। একটা গোল ত্রিপদ টেবিলের পাশে—ভাঙা চেয়ারে—লাট মেজাজে এক বিপুল স্থূলাঙ্গী ৪০ বৎসরের বাড়ী-ওয়ালী। চারদিকে পেঁয়াজের খোসা, মরা পাখির পালক, ডিমের ছাল, পোড়া রুটীর টুক্‌রা ছিটান। বীর সরাপ আর সেই পচা মাংসের গন্ধে তিষ্ঠান ভার। করি কি, প্রবেশ কোল্লেম। স্থূলাঙ্গী অবজ্ঞার দৃষ্টিতে চেয়ে বোল্লে "চাও কি তুমি? সব ভাল ভাল তাজা তাজা জিনিস আমার এখানে। পচা ধসা মাল আমি রাখি না।" পচা ধসা রাখেন কি না, তা দেখেই বুঝলেম। আমার কিছুরই আবশ্যক নাই; রবার্টের সঙ্গে দেখা কোত্তে এসেছি, একথা জানালেম। বিবি অঙ্গভঙ্গি কোরে নেপথ্যে লক্ষ্য কোরে বোল্লে "টেবি! যাও, এই মেয়েটিকে নিয়ে উপরে যাও,—থিয়েটরের দলের ঁকার সঙ্গে এঁর প্রয়োজন। আর শোন, বেশ কোরে দুকথা শুনিয়ে দিও! ধার ফের আমি বুঝি না। এখনি সব টাকা না দিলে থিয়েটরের সাজসরঞ্জাম সব নিলামে চোড়বে। টাকা হাতে না পেলে, থিয়েটরি খাতিরে, এক টুক্‌রা রুটী কি এক ফোটা মদও দিব না।" অনুভবে বুঝলেম, এই বিনামূল্যের গোলামটি বিবির স্বামী। বিবি সক কোরে পোষা-স্বামীর পোষাকী নাম রেখেছেন, টেবী। টেবী ত টেবী। যেমন চেহারা, তেমনি পরিচ্ছদ, তেমনি কথাবার্ত্তা। মুটে মজুরেরাও এর চেয়ে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ! বাড়ীটি ভাঙা, একতালা; বিবি বোল্লেন, উপরে নিয়ে যাও। উপর নামে জিনিসটা কেমন, তাই দেখতে আরও আগ্রহ হলো, সঙ্গে সঙ্গে চোল্‌লেম। উপর শব্দের সঠিক অর্থ এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হলো। সামনের ঘরগুলির চেয়ে অন্দরের ঘরগুলির মেঝে একটু উঁচু, তাই দোতালার

সক্ মিটাকে এই মেঝে উঁচু একতালা ঘরগুলি দোতালা আখ্যা লাভ কোরেছে। মনে মনে বিবির সকের যথেষ্ট প্রশংসা কোরে উপরে উঠলেম। দেখলেম, প্রায় ১২টি নরনারী একত্র হয়ে খালিপেটে ফাঁকা ইয়ারকীতে মন দিয়েছে। মেটে পাইপে শুকা তামাকের ধোঁয়া উড়ছে। রবার্ট একটি দারিদ্র্যদুঃখক্লিষ্ট গতযৌবনা কামিনীর কণ্ঠপরিবেষ্টন কোরে আছেন। কামিনীর বয়স বেশী নয়, বড় জোর তেইস; কিন্তু দারিদ্র্যদুঃখে রাত জেগে জেগে, উদর পূর্ণ কোরে উপবাস ভক্ষণে সে শ্রীছাঁদ অনেকদিনই ঘুচে গেছে। প্রকৃত বয়স যা, চেহারার অনুমানে তা হতে দশ বৎসরের বড় বোলেই অনুমান হয়।

আমি যেতেই রবার্ট বোল্লে "মেরি! এসেছ তুমি? বেশ হয়েছে। এইটি আমার অরুন্ধতী। থিয়েটরের অনুষ্ঠানপত্রে এরই নাম শোভা পায়; লোকে জানে,—এর নাম, কুমারী অরুন্ধতী বলীনা ফুলমেরী।"

আমি উত্তর দিতে যাব, এমন সময় গৃহস্বামিণীর সেই সকের টেবী চেরা গলায় কাঁশর বাজার মত আওয়াজে বোল্লে "ওহে অধ্যক্ষ! টাকা দিতে এত গোল কর কেন? আমি এমন ভাড়াটে রাখতে চাই না। খালি পোড়ে থাকা এর চেয়ে ঢের ভাল। টাকাটুকি সব চুকিয়ে দাও, মিছে গোল কর কেন?"

অধ্যক্ষ মহাশয় আমার পরিচিত। ইনিই রবার্টের সঙ্গে স্কুলবাড়ীতে গিয়েছিলেন। লম্বা লম্বা নবাবী কথায় নিজের বড় মানষী পরিচয় দিয়েছিলেন, টেবীর কথায় এই সম্ভ্রান্ত থিয়েটর সম্প্রদায়ের একমাত্রসত্বাধিকারী মহাশয়ের মুখ খানি শুকিয়ে গেল। কাতর হয়ে বোল্লেন "কেন এত তাড়াহুড়ো কর হে। টাকার ভাবনা কি? আজ একবার শেষ দেখা দেখবো। আবার আজ দক্ষতার সহিত হামলেট অভিনয় কোরে দেখবো, নিতান্তই যদি না হয়, সাজপোষাক আছে ত? এ সব বেচে দিলেও তোমার প্রাপ্য টাকার শতগুণ সহস্র গুণ—অধিক কি লক্ষ গুণ শোধ হবে।"

"কি বোল্লে?" টেবী বাঘের ন্যায় গর্জ্জন কোরে বোল্লে "কি বোল্লে তুমি, সাজ সরঞ্জাম? ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙা চুরো টিনের ফুটোফাটা প্যাট্‌রা, গিল্‌টীর অলঙ্কার, এর আবার দাম কত?"

রবার্ট বড়ই অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লে "ভয় কি তোমার? আমার ভগ্নী এসেছেন। টাকার ভাবনা কি? এখনি সব নগদ নগদ মিটিয়ে দিয়ে যাবেন।"

টেবীর যেন বিশ্বাস হোলো। বিশ্বাসের দৃষ্টিতে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে "কেমনি গা, আপনি ত প্রস্তুত আছেন?"

করি কি?—স্বীকার কোল্লেম। স্বীকার হসে ঘাড় নাড়লেম। প্রকাশ্যে বোল্লেম "একটি নির্জ্জন ঘর পেতে পারি কি?"

আনন্দিত হয়ে টেবী ঘর দেখিয়ে দিলে। রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে সেই নির্জ্জন পাশের ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। রবার্টকে বোল্লেম "ভাই! তোমার পাইপ ফেলে দাও। বড়ই বিরক্ত হয়েছি।--মাথা ধোরে গিয়েছে আমার।"

"বল তুমি, এই পাজী মুদীব্যাটার টাকা তুমি দিয়ে যাবে?" স্বীকার কোল্লেম। আনন্দে রবার্ট মাটির পাইপ ছুড়ে ফেলে দিলে। পাইপ ভেঙে গেল। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তোমাদের কত দেনা?"

"দেনা? অতি সামান্য, প্রায় তিন পাউণ্ড। এই সামান্য টাকার জন্যে ব্যাটা অবিশ্বাস কোরেছে। ছোট লোকে ভদ্রলোকের মানসম্ভ্রমের কি ধার ধারে? যদি আসর জমে যায়, যদি অভিনয় লেগে যায়, এক দিনে অমন শত শত—হাজার হাজার—লাক লাক তিন পাউণ্ড আদায় হতে পারে।"

লাকের খবর হতে প্রতিনিবৃত্ত কোরে রবার্টের হাতে পাঁচ পাউণ্ডের একখানি খুজরা নোট দিলেম। রবার্ট পেয়েই ছুট। এক ছুটে দলে মিশে চীৎকার কোরে বোল্লে "এই পাঁচ পাউণ্ড এনেছি। এখনি ডাক, আমি বোলছি এখনি ডাক, পাজী ব্যাটা, ছুঁচো ব্যাটা, ছোট লোক ব্যাটাকে এখনি ডাক। কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দাও। বাকী যা থাকে, মজা কোরে খেয়ে নাও। ঢালাও হিসাবে মজা কর। রুটী, মাখন, আর বীর সরাপ!"

বাধা দিয়ে এক জন ঝিম্ আওয়াজের অভিনেতা বোল্লে "এসব কি বন্দোবস্ত? বীর সরাপ? ব্রাণ্ডি চাই! আওয়াজ আমার ধোরে গেছে! ব্রাণ্ডি ভিন্ন আমি একটি কথাও বোলতে পার্ব্ব না। ব্রাণ্ডি, আর মুরগীর পা। চমৎকার ব্যবস্থা।"

একটি ক্ষীণাঙ্গী ক্ষীণস্বরে বোল্লে "তোমরা ব্যবস্থার কোন ধারই ধার না। জান কি তোমরা? আমার তিন কাল গেল ব্যবস্থা কোত্তে; শুনে যাও। বন্দোবস্তটা বরং শিখে রাখ।—ভ্যাড়ার মাথা, আর জীন সরাপ!"

অধ্যক্ষ মহাশয় চোটে আগুণ! বিরক্ত হয়ে—আপনার পদের সম্মান রক্ষার উপযোগী ভূমিকায় বোল্লেন "তুমি যে শ্রেণীর অভিনয় কর, যেমন তোমার প্রকৃতি হওয়া উচিত, তাতে জিন সরাপ ব্যবহারই হতে পারে না।"

অনেক বিবাদ বিসম্বাদের পর—অনেক তর্ক বিতর্কের পর—মিটমাট হয়ে গেল। হাস্তে হাস্তে রবার্ট ফিরে এলো। নিজেই বোল্লে "এসব কিছু নয়। এ আমাদের সকের খেলা; এমনতর খেলা আমরা প্রায়ই খেলে থাকি।"

আমি বোল্লেম "রবার্ট! যথেষ্ট হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, বোম্বেটের দলে মিশেছ তুমি। পিশাচ আর পিশাচিনীর পৈশাচিক অভিনয়ে তুমি পিশাচগ্রস্ত হয়েছ।—পিশাচ হয়েছ তুমি। অনুরোধ করি রবার্ট, আমার সঙ্গে চল। এ পিশাচের দল ছেড়ে দাও।"



"অরুমন্থাকে ছেড়ে যাব আমি ?" রবার্টের এইটিই তখন প্রধান প্রতিবন্ধক। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তুমি কি তাকে বিবাহ কোত্তে চাও ?"

"চাও ?" বিদ্রূপের হাসি হেসে রবার্ট বোল্লে "চাও ?—চেয়েছি। বিবাহ টিবাহ সব হয়ে চুকে গেছে।" শুনেই আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। রবার্ট পাপের কূপে ডুবেছে, আর তাকে তুলবার আশা নাই। তবুও বোল্লেম "সুখে থাক্‌বে তুমি। গাড়ী ভাড়া দিব,—ভাল যায়গায়—ভাল চাকরী কোরে দিব। হাতে পয়সা হলে অরুমন্থাকে তার পর সেই স্থানে নিয়ে যেও।"

"ভাড়ার টাকাটা আমার হাতে আগে দাও।" রবার্ট আমার কথায় বিশ্বাস কোল্লেনা। আমি বোল্লেম, "এক সঙ্গে যাব, দুজনের ভাড়া এক সঙ্গে দিব।" রবার্ট তা চায় না। সুতরাং আমার প্রস্তাবেও তার সম্মতি হলো না।—হতাশ হলেম। কাতর হয়ে—চক্ষের জলে ভাসতে ভাসতে বিদায় নিলেম।

স্কুলবাড়ী ফিরে এলেম। আপন বাক্সের মধ্যে কাপড় চোপড় রেখে—গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে বিদায়ের কাল প্রতীক্ষায় রইলেম। কুমারী নম্রকীর্ণার কাছে বিদায় নিলেম। একটি চিনে মাটির বাসন ভাঙার দরুণ পাঁচটি পয়সা কেটে নিয়ে বাকী বেতন চুকিয়ে দিলেন। চরিত্রের প্রশংসাপত্র দিলেন। রাত্রেই বিদায় হয়ে থাকলেম। সন্ধ্যার পর অলিনা পার্শ্ববল ও বিবি বক্রার সহিত সাক্ষাৎ কোরে এলেম। প্রত্যুষেই বিদায়!

প্রভাত ৯টা বাজতেই গাড়ীতে উঠলেম। স্কুলবাড়ীর উদ্দেশে শেষ অভিবাদন কোরে এবার অণ্ডন সহরের উদ্দেশে যাত্রা কোল্লেম।

ষট্‌চত্বারিংশ লহরী।

আবার সেই!—উড়ো আপদ!

রাত্রি ১১টার সময় আমাদের গাড়ী হলবর্ণের পাকা কুটীতে এসে উপস্থিত হলো। সমস্ত দিন গাড়ীতেই কেটে গেছে। সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা হয়েছে। যা পাল্লেম খেয়ে, শুয়ে পোড়লেম। দেখতে দেখতে রজনী প্রভাত। একবার হার্লসদন উদ্যানে যেতে বড়ই ইচ্ছা হলো। লর্ডদম্পতি এতদিন হয় ত ফিরে এসেছেন। লেডী কলমন্থনার কাছে আমার সমস্ত কথা জানাব,—ক্লাভারিং আমার চরিত্রে কলঙ্ক দিবার জন্য যে সব কৌশল-জাল বিস্তার কোরেছিল, সমস্ত খুলে বোলবো। এই অভিপ্রায়েই হার্লসদন উদ্যানে যেতে

আমার এত অভিলাস। 'গাড়ীচালককে জিজ্ঞাসা কোরে জানুলেম, সন্ধ্যা ৫টার' সময় কেণ্টে যাবার গাড়ী রওনা হবে। হলো ভাল, এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই আমি হার্লসদন উদ্যান হতে ফিরে আসতে পার্ব্ব। এই যুক্তি মনে মনে স্থির কোরে সরাইখানায় সমস্ত জিনিসপত্র রেখে—বাল্যভোজন সেরে—যাত্রা কোল্লেম।

লর্ড হার্লসদনের প্রকাণ্ড প্রাসাদ আজও জনশূন্য! আজও তাঁরা ফিরে আসেন নাই। প্রাসাদের বাহ্যলক্ষণ দেখেই এসব বুঝলেম। কতদিনে ফিরবেন, সে সন্ধানও নেওয়া চাই, দরজায় ঘণ্টা বাজালেম। পুরাতন দ্বারবান দরজা খুলে দিলে। বহুদিনের পর হটাৎ আমাকে দেখে সে বড়ই আনন্দিত হলো। জেকবের মকর্দ্দমার বিষয় উল্লেখ কোরে আমার কতই প্রশংসা কোল্লে। বারান্দায় গিয়ে বোসলেম। কুশল প্রশ্নোত্তরের পর জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কত দিনে লর্ডদম্পতি ফিরে আসবেন? কতদিনে তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হতে পার্ব্বে?"

"তার ঠিক নাই। বড়ই গোল তাঁদের। স্ত্রীপুরুষের মনে বিশেষ গোল। অবিশ্বাস যে দম্পতির মধ্যে বিরাজ করে, তাদের হৃদয় অশান্তির রাজ্য। দম্পতির মনে সন্দেহের গাছ গজিয়ে উঠেছে! তুমি সব জান বোলেই বোলছি, লর্ডবাহাদুর লেডীর প্রতি বিশেষ সন্দেহ কোরেছেন।—সাংঘাতিক সন্দেহ। সেই জন্যই তাঁর প্রবাসভ্রমণ। জমিমা আমাদের এখানকার প্রধান কিঙ্করীকে সব কথাই গোপনে লিখে পাঠিয়েছে। মধ্যে লেডীর অসুখ হয়েছিল। ততবড় অসুখ, লর্ডবাহাদুর চোকের দেখাও নাকি দেখেন নাই। স্ত্রী-অন্ত প্রাণ ছিল তাঁর, সেই স্ত্রীর অসুখে দেখেন নাই, ভেবে দেখ মেরী, তাঁর মনের গতি এখন কেমন! ক্লাভারিং তাঁর যে সর্ব্বনাশ কোরেছে, এমন সর্ব্বনাশ কেহ কারও করে না। হতভাগা তাঁরই বাড়ী বোসে তাঁকেই মজিয়ে গেছে; এসব লর্ডবাহাদুর বুঝেছেন; কিন্তু উপায় নাই। করেন কি? চোকে না দেখলে হাতে নোতে না ধোল্লে ত আর কিছু কোত্তে পারেন না, কাজেই মনের কথা মনে মনেই চেপে রেখেছেন। যদি স্বচক্ষে দেখতে পান, হাতে নোতে ধোত্তে পারেন, তা হলে স্ত্রী ত্যাগ কোর্ব্বেন। এজন্মে আর লেডীর মুখদর্শন কোর্ব্বেন না; লেডীও তা বুঝেছেন। লেডী জমিমার কাছে বোলেছেন, তিনি জীবন ত্যাগ কোরে স্বামীকে সন্তুষ্ট কোর্ব্বেন। যৌবনের মোহে পোড়ে যে কাজ কোরেছেন, সবই ত তুমি জান মেরী, জমিমার কাছেও সে সব তিনি স্বীকার কোরেছেন। অনুশোচনা হয়েছে কি না, প্রাণের কথা বোলে শান্তি পেয়েছেন। জমিমা লিখেছে, লেডী আর অধিক দিন বাঁচবেন না। তাঁর শরীর ভেঙে পোড়েছে। স্বামী মনে কষ্ট পেয়েছেন বোলে তিনি অনুতাপের আগুণে পুড়ছেন! মর্ম্মেমর্ম্মে যুদ্ধ কোরে হতভাগিনী একেবারে সারা হয়ে গেছেন। জমিমা তার পত্রে তোমার

নামও কোরেছে। তুমি অবশ্য অবশ্য লেডীকে সান্ত্বনা কোরে পত্র লিখো। ফ্লরেন্স সহরে আছেন তাঁরা।"

লর্ডদম্পতির এইরূপ মনোবিবাদ শুনে বড়ই ব্যথিত হলেম। প্রকাশ্যে বোল্লেম "নিশ্চয়ই লিখবো, হয় ত আজই লিখবো।" তার পর বাড়ীর আর আর দাসদাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। সকলেই সমাদরে আমাকে গ্রহণ কোল্লে, সে দিন থাকৃতে অনুরোধ কোল্লে, অনুরোধ রাখ্‌তে পাল্লেম না। অপরাহ্নের গাড়ীতে রওনা হওয়াই চাই, অগত্যা তখনি বেরিয়ে এলেম।

আমার কথাও জানান চাই। কি কোরে সেই ডাইনীর রাণী ক্লাভারিং সেজে লর্ড বাহাদুরের সামনে আমাকে বিপরীত দেখানো দেখিয়াছিল, কি কোরে আমি তার হাতে পোড়েছিলেম, এ সব কথা বেশ কোরে বুঝিয়ে লিখতে হবে। এই সব ভাবতে ভাবতে আসছি, সেণ্ট গিলীর ধর্ম্মমন্দিরের কাছে রাস্তা পার হতেই একটি অবগুণ্ঠণবতী কামিনী দেখলেম। কামিনীর সর্ব্বাঙ্গ দীর্ঘ আবরণীতে আবৃত, হাতে রুমাল। দেখেই চিন্‌লেম। যার কথা এখনি মনে মনে ভাবছিলেম, সম্মুখেই তাকে দেখতে পেলেম। চিন্‌লেম, ইনিই সেই ডাইনীর রাণী, ইনিই আমার সর্ব্বনাশের মূল। দ্রুতপদে গিয়ে হাত ধোল্লেম। চোম্‌কে উঠে—আমার মুখের দিকে চেয়ে—চিনে বোল্লেন "তোমার আবার কি প্রয়োজন?" আমি ঘৃণা ও ক্রোধের সহিত উত্তর কোল্লেম প্রয়োজন? "তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ।"

"আমি?" রাণী যেন স্নেহভরে বোল্লেন "আমি? ভুল তোমার। সে ভুল ভাঙা চাই। আজই রাত্রে এই খানে ৯টার সময় দেখা কোরো।"

রাণী দ্রুতপদে অগ্রসর হ'লেন। আমি তাঁর পাশে পাশে চোল্লেম। তাড়াতাড়ি বোল্লেম "আমি সন্ধ্যার সময় যে সহর ত্যাগ কোরে যাব?" রাণী উত্তর কোল্লেন "তবে আর আমি কি কোর্ব্বো।" রাণী চোলে গেলেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম। করি কি, উপায় কি? যে কলঙ্ক আমাকে পথের ভিখারী কোরেছে, সম্ভ্রম নষ্ট কোরেছে, ইনিই সেই কলঙ্কের মূল। এর দ্বারা রহস্যভেদ ভিন্ন আমার এ কলঙ্ক যাবে না। দেখা করাই ভাল। আবার ছুটলেম। রাণী তখন অনেকদূর চোলে গেছেন, ছুটে গিয়ে ধোল্লেম। বোল্লেম "আমি আজ রাত ৯টার সময় সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা কোর্ব্বো। অবশ্য অবশ্য যেন দেখা হয়।" রাণী সম্মতিজনক মস্তক সঞ্চালন কোরে প্রস্থান কোল্লেন, দাঁড়ালেন না। যেতে যেতেই—চোল্‌তে চোল্‌তেই ঈঙ্গিত কোল্লেন। ঈঙ্গিত কোরে চোলে গেলেন। আমি একটু দাঁড়িয়ে—হাঁপ জিরিয়ে ফিরে এলেম। সরাইতে এলেম। আহারাদি সেরে মর্ম্মাহতা লেডী কলমন্তনাকে পত্র লিখে ডাকে পাঠিয়ে দিলেম।

এসব কাজকর্ম্ম সেরে সন্ধ্যায় একটু পূর্ব্বে একখানি সংবাদপত্র নিয়ে পোড়তে বোস্লেম। পোড়তে পোড়তে দেখলেম, এক স্থানে লেখা আছে,—

দেউলে! দেউলে!! দেউলে!!!

দেউলে—জন অবোধীয় মিশিতার।

পেশা—মণিহারী ও চা বিক্রয়।

দোকান—দোবর।

বিক্রয় ও সত্বত্যাগের দিন—১৬ই জুলাই ও ১৯এ আগষ্ট।

বেলা—ঠিক দ্বিপ্রহর ১টা।

ঋণদায়ে মুক্তিমণ্ডপের আশ্রয়গ্রহণ।

নিলাম বিক্রয়ের স্থান—মুক্তিমণ্ডপ।

উকীল—মাননীয় রিগদন, ঠিকানা—দোবর।

বিক্রেতা—ভারপ্রাপ্ত (অপিস্থল অসৈনী)

মাননীয় জ্যাক্সন।

ক্লেমণ্টস্ লেন,

লণ্ডন।

পোড়েই ত আমি অবাক! আহা! অভাগিনী নিশিতারার অদৃষ্টে শেষে এই হলো। নিশিতারা যথার্থই বোলেছিলেন, প্রতিযোগীতা ব্যবসায়ীর শত্রু। বড়ই কষ্ট হলো! তখনি তখনি এক খানি পত্র লিখ্লেম, অন্যান্য সংবাদ জানাতে অনুরোধ কোল্লেম।

৯ টার একটু পূর্ব্বেই বেরুলেম। যথাস্থানে উপস্থিত হলেম। রাণী তখনও আসেন নাই। রাস্তায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি, পশ্চাতেই এক মণিকারের দোকান।—বড় বড় কাচের আলমারীতে ভাল ভাল দামী দামী অলঙ্কার সাজানো। গ্যাসের আলোতে সেগুলি আরও যাতে উজ্জ্বল বোলে বোধ হয়, তেমনি কোরে সাজান। রাস্তার লোকের মনোহরণ কর্ব্বার জন্যই সেই সব জড়োয়া জিনিস তেমনি জাঁক জমকেই সাজানো থাকে। আমি সেই সব জিনিস দেখ্তে লাগ্লেম। দেখ্ছি,—দেখ্তে দেখ্তে একটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টিপতিত হলো। জিনিসটি?—একটি অঙ্গুরী।

যে অঙ্গুরী আমাকে লেডী কলমস্থনা পারিতোষিক দিয়েছিলেন, ধবল কুটীরের পোষাকের ঘরে যেটি ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছিলেম, এটি সেই অঙ্গুরী। বেশ চিন্‌লেম, এটিই বটে। আরও দেখ্‌লেম, যেসব জহরৎ ক্লাভারিং আমাকে প্রলোভিত কোত্তে কিনেছিলেন,—যে গুলি ধবল কুটীরের সেই শিশুহর্ম্মির সুগঠিত দেরাজে সাজিয়ে রেখেছিলেন, সেই সব জিনিসও এই খানে সাজানো রয়েছে। সে সব তবে এখানে এল কি কোরে ?

দোকানদারটি পাকা দোকানদার। আমাকে দেখ্‌তে দেখেই দোকানদারটি আমার সম্মুখে এসে মহা দোকানদারী আরম্ভ কোল্লে। অঙ্গুরীটির কতই প্রশংসা কোল্লে। আমি বোল্লেম "এই অঙ্গুরীটি আমার! আমার নিজের অঙ্গুরী এটি। এর পিঠে আমার নাম পর্য্যন্ত লেখা আছে। তুমি বরং দেখ,—পিঠেই নাম লেখা আছে, মেরী প্রাইস।"

অঙ্গুরীটি পরীক্ষা কোরে দোকানদার বোল্লে "ঠিক তাই লেখা আছে বটে; আমি কিন্তু এ উপযুক্ত দাম দিয়ে কিনে নিয়েছি৷"

"তা আমি বোলছি না। আমি এর উপযুক্ত দাম দিতে চাই।" আমি তখনি ৩০ শিলিং দিয়ে অঙ্গুরীটি গ্রহণ কোল্লেম।

দোকানদার বোল্লে "আর কিছু ত নাই? আপনার এই অঙ্গুরীর সঙ্গে তেমন আর কিছু ত হারায় নাই?"

আমি বোল্লেম "না। সে সব আমার নয়।" এই মাত্র বোলে দোকান হতে সরে দাঁড়ালেম। অন্তদিকে ধীরে ধীরে প্রস্থান কোল্লেম।

যথাস্থানে—সেণ্ট গিলির ধর্ম্মমন্দিরের ফাটকের কাছে রাণী দাঁড়িয়ে আছেন। দেখা হতেই রাণী বোল্লেন "এখানে কিছু কথা হবেনা। আমার সঙ্গে এস। বেশী কথা কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না।" রাণী হাঁটা দিলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। একটু দূরে গিয়ে রাণী বোল্লেন "বুঝ্‌তে পেরেছি আমি। কোন ভয় নাই তোমার, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ কোর্ব্বো, আমারও একটু উপকার কর তুমি। এই কাগজ আর টাকা নাও। একটা দাওয়াই চাই আমার।—বিশেষ দরকার। সাম্‌নের ডাক্তারখানা হতে নিয়ে এস।" আমি অস্বীকার কোল্লেম। কি কাগজ, কি ঔষধ, শেষে কি বিপদে পোড়বো? অস্বীকার কোল্লেম। রাণী রেগে রেগেই বোল্লেন "কোন উপকারই আমি তোমার কোর্ব্বো না। কেমন মেয়ে তুমি? আমি যখন বোলেছি তোমার ভয় নাই, তখন তোমার আবার কিসের ভয়?" মনে মনে একটা মতলব এঁটে স্বীকার কোল্লেম।

টাকা নিয়ে—ঔষধের ফর্দ্দ নিয়ে ডাক্তারখানায় প্রবেশ কোল্লেম। ডাক্তারের হাতে টাকা ও ফর্দ্দটি দিয়ে বোল্লেম, "এই ঔষধ আমার প্রয়োজন। যদি কোনও দোষ না থাকে,

দিন।” ডাক্তার বোল্লেন “সে কি কথা? এমন ডাক্তারের ব্যবস্থা পত্র, এতে আবার দোষ? রোগীর পীড়া বোধ হয় কঠিন।” উত্তরের প্রতীক্ষা না কোরে ডাক্তার ঔষধ দিলেন। ভাঙানী টাঁকা ফেরত দিলেন। বেরিয়ে এলেম। রাণীর পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। একটা মণিহারীর দোকানের সম্মুখে এসে রাণী বোল্লেন “মোরব্বা কেন! পাত্রটি চেয়ে নিও। ২।৩ দিন পরে খালি পাত্র ফেরত দিব, বিশ্বাস না করে—কিছু বরং জমা রেখে এস।” মোরব্বা কেনায় আর দোষ কি, তাই কোল্লেম। দোকানীর তামার পাত্রে মোরব্বা নিয়ে—দাম চুকিয়ে দিয়ে বাইরে এলেম। আবার চোল্লেম। এবার পোষাকের দোকান। অনেক পোষাক রাণী কিনিয়ে নিলেন। সে সব রকম রকম পুরুষের রকম বিরকম পোষাক। বাব সওদা সব কেনা বেচা কোরে রাণী চোল্লেন। অতি জঘন্য জঘন্য গলিঘুঁজি রাস্তা দিয়ে প্রায় এক ঘণ্টা হেঁটে একটি বাড়ীর সাম্‌নে আমরা উপস্থিত হলেম। দেখেইত আমার প্রাণ উড়ে গেল! ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেলেম! যে বাড়ী হতে আমি বেলাকে উদ্ধার কোরেছিলেম, এ সেই বাড়ী। সেই সর্ব্বনেশে বাড়ীর সম্মুখে আমরা উপস্থিত! লণ্ডনের যে সরাইতে আছি আমি, এখান হতে তা যে কতদূর, তাও অনুমানে আস্‌ছে না। রাণী কড়া নাড়লেন। রাণীর মা দরজা খুলে দিলেন। দরজায় আলো নাই। মিট্‌ মিটে চাঁদের আলোতে তাঁর মূর্ত্তি খানি দেখে চিন্‌লেম। প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশ কোচ্ছি, কিন্তু ইতস্ততঃ ঘুচ্‌ছে না। দাঁড়াতে দেখে—সন্দেহ কোত্তে দেখে রাণী বিরক্ত হয়ে বোল্লেন “আস্‌তে হয় শীঘ্র এস। এ দাঁড়াবার স্থান নয়। যেতে হয় চোলে যাও। দাঁড়াও কেন? আমি বোলেছি যখন তোমায় ভয় নাই, তখন আবার অবিশ্বাস?” আমি যেন কলের পুতুলের মত সেই সর্ব্বনেশে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। এবার যা থাকে অদৃষ্টে!

সপ্ত চত্বারিংশ লহরী।

মরা মানুষ কি ফিরে আসে?—জ্যোতিষ-গণনা!

বেশীক্ষণ অন্ধকারে থাক্‌তে হলো না। বৃদ্ধা একটি বাতি জ্বেলে আন্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে উপরে গেলেম। বড় বড় বালীচুন খসা ঘর, চারদিকে ভাঙা চিনেমাটির বাসন,—ছেঁড়া গোঁড়া খবরের কাগজ ছিটান। এই সব সাজ সরঞ্জাম দেখ্‌তে দেখ্‌তে, আমরা

এক প্রকাণ্ড ঘরে এসে উপস্থিত হলেম। এ ঘরটি অপেক্ষাকৃত একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে একটি গোল টেবিল, টেবিলের চারধারে ১০।১৫ খানি কেদারা। টেবিলের উপর বড় বড় বাঁধা খাতা, ২।১ খানি কেতাব, দোয়াত কলম, কাগজ, সাজানো। বৃদ্ধার হাতে আমাদের বাজার বেসাতী জিনিসগুলি দিয়ে রাণী এক খানি কেদারায় উপবেশন কোল্লেন। পাশেই আমি বোস্‌লেম। খাতার মধ্যে এক খানার আকার অতি প্রকাণ্ড। দেখ্‌ছি,—খাতা খানি কি কাজে এখানে ব্যবহৃত হয় তাই দেখ্‌ছি, রাণী বোল্লেন "ওখানি আমাদের হাজিরা বই। আমাদের এই ব্যবসায়ে এক হাজার লোকের নামের তালিকা ঐ হাজিরা বহীতে লেখা আছে।" বড়ই আশ্চর্য্যবোধ হলো। এত লোকে ডাকাতী ব্যবসা কোরে জীবন কাটায়? সুসভ্য ইংরাজরাজ্যের এত কড়াকড় শাসন সত্বেও একহাজার মেয়ে-ডাকাত নির্ব্বিবাদে লোকের বুকের উপর বোসে সর্ব্বনাশ কোচ্ছে? এ সব কেহ খবরে আনে না? বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! আরও শুন্‌লেম,—এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার আজ জন্মতিথি-পূজা। তাঁরই নিষেধ আজ্ঞা যে, আজ তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত কোনও ব্যক্তি কোনও কিছু দ্রব্য মূল্য দিয়ে জেন না কিনে; অর্থাৎ জবরদস্তীরই আজ মহোৎসব।—রাণী কিন্তু তা কোল্লেন না। তিনি কৌশলে এই শুভ ব্যবসায়ের অধিষ্ঠাতার আদেশ-পালন কর্ব্বার জন্য পোষাক ও ঔষধ আমাকে দিয়ে কিনিয়েছেন। এখন অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখ্‌লেম না।

আর এক খানি পুস্তক অতি যত্নের সহিত মকমলের আবরণ দিয়ে মোড়া রয়েছে, দেখ্‌লেম। এখানি জ্যোতিষগ্রন্থ। এই সব সম্প্রদায়ের লোকেরা সকলেই জ্যোতিষ জানে। লোকের হাত দেখে—রেখাপরীক্ষা কোরে জীবনের যাবতীয় ঘটনা স্পষ্ট স্পষ্ট বোলে দেয়। জ্যোতিষে আমার বিশ্বাস নাই, ততটা মন দিলেম না। রাণী বোল্লেন "মেরি! তোমার মনের কথা বুঝেছি আমি। ক্লাভারিঙের কোনও সম্পর্কই আমি আর এখন রাখি না। নগদ টাকা দিয়েছিল, নগদ কাজ সেরে দিয়ে চোলে এসেছি। এখন তার সঙ্গে কোন সম্পর্কই আর আমার নাই। দিব আমি। তোমার জন্য আমি সমস্ত ঘটনা লিখে একখানি পত্র দিব, কিন্তু আমাকে তুমি বিপদে ফেল্‌বে না ত? তোমার স্বভাব দেখে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার উপকারের জন্য আমি সবই কোত্তে পারি, কিন্তু তুমি ত আমাকে বিপদে ফেল্‌বে না?"

"কখনই না।" আমি দৃঢ়তার সহিত উত্তর কোল্লেম "এ জীবন থাক্‌তে না।"

তখনি রাণী এক পত্র লিখ্‌লেন। ভাষায় তাঁর পুরুষোচিত ব্যুৎপত্তি। হাতের অক্ষর,—বর্ণ বিন্যাস,—শব্দালঙ্কার, সকলই অতি পরিপাটি। দেখে আশ্চর্য্য জ্ঞান কোল্লেম। চিঠি খানি নিয়ে রাণী সই কোল্লেন, অজ্ঞেতা! এর নাম এত দিন জান্‌তেম

না, আজ নূতন জান্‌লেম, অজেতা। চিঠিখানি আমার হাতে দিয়ে অজেতা বোল্লেন "রেখে দাও। এতে যদি না হয়, আবার এসো, যাতে তোমার উপকার হয়, আমি তাতেই প্রস্তুত। দেখি, তোমার হাত দেখি।" ইচ্ছা ছিল না, জ্যোতিষে আমার একেবারেই বিশ্বাস নাই, তবুও লজ্জায় পোড়ে হাত দেখালেম। অনেকক্ষণ পরে—কররেখা বিচারে হাত পরীক্ষা কোল্লেন। আমি একদৃষ্টে অজেতার দিকে চেয়ে রইলেম। অজেতা সুন্দরী, যে সে সুন্দরী নয়,—অজেতা ভুবনমোহিনী সুন্দরী। কৃষ্ণ রেশমাধিক সুচিক্কণ কেশরাশীর মধ্যে মুখ খানি,—যেন কাল জলে পদ্মফুল ফুটে আছে;—নাসিকা সুগঠিত, পর্ব্বে পর্ব্বে সজ্জিত কণ্ঠদেশ, আকর্ণবিশ্রান্ত কৃষ্ণতার চক্ষু, মধ্যক্ষীণ কটিদেশ, গুরু নিতম্ব, এক কথায় অজেতা সৌন্দর্য্যের আধার।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা কোরে অজেতা বোল্লেন "অদৃষ্ট তোমার ভাল। সুখের তারা তোমার অনুকূল থাক্‌তেও কুগ্রহ তোমাকে সুখী হতে দিচ্চে না। শনি বক্র তোমার। অনেক বিপদ—অনেক অনুতাপ তোমাকে সহ্য কোত্তে হবে, তাতে কিন্তু বিচলিত হয়ো না। এখন একটি সুখ অতি নিকট হয়েছে। নবেম্বর মাসেই তার ফল পাবে তুমি। মিলিয়ে দেখো,—যদি হয়, ফল যদি মিলে যায়, তখন বুঝ্‌বে, আমাদের এ মেয়েলী গণনা সত্য কি না।

বুকের মধ্যে কেঁপে উঠলো। অজেতা এ কথা জান্‌লেন কি কোরে? নবেম্বর মাসে কান্তিনের আস্‌বার কথা। এ কথা ইনি কি কোরে জান্‌লেন তবে? সুখী ত হওয়ারই কথা। যাকে দেখ্‌লেই আনন্দে পুলকিত হই, যাকে পুনঃ পুনঃ দেখেও সাধ মিটে না,—এক বৎসরের অদর্শন—এই এক বৎসর পরে দেখা—সে যে কি সুখ—তা কল্পনার জিনিস নয়! কিন্তু ইনি তা জান্‌লেম কি কোরে! জ্যোতিষ তবে কি সত্য!

কতই ভাবছি। টেবিলের উপর এক খানি খবরের কাগজ পোড়ে ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে তাই দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর এক ব্যাপার! কাগজের বিজ্ঞাপনে ক্লাভারিং যে সমস্ত জহরৎ ধবলকুটীরে আমার জন্য রেখেছিলেন,—জড়োয়া জহরৎ যা সব্রিজ চুরী কোরেছে, সেই গুলি যে ধরিয়ে দিতে পার্ব্বে, ক্লাভারিং তাকে তিন শ গিণি পুরস্কার দিবেন। এই সংবাদ পর্ণবল আশ্রমের উকীল ক্রশবীকে দিলেই হবে। গলি পথে, এই সব জহরৎ আমি দেখে এসেছি; অঙ্গুরী যে দোকান হতে এনেছি, সেই খানেই সে সব আছে জানি, কিন্তু প্রকাশ কোল্লেম না, উঠ্‌লেম। অজেতা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। নীচে এসেছি, এমন সময় বৃদ্ধার কণ্ঠস্বর শুন্‌লেম। বৃদ্ধা চীৎকার কোরে বোল্লে "গ্রেহেম! শোন, আমার কথা শোন, যেও না।" এই শুন্‌তে না শুন্‌তে আমার সম্মুখে এক মূর্ত্তি দণ্ডায়মান! মূর্ত্তিটি যেন সমাধী হতে উঠে এসেছে! ভয়ানক ব্যাপার! সে

মূর্ত্তি যেন অবিকল এই অভাগিনীর পিতার ছায়া-মূর্ত্তি! অজ্ঞান হয়ে গেলেম;—মুখে যেন বোল্লেম "হা ঈশ্বর! এও কি সম্ভব? মরামানুষ কি ফিরে আসে?

অষ্টচত্বারিংশ লহরী।

উকিল বাড়ী।—সুক্রিয়াসাধন।

চৈতন্য লাভ কোরে দেখি, আমি বাসায় এসেছি! অজেতা আমার পাশেই বোসে আছেন। প্রতি মুহূর্ত্তে আমার চৈতন্য লাভের প্রতীক্ষা কোচ্চেন। চৈতন্য পেয়েই বোল্লেম "আমাকে এখানে কে এনেছে? কেমন কোরে আমি এখানে এসেছি?"

অজেতা বোল্লেন "আমি এনেছি। যখন তুমি অজ্ঞান হয়ে পোড়ে যাও, জ্ঞান থাকে না, তখনি আমার গাড়ী কোরে তোমাকে এখানে এনেছি। ডাক্তার ডাক্‌তে ইচ্ছা হোয়েছিল, ডাকি নাই। যে স্থানে তুমি ছিলে, সেখানে ডাক্তার আনা তোমার সম্মানের হানীজনক বোলেই ডাকি নাই। বড়ই ভয় পেয়েছিলেম। এমন আকস্মিক বিপদে ভীত হবারই কথা। এখন তোমাকে সুস্থ দেখে আমার ভয় দূর হলো। আমি নিকটেরই এক ব্যবসায়ীর স্ত্রী বোলে পরিচয় দিয়েছি। আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে গিয়েছিলে তুমি, হটাৎ আকস্মিক এই পীড়ায় পীড়িত হয়েছ। এই কথাতেই সরাইয়ের কর্ত্রীকে জবাব দিয়েছি। জিজ্ঞাসা কোল্লে, তুমিও আমার এই পরিচয় দিও। নাম বোলো আমার সিমসেনা। আমি তবে এখন আসি। তুমি বেশ সুস্থ হয়েছ বোধ হয়?"

"হা। বেশ সুস্থ হয়েছি। আপনি আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার কোরেছেন। আর কষ্ট দিব না, আসুন আপনি। রাত কত?"

"এগারটা বেজে গেছে। আমি তবে আসি।" অজেতা বিদায় হলেন। আমিও আবার শয়ন কোল্লেম; কিন্তু সে সুখের নিদ্রা নয়—সে নিদ্রা স্বপ্নময়। সে সব অতি দুঃস্বপ্ন! নিদ্রার আবেশে কত ভয়ানক স্বপ্নই যে দেখ্‌লেম, কত কাঁদলেম হাসলেম কত আশা পেয়ে শেষে হতাশ সাগরে ডুবলেম, তার আর সংখ্যা নাই। স্বপ্নে দেখ্‌লেম, অভাগিনী জননীর সেই মৃত্যু-কালিমা-রঞ্জিত মলিন মূর্ত্তি ধীরে ধীরে আমরা সম্মুখে অগ্রসর!—হাত বাড়ালেন, দুঃখিনী তনয়াকে ক্রোড়ে ধারণ কোত্তে বাহুপ্রসারণ কোল্লেন, আনন্দে অধীর হয়ে কোলে উঠ্‌তে গেলেম, কোথাও কিছু নাই, সব অন্ধকার! আঁধারের মধ্যে অমনি দেখ্‌তে না দেখ্‌তে পিতার সেই বদনমণ্ডল!—পাংশু মুখে সেই বিদায় কালের

গম্ভীর ভাব! যেন চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখ্তে লাগ্লেম, পিতা ক্রোধে অধীর হয়ে দ্রুতপদে চোল্লেন, আমি পশ্চাতে পশ্চাতে ছুট্লেম। পাল্লেম না। কাতরকণ্ঠে মর্ম্মান্তিক যাতনায় কাতরকণ্ঠে কতবার ডাক্লেম, পিতা!—কোথা যাও পিতা! তোমার অভাগা অভাগিনী পুত্রকন্যাদের দুঃখসাগরে ডুবিয়ে কোথা যাও তুমি? প্রতিধ্বনি যেন শূন্যে মিশিয়ে গেল! তখনি মর্লের সেই ভীষণ চেহারা!—সতীত্ব নাশের উদ্যোগ! সব্রিজ তার সঙ্গে। অমনি ধবলকুটিরে ডাকাতী। ডাইনীর রাণী অশ্বারোহণে—সব যেন স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্লেম। সমস্ত রাত্রি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা পেয়ে রাত্রি শেষে একটু নিদ্রা হলো। যখন নিদ্রা ভঙ্গ হলো, যখন চেয়ে দেখ্লেম, তখন সমস্ত ঘরে দিনের আলো! বেলা ৮ টা বেজে গেছে।

তাড়াতাড়ি উঠ্লেম। হাতমুখ ধুয়ে—পোষাক পরিবর্ত্তন কোরে—জলযোগ সেরে তখনি বেরুলেম। গৃহকর্ত্রী বোল্লেন "বিবি সিমসেনা লোক পাঠয়েছিলেন, তুমি ভাল আছ বোলে প্রতি-সংবাদ জানিয়েছি।" বুঝলেম, অজেতা লোক পাঠিয়েছিলেন। একটু চিরকুটে লিখে অজেতা জানিয়াছেন, 'যদি তাঁর সঙ্গে কখনও দেখা করার আবশ্যক হয়, নরউডে তাঁর আপন বাড়ীতে সাক্ষাৎ হবে।' গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে রওনা হলেম।

উকিল ক্রশবীর বাড়ীতে উপস্থিত হলেম। বিজ্ঞাপনে দেখেছিলেম, একটা সরাই খানায় তাঁর বাসা। সে ভ্রম গেল! ক্রশবীর প্রকাণ্ড আপিসবাড়ী। প্রবেশ কোল্লেম। আফিস ঘরে ১০।১২টি কেরাণী খাট্ছে। জিজ্ঞাসা কোরে জান্লেম, উকিল এখনো অপিসে আসেন নাই। অপেক্ষা কোত্তে লাগ্লেম।

একটি অতিদরিদ্র রুগ্ন লোক ধীরে ধীরে আপিসে প্রবেশ কোল্লে। ভয়ে ভয়ে প্রধান কেরাণীকে অভিবাদন কোরে বিনীত ভাবে বোল্লে "মহাশয়! আমার একটা উপকার করুন।"

প্রধান কেরাণী আপনার প্রধান্য অক্ষুণ্ণ রাখ্বার জন্য কাগজ হতে মাথা না তুলেই তাঁবেদার একটি মুহুরীকে আজ্ঞা কোল্লেন "গ্রের মকর্দ্দমার নথিটে দাও ত হে!"

পেটোয়া কেরাণী—এক প্রকাণ্ড কাগজের পুলিন্দা বার কোরে প্রধান মুহুরীকে দিলেন। পুলিন্দায় জড়ান লালফিতা গুলি খুলে—পোড়ে দেখে প্রধান মুহুরী বোল্লেন "তবে টাকা "দাও। পেনি ফার্দ্দিং—-—সুদে আসলে সব চুকিয়ে দিয়ে যাও।"

দরিদ্র লোকটি কাতরকণ্ঠে বোল্লে "আমার আর কিছুই নাই। পরিবারটির ভয়ানক পীড়া! সে হয় ত আর বাচবে না। মেয়েটি অবলম্বন ছিল, সেটিও পালিয়ে গেছে। বিপদের বেড়া আগুণে পোড়েছি আমি। কৃপা করুন!——অনুগ্রহ করুন। গরীবকে আর মারবেন না! ভগবান এর পুরস্কার দিবেন!"

"টাকা তবে আন নাই?" গভীর গর্জ্জনে ঘরের মধ্যে একটি প্রতিধ্বনি তুলে—প্রধান কেরাণী মহাশয় বোল্লেন "টাকা তবে আন নাই? বদমায়েসী কোত্তে এসেছ? এ তোমার তামাসার স্থান নয়। যাও, বেরিয়ে যাও। কাল তোমাকে আমি বুঝে নিব। অনেক মতলব জান তুমি। আমার কাছে সে সব খাট্‌বে না, চোলে যাও।"

"আমি গরীব—অতি গরীব। প্রতিদিন আহার হয় না আমার।"

"কোন কথা শুন্‌তে চাইনে। বেরিয়ে যাও তুমি। মানে মানে চোলে যাও; না যাও, গলাধাক্কা দিয়ে বার কোরে দিব।" কেরাণীর এই মধুমাখা কথায় মোহিত হয়ে গ্রে কাঁদতে কাঁদ্‌তে চোলে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য কার্য্যালয় নিস্তব্ধ। একজন পেয়াদা এসে হাজীর। প্রধান কেরাণী পেয়াদাকে দেখে এক তাড়া কাগজ বার কোল্লেন। হেসে হেসে বোল্লেন "আজ তোমার ভারি দাঁও হে। ভাগ দিয়ে যেও। একদিন বড়দরের একটা খানাও দিও তুমি। এই নেও, এখানা চিঠি। কাপ্তেন লবন্দারকে দেবে, লংস্ সরাইতে আছেন তিনি। বোলো, একটি স্ত্রীলোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চান। বিশেষ আবশ্যক তাঁর। বিশেষ কোরে বোলো, আমাদের কর্ত্তা আর তাঁকে গেরেপ্তার কোর্ব্বেন না। তার দোষ সব কেটে গেছে। রহস্য বেরিয়েছে,—কোন ভয় নাই তাঁর। তাঁকে কিন্তু আনাই চাই। আর এখানি সমন। রিজেণ্ট ষ্ট্রীটের আদম বেলাবন্নী। বেটির বিস্তর টাকা। বেশ পাবে তুমি। সমন কিন্তু ধরান চাই। সহস্র বাধা থাকলেও সমন তার হাতে হাতে দেওয়া চাই। বুঝতে পেরেছ? এই, এই একখানি ক্রোকী পরওয়ানা। জেমস্ জেঙ্কিন্সকে দিয়ে ৭ পাউণ্ড ৯ শিলিং আর ৯ পেন্স পাবে। গরীব মানুষ সে। তার স্ত্রী কোথায় চোলে গেছে, তারই বিল এখানি, আর—

অমনি সব গোল থেমে গেল। ছোট একটি টাক মাথায় কোরে কাল পোষাক পরা চসমা চোকে একটি লালমুখ সাহেব গৃহমধ্যে প্রবেশ কোত্তেই সব চুপ চাপ। কেরাণীরা কলম ছেড়ে এতক্ষণ খোস্ গল্পে মন দিয়েছিল, এখন তাদের কলম যেন বাতাসের আগে আগে ছুট্‌তে লাগ্‌লো। অনুভবে বুঝলেম, ইনিই উকিল ক্রশ্‌বী।

প্রধান কেরাণী আমার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত কোরে বোল্লেন "ইনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চান।"

জনান্তিকে "আস্‌তে বল, আস্‌তে বল" বোলে উকিল তাঁর খাস্ কাছারীতে চোল্লেন। আমিও পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। খাস্ কাছারীতে লোক থাকে না। ঘরটি নির্জ্জন। অঙ্গুলি সঙ্কেতে উপবেশন কোত্তে অনুমতি দিয়ে উকিল সাহেব এক রাশ চিঠি পোড়তে বোস্‌লেন।

অনেক্ষণ বোসে বোসে বড় বিরক্ত বোধ হলো। তত বড় উকিলের সাম্‌নে অসভ্যতার ভয় ত্যাগ কোরে বোল্লেম "মহাশয়! আমি একটি আবশ্যক—" বাধা দিয়ে—পড়া বন্ধ না কোরেই উকিলী মেজাজে উকিল বাহাদুর আজ্ঞা কোল্লেন "বোলে যাও তুমি। আমি কাণ দিয়ে পড়ি না।"

আমি সমস্ত কথা বোল্লেম। আরও বোল্লেম, "টাকাটা আমি যে ঠিকানা লিখে দিব, সেই খানেই আপনাকে পাঠাতে হবে।"

উকিল পত্র পড়া বন্ধ কোরে বোল্লেন "আশ্চর্য্য! যে দোকানের তুমি নাম কোচ্ছ, সে ত অতি সম্ভ্রান্ত দোকান। ক্লাভারিঙের চোরা মাল তার সেখানে কেন থাক্‌বে? থাক, সে সব কথা। কোথায় টাকা পাঠাতে হবে, লিখে দাও।" আমি এক খানি কাগজে টাকা পাঠাবার ঠিকানা লিখে দিয়ে বোল্লেম "ঐ সব জহরৎ আমি চিনি। আমাকে প্রলোভন দিবার জন্যই সেই সব জহরৎ কেনা হয়েছিল।"

বাধা দিয়ে উকিল বোল্লেন "সে সব কথা শুন্‌বার আমার কি দরকার? উকিল মাত্র আমি তাঁর। কোন গোপনীয় সংবাদ আমি রাখি না।" উকিল ঘণ্টা ধ্বনি কোল্লেন, তখনি প্রধান কেরাণী এসে দর্শন দিলেন। সমস্ত কথা বুঝিয়ে দিয়ে উকিল প্রধান কেরাণীকে তৎক্ষণাৎ রওনা কোরে দিলেন। বিশেষ কোরে বোলে দিলেন "এখনি যাও। যদি সুবিধা না পাও, বণ্ড ষ্ট্রীটে যেও।" কেরাণী তখনি প্রস্থান কোল্লেন। আমাকে উকিল বোল্লেন "আমার লোক ফিরে আসা পর্য্যন্ত আপনি কি অপেক্ষা কোর্ব্বেন?" কৌতুহল হয়েছে, ফলাফল জানা চাই, অকৃতকার্য্য হলে পুরস্কারের টাকাও ত পাওয়া যাবে না, যা হয়, দেখে যাওয়াই ভাল। স্বীকৃত হলেম।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে প্রধান কেরাণী ফিরে এলেন। হাতে এক বড় পুলিন্দা। বুঝলেম, কৃতকার্য্য হয়েছেন। চঞ্চলদৃষ্টিতে উকিল পুলিন্দা খুলে দেখ্‌লেন। ক্লাভারিং প্রদত্ত ফর্দ্দ দেখে মিলিয়ে নিলেন। সব পাওয়া গেছে। আজই সন্ধ্যার ডাকে টাকা যথাস্থানে প্রেরিত হবে বোলে উকিল আমাকে বিদায় দিলেন।

আস্‌ছি, পথে দেখি গ্রে! বড় কষ্ট হলো। দশটি গিণি গ্রের হাতে দিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেম। উকিল মোক্তারের মুহুরীদের কাণ্ড দেখে উকিলী-মেজাজ দেখে অবাক হয়ে গেছি। আইনচক্রের এঁরাই চক্রধারী! আর যে স্থানে সেই চক্রের মুস্থবিদা হয়, লোকের সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য যে স্থানে মতলব আটা আঁটি হয়, তারই নাম উকিলবাড়ী।

উনচত্ত্বারিংশ লহরী।

আমার আবার বাড়ী।

সহরে থাকায় আর প্রয়োজন কি? অপরাহ্ন ৩ টার সময় গাড়ীতে উঠ্‌লেম। রাত ৯ টার সময় রোজ হোটেলের সম্মুখে আমাদের গাড়ী এসে উপস্থিত হলো। সে রাত্রের জন্য সেই খানেই অপেক্ষা কোর্ব্বো. স্থির কোল্লেম। গাড়ী ছেড়ে সরাইয়ে গেলেম, সে দিন হাট বার। সরাইয়ের সমস্ত স্থানই লোকে পুরে গেছে। স্থান পেলেম না। নিকটেই আর একটি সরাইছিল, সেই খানে গেলেম। স্থানও পেলেম। রাত্রে আহারাদি সেরে শয়ন কোল্লেম। সুনিদ্রায় রজনী প্রভাত।

সকালেই আসফোর্ডের গাড়ী ছাড়ে। সকালেই গাড়ী ভাড়া কোত্তে একজন লোক পাঠালেম, বিফল হলো। আমার লোক যাবার পুর্ব্বেই সমস্ত গাড়ী ভাড়া বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। বৈকালে আবার গাড়ী যাবে। অগত্যা বৈকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোত্তে হলো। জলযোগ সেরে ধর্ম্মমন্দির দেখ্‌তে চোল্লেম। এই খানেই প্রথম ক্লাভারিংকে দেখি। মাননীয় তুইসদন দম্পতির সঙ্গে এসে এইখানেই ক্লাভারিংয়ের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দেখে শুনে ফিল্লেম। আস্‌ছি, সরাইখানার সম্মুখে তুইসদনের গাড়ী দেখ্‌লেম। সংবাদ নিতে ইচ্ছা হলো। ভাবলেম, তুইসদন এ গাড়ী ঘোড়া হয় ত বেচে ফেলেছেন। অন্য কেহ এই গাড়ী হয়ত কিনে নিয়েছে। যাই হোক, প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশ কোরেছি, একটি ঘরের জানালা দিয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, যথার্থই তুইসদনদম্পতি জলযোগে বোসেছেন। সঙ্গে ক্লাভারিং! প্রথম দর্শনেই ভয় পেলেম। ভয়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলেম। পালাতে পাল্লেম না। তুইসদনের দৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হলো। আনন্দিত হয়ে বোল্লেন "মেরি! তুমি এখানে?" এই বোলে তিনি বেরিয়ে এলেন। হাত খানি ধোরে সযত্নে সমাদরে ঘরের মধ্যে এনে বসালেন। আনন্দিত হয়ে বোল্লেন "তোমাকে দেখে বস্তুতই আমি বড় সুখী হয়েছি।"

বিবি ত্রিসদনা বোল্লেন "ঠিক কথা। মেরী যেন তোমার আপন কন্যা। ওকে দেখে তুমি এতই আনন্দিত হয়েছ যে, এতদিন পরে আমি যদি ফিরে আস্‌তেম, তা হলেও তুমি হয় ত এতটা আনন্দিত হতে না।"

"আহা! মেরী বড় ভাল মেয়ে। প্রিয়তমে! ঠিক নয় কি?"

"ঠিক তাই। দোষের মধ্যে মেরী ছেলেদের যত্ন জানে না। ছেলেদের কাঁদাতে, মারা ধরা কোত্তে, কুশিক্ষা দিতে মেরী বড়ই পটু।"

"ক্ষমা করুন। ছেলেরা কি এখন এখানে আছে মা? আমি তাদের দেখলে বড়ই খুসী হতেম।"

আমার কথায় বাধা দিয়ে তুইসদন বোল্লেন "মেরী ঠিক বোলেছে। ছেলেরা মেরীকে দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হতো!"

"সন্তুষ্ট হতো?" বিবি ত্রিসদনা বিরক্ত হয়ে বোল্লেন "একি কথা বল তুমি? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে। তারা সন্তুষ্ট হতো? যে তাদের কতই মেরেছে,—কতই কাঁদিয়েছে,"তাকে দেখে তারা সন্তুষ্ট হতো?"

"ওটা আমার বুঝবারই ভুল। ক্ষমা কর প্রিয়তমে। মেরি! কিছু খাবে কি তুমি?"

"না। ক্ষমা করুন। আমার বিশেষ আবশ্যক, তবে এখন বিদায় হই?" মাননীয় তুইসদন কোনও শনিবারে তাঁর বাড়ীতে যেতে অনুরোধ কোরে বিদায় দিলেন। দ্রুতপদে সরাই ত্যাগ কোল্লেম।

আমার সরাই-বাসার সম্মুখে এসেছি, এমন সময় পশ্চাতে কার পদ শব্দ পেলেম। ফিরে চেয়ে দেখ্‌লেম, ক্লাভারিং। ক্লাভারিং উচ্চকণ্ঠে বোল্লেন "তুইসদন তোমার জন্য একটি সংবাদ পাঠিয়েছেন।" দাঁড়ালেম। ক্লাভারিং আমার নিকটে এসে বোল্লেন "মেরি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। যে সব অত্যাচর কোরেছি আমি, সে লজ্জার কথা তুমি কারও কাছে আর প্রকাশ কোরো না! বিশেষ অনুরোধ আমার।—আমি তোমার শত্রু, শত্রুর অনুরোধ রক্ষা কোত্তে তুমি কি সমর্থ হবে?"

স্বীকার কোল্লেম। তুইসদনের সংবাদ কেবল মৌখিক, আসল কথা নিশেধ করা। কার্য্যোদ্ধার কোরে ক্লাভারিং প্রস্থান কোল্লেন। ২টার পর গাড়ী ছেড়ে প্রায় দুঘণ্টা পরে আমাদের গাড়ী আসফোর্ডে পৌছিল। গাড়ীর আড্ডায় আমার বাক্সটি রেখে ডাক্তার কলিন্সের বাড়ীতে গেলেম। উইলিয়ম আমাকে দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলো, কিন্তু তার মুখ বড় বিপন্ন দেখে কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্‌লেম, বিবি হোয়াইট ফিল্‌ড বাঁচেন কিনা সন্দেহ। কাল সমস্ত রাত হাজীর রুজু থেকে ডাক্তার কলিন্স চিকিৎসা কোরেছেন, কোন ফল হয় নাই। পক্ষাঘাত হয়েছে তাঁর। কথা কইবার শক্তি নাই।"

তখনি বেরুলেম। ডাক্তার কলিন্সের গৃহকর্ত্রী আমায় যথেষ্ট সমাদর কোল্লেন। গাড়ীর আড্ডা হতে বাক্স আন্‌তে লোক পাঠালেন। আমি বিবি হোয়াইটফিল্ডের বাঁড়ীর উদ্দেশে চোল্লেম।

যথা সময়ে যথাস্থানে পৌছিলেম। সারা ও জেন আমাকে দেখে আনন্দিত হলো

পৃথক ঘরে—আমরা তিনজনে বোস্‌লেম। বিবি হোয়াইটফিল্ডের পীড়ায় জেন বড়ই কাতর হয়েছে! ছেলে মানুষ! কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হয়ে পোড়েছে। সারার চক্ষে কিন্তু জল নাই! কথাবার্ত্তার পর সারা বোল্লে "জেন! কেন এত কাঁদ তুমি? কাঁদবার বিষয়টা কি? বিবি যদি নাই বাঁচেন, তাতেই বা আমাদের ক্ষতি কি হবে! তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত বিষয়ই ত আমাদের হবে, দুঃখের কথা কি তবে?"

সারার কথায় ব্যথা পেলেম। বোল্লেম "সে কি কথা সারা? নিরাশ্রয়ে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন, আপন কন্যার ন্যায় যিনি প্রতিপালন কোরেছেন, তাঁর এই সাংঘাতিক পীড়া, তোমার প্রাণ কি এতে কাঁদে না?"

"আঃ—তুমি এর কি জান? বয়সে তুমি বড় বোলে জ্ঞানেও কি তুমি বড়? লেখা পড়ার যে জ্ঞান, তার তুমি কি ধার ধারো? ভাল রকম লেখাপড়া শিখে আমি যেটুকু বুঝেছি, তুমি তার অর্দ্ধেক—সিকি—কি তারও সিকিভাগ বুঝ নাই।"

সারা বড়ই গর্ব্বিত হয়েছে। এ গর্ব্ব ত ভাল নয়! দুঃখিত হলেম। সারাকে বুঝাতে যাব, ডাক্তার কলিন্স গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। ধীরে ধীরে বিষণ্নবদনে বোল্লেন "মেরি! তুমি এসেছ, সুখী হলেম; কিন্তু যতটা সুখী হবার আশা ছিল, দুর্ভাগ্য বশতঃ তা হলো না। এসেছ এক রকম ভালই হয়েছে। এখন হতে তুমিই তোমার ভগ্নীদুটির এক মাত্র আশ্রয় হলে।"

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "বিবি হোয়াইটফিল্ড তবে কি নাই?"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ কোরে ডাক্তার বোল্লেন "না। তিনি আর নাই।" জেন ত কেঁদেই অজ্ঞান! আমার চক্ষেও জল এলো—কাঁদলেম। কেবল পাষাণহৃদয়া সারার চক্ষে জলবিন্দুও দেখলেম না।

আমরা কাঁদতে কাঁদতে ডাক্তারের বাড়ী এলেম। ডাক্তার উইলের জন্য বিবির সমস্ত বাক্স, প্যাট্‌রা, আলমারী, দেরাজ, অনুসন্ধান কোল্লেন, উইল পাওয়া গেল না। বিবির নগদ টাকাও বেশী ছিল না। সমস্তই সরকারী লোকের জিম্বায় রইল। কাগজে কাগজে বিবির মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করা হলো, কোন আত্মীয়ই তাঁর বিষয়ের ওয়ারীশ হয়ে হাজীর হলেন না। সমস্ত সম্পত্তি সরকারের খাস হয়ে গেল। সরকারী কর্ম্মচারী দয়াপরবশ হয়ে সারা ও জেনকে যৎসামান্য আসবাব মাত্র দিয়ে গেলেন।

ভগ্নী দুটিও আজ আমার মত পথের ভিখারী হলো। আমাদের একমাত্র সহায় ডাক্তার কলিন্সের সঙ্গে পরামর্শ কোরে আসফোর্ডের একটি ছোট বাড়ী ভাড়া নিয়ে তিন বোনে সেইখানেই থাকলেম। সংসারচক্রে ঘুরে ঘুরে শেষে আমি আবার বাড়ীভাড়া নিলেম! দরিদ্র আমি, আমার আবার বাড়ি!

পঞ্চাশত্তম লহরী।

সে এখন স্বর্গে!—নিশিতারা!

পৃথক বাড়ীতেই আছি। যা কিছু ছিল, তিন সপ্তাহের খরচে প্রায়ই তার অর্দ্ধাংশ খরচ হয়ে গেল। এমন কোরে আর কত দিন চোল্‌বে? বড়ই ভাবনা হলো। জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত ভাবনাই আমার সঙ্গের সাথী।—ভাবনাই আমার জীবনের ছায়া।

আমাদের একমাত্র অসময়ের বন্ধু ডাক্তার কলিন্স আমাদের ভাবনায় বিব্রত হয়ে পোড়েছেন। আমাদের সুখসচ্ছন্দতার জন্য তিনি বহুআয়াস স্বীকার কোচ্চেন। এক দিন তাঁর পত্র পেলেম। পত্রে লেখা আছে,—

মেরি! তুমি হয় ত জান, আমি এ সংসারে কেবল দুর্ভাগ্যচক্রেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। শতচেষ্টা করিয়াও আমার অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেছি না, সেই জন্য হৃদয়ের বাসনাও আমার পূর্ণ হইতেছে না। ইচ্ছা ছিল, সংসারে নিতান্ত আশ্রয়শূন্য তোমরা, আমার যথা সামান্য আশ্রয়েই থাকিবে; কিন্তু সে অবস্থা ত আমার নহে। তোমাদের জন্য আমি আর এক যুক্তি স্থির করিয়াছি। জেনকে আমার নিজের বাটীতে রাখিতে চাই। আমার ভরসা আছে, জেন উইলিয়মের সহিত এখানে সুখেই থাকিতে পারিবে। সারাকে কোনও এক ভদ্রপরিবারে গৃহকর্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। এ সম্বন্ধে তোমার মতামত কি, জানাইবে।

এতে কি আর অমত হয়? তখনি পত্র লিখলেম। হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানালেম। সেই দিন সন্ধ্যার ডাকে আর একখানি পত্র পেলেম। নিশিতারা লিখেছেন। তাঁদের দুরবস্থার সীমা নাই। দেনার জ্বালায় মিশিতার দেউলে নাম কিন্‌তে বাধ্য হয়েছেন। বড় ছেলেটির যক্ষ্মাকাশ! জীবন রক্ষার কোনও সম্ভাবনা নাই। বড়ছেলেটি আমাকে একবার শেষ দেখা দেখতে বাসনা কোরেছে। হতভাগ্য কুমার জন্মের শোধ একবার দেখতে চেয়েছে! এদিকে উকিল ক্রশবী যথাসময়েই পুরস্কারের তিনশ গিনি পাঠিয়েছেন। বিবি নিশিতারা তার প্রাপ্তিস্বীকার কোরেছেন, কতই কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

পত্রখানি উইলিয়মকে দেখালেম। দুজনে যুক্তি কোরে পরদিন প্রাতেই রওনা হলেম শ্রীমতী ত্রিসদনাকে সম্মানপত্র দ্বারা অবস্থা জানালেম, তাঁর আদেশ কালে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে না পারায় দুঃখ জানিয়ে পত্র লিখলেম। আবার কতদিনে যে সাক্ষাৎ হবে, তার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির কোরে দিলেম না! যদি সময় আসে, তখন অবশ্যই

সাক্ষাৎ করার অবসর হবে। পত্র ডাকে দিয়ে তখনি গাড়ীতে উঠলেম। দুঘণ্টার মধ্যে আবার দর্বিতে পৌঁছিলেম। মনের মধ্যে কত সন্দেহ—কত ভাবনা—কত রকমের কত চিন্তাই যে তোলাপাড়া কোচ্চে, তার আর সীমা নাই। দ্রুতপদে সন্ধ্যা ৫টার সময় মিশিতারের বাসবাড়ীর সম্মুখে এলেম। বাড়ীটি যেন বিষাদে মাথা! আর সে শ্রীশৃঙ্খলা নাই, বালকগণের সে হাসির শব্দ নাই, চাকরদের ডাক হাঁক নাই! দোকানখানিও বন্ধ! বাড়ীর লোক জন যেন কে কোথায় চোলে গেছে!

সভয়ে সন্দেহে প্রবেশ কোল্লেম। প্রধানা কিঙ্করী আমাকে রোগীর ঘরে নিয়ে গেল। বিবি নিশিতারা পুত্রের পাশে বোসে আছেন। বিবির আর সে লাবণ্য নাই! বিষণ্ণ বদন খানি যেন আরও বিষণ্ণ হয়েছে! চোকের কোনে কালি পোড়েছে! ঠোঁঠ দুখানি নীলবর্ণ ধারণ কোরেছে! মলিনবসনা মলিনবদনে পুত্রের রোগজীর্ণ মলিন বদনখানির প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। যে বজ্র তাঁর মস্তকে পতিত হবার জন্য প্রস্তুত রোয়েছে, বিষাদিনী প্রতি মুহূর্ত্তে যেন সেই বজ্রপতনের প্রতীক্ষা কোচ্চেন। আমি যেতেই—আমার পদশব্দ শুনেই বিবির সজল নয়ন দুটি আমার দিকে পতিত হলো। কাতরকণ্ঠে বোল্লেন "মেরি! এসেছ তুমি? অভাগিনীর ভাগ্যহীন পুত্রের শেষ দশা দেখতে এসেছ তুমি? মেরি! প্রাণাধিকে! দেখে যাও, আমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!" বিবির সজলনয়ন দেখে আমারও চোক ফেটে জল বেরুলো। ধীরবচনে কতই বুঝালেম; কিন্তু সেই শোকের সহস্রমুখী তীব্র ধারা কি একটি বালির বাঁধে প্রতিরোধ করা যায়?

ছেলেটি এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিল, জাগরিত হলো। আমার দিকে চেয়ে অতি কাতর অতি ক্ষীণকণ্ঠে বোল্লে "মেরি! এসেছ তুমি? সোরে এস, তেমনি কোরে—আগে আগে যেমন কোত্তে, তেমনি কোরে আমার মুখচুম্বন কর! আর ত আমি বাঁচবো না। আমি যে মৃত্যুশয্যায় শুয়েছি।" বালকের কাতরতা দেখে আমার যেন আরও কষ্ট হলো। বালকের মুখচুম্বন কোল্লেম। কাছে গিয়ে বোসলেম। বিবি নিশিতারা আরও কাতর হয়ে উঠলেন। তের বৎসর বয়সের বালকের মধুরভাষা মধুর কথা যেন আরও মধুরতর বোলে বোধ হলো। জননীর রোদনে বালকের যন্ত্রণাজীর্ণ হৃদয়ে আঘাত লাগলো। কাতর কণ্ঠে বালক বোল্লে "কেন মা আর কাঁদ! আমি ত এখন বেশ আছি! আমার ঘুম পেয়েছে। আমি একটু ঘুমুলেই আরও সুস্থ হবো।"

শুশ্রূষায় বালক আবার নিদ্রিত হলো। বিবি নিশিতারা বোল্লেন "মেরি! যথার্থই তুমি আমার বন্ধু। আমাদের রক্ষা কর্ব্বার জন্যই ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন! দেবী তুমি! তা না হলে, এমন সহৃদয়তা, এমন পরদুঃখকাতরতা পৃথিবীর মানুষের হৃদয়ে থাকতে পারে না। তুমি যে টাকা পাঠিয়েছ, তা আমি নিতেম না! উচিতও নয় তা! কিন্তু

দুর্ভাগ্যচক্রে পোড়েছি বোলে তোমার টাকাও আমাকে গ্রহণ কোত্তে হলো। পাওনাদারদের সঙ্গে সুবন্দোবস্ত হয়ে গেছে।—নিলাম বন্ধ থাকবে। কালই দোকান আবার খুলবার কল্পনা হ'চ্চে। আর যদি—"বিষাদিনীর কণ্ঠরোধ হলো। আর যদি—এ কথার অপরার্দ্ধ বুঝতে বাকী রইল না! ছেলেটির যদি—"এইটুকুই এ কথার উদ্দেশ্য।

অনেক কথাবার্ত্তার পর আমি উঠে গেলেম। গরীব আমি, ছেলেদের জন্যে যৎ-সামান্য খাবার—ছোট ছোট খেল্‌না যা এনেছিলেম, তাদের দিবার জন্য বারান্দায় গেলেম। ছেলেরা আমাকে দেখে বড়ই সুখী হলো। খেলনা খাবার দিয়ে আদর কোরে আবার রোগীর ঘরে এলেম। মিশিতার এসেছেন। আহা! মিশিতারেরও আর সে ভাব নাই। ভাবনায় ভাবনায় শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে, মলিন বস্ত্র, মলিন মুখ, দেখে বড়ই কষ্ট হলো। সজলনয়নে অগ্রসর হলেম—অভিবাদন কোল্লেম। কাতরনয়নে চেয়ে মিশিতার বোল্লেন "মেরি! আমাদের দুঃখবিপদের অংশ গ্রহণ কোত্তে এসেছ তুমি? যথার্থই তুমি আমাদের বন্ধু।" আমি কথা কইলেম না। নীরবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধীরে ধীরে আবার রোগীর পাশে এসে বোস্‌লেম। গায়ে হাত দিয়ে দেখলেম। বেশ বুঝলেম, চিকিৎসার কিছুই জানি না, তবুও বেশ বুঝলেম, সময় আগত!

বালকের ক্ষীণকণ্ঠ ধীরে ধীরে উচ্চারণ কোল্লে "পিতা, তবে বিদায় হই। আমি আপনাদের অধম সন্তান! আমাকে একটি ভিক্ষা দিন।"

বালকের কাতরতায় সকলের চক্ষেই জলধারা প্রবাহিত হলো। মাননীয় মিশিতারের পাষাণহৃদয়ে করুণার রেখা প্রতিত হলো। কাতরকণ্ঠে বোল্লেন "বল বৎস, তোমার বাসনা কি?"

"বাসনা! আমার আর বাসনা কি? মনে কোরেছিলেম, দুঃখিনী জননীর কষ্ট দূর কোর্ব্বো; মনে কোরেছিলেম, তাঁর হৃদয়ে যে বিষাদের ছুরি গাঁথা আছে, আমি তা তুলে ফেলে সেখানে শান্তিনদী প্রবাহিত করাব, তা হলো না। জ্যেষ্ঠ আমি, আমার কনিষ্ঠ চারটিরই বা কি উপায় হবে পিতা! ভিক্ষা দিন, আর আমার অধিক সময় নাই, মরণ কালে হতভাগ্য পুত্রকে ভিক্ষা দিন, বলুন, আমার অভাগিনী জননী আর হতভাগ্য ভ্রাতাভগ্নীদের সযত্নে প্রতিপালন কোর্ব্বেন!—স্বীকার করুন, তাদের পথেরভিকারী কোর্ব্বেন না! বলুন; আপনার মুখে অভয়বাণী না শুন্‌লে মরণেও আমার সুখ হবে না।"

মিশিতার সজলনয়নে সকাতরকণ্ঠে বোল্লেন "কেন প্রাণাধিক, কেন তুমি এ কথা বোল্‌ছো? যারা আমার নিত্য পোষ্য, তাদের ভরণপোষণ ভার ত আমার উপরই আছে। কেন তবে তেথার এ অনুরোধ! আমি স্বীকার কোচ্ছি, তোমার অনুরোধ আমি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখ্‌বো।"

বালকের শুষ্ক অধরে হাসি দেখা গেল! ছিন্ন মেঘে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় বালকের রোগবিশুষ্ক অধরে ম্লানহাসি দেখা দিল। বালক বোল্লে "তবে আমি এখন বিদায় হই। পিতা! আমি কখনই আপনাদের স্নেহ দয়া ভুলে যাবনা! স্বর্গ থেকে চেয়ে চেয়ে আমি জনকজননীর পবিত্র চরণ সর্ব্বদাই সন্দর্শন কর্ব্বো।" বালকের ক্ষীণকণ্ঠ ক্রমেই জড়িয়ে আস্তে লাগ্‌লো। বুঝ্‌লেম, সময় আগত! তখনি বালকের পার্থিব দেহ ত্যাগ কোরে প্রাণবায়ু শূন্যে মিশিয়ে গেল! হায় হায়! বালক আর নাই!

চারদিকে একটা কান্নার রোল পোড়ে গেল। ছোট ছোট ছেলেরা ত তাদের পিতামাতাকে কাঁদতে দেখে কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেল। আমি প্রবোধ দিব কি, যত্ন কোরেও আমি আমার নিজের চোকের জল নিবারণ কোত্তে পাল্লেম না।

৬ দিন পরে সমাধী হলো। সে ৬ দিন এই খানেই থাক্‌লেম। উইলিয়মকে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখে, ৬দিন আমি মিশিতারের সেই বিষাদকুটীরেই অতিবাহিত কোল্লেম। সমাধী হয়ে গেল সকলকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে বাড়ী এলেম। অবকাশ হলে দেখা কোর্ব্বো বোলে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আসফোর্ডে ফিরে এলেম।

আহা; বালকটি বড়ই মায়াবী। মৃত্যুকালে সে যে সব কথা বোলে গেছে, তার জনকজননী ত দূরের কথা, আমিও সেই সব মর্ম্মভেদী কথাগুলি অন্তরের সঙ্গে গেঁথে রেখেছি। পুণ্যাত্মা বালক সেটি, বেশ বিশ্বাস হয়েছে আমার, সে এখন স্বর্গে।

একপঞ্চাশত্তম ল-রী।

বিপদের ভূমিকা!—ভীষণ ঘটনা!

দর্বি সহর হতে ফিরে এলেম। সারার দরখাস্তের ৩।৪ খানা উত্তর এসেছে, কোন খানিতেই শুভ সংবাদ লেখা নাই। পাগ্‌লা টমীর অনুসন্ধান কোল্লেম,—টমী এখানে নাই। শত্রুপক্ষ লোকের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে হাবাবোবা টমীকেও দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। ডাকাতের সর্দ্দার বুলডগ ও সব্রীজ এখন স্থির ভাবেই আসফোর্ডে বাস কোচ্চে। তাদের উপদ্রব আর নাই।

যে বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছি, সেটি ছোট। গরীব মানুষ, গরীব-আনা ধরণের বাড়ীই ভাড়া করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটি ঘর। দুটি দরজা। এক রোয়াক, এক বারান্দা কিন্তু ঘরের মধ্যের দেওয়ালে এমন দরজা নাই যে, এঘর ওঘর করাযায়। একটি ঘরে

আমি আর জেন থাকি,—অপর ঘরে থাকে সারা। ঘরের পাশেই ছোট একখানি কাঠের কুঁড়ে ঘরে বিধবা গৃহস্বামিণী বাস করেন। অতি গরীব তিনি, আপনি এতকষ্টে থেকেও ঘরদুটি ভাড়া দিয়েছেন। এই যৎসামান্য ভাড়াই তাঁর এখন উপজীবিকা।

শুয়েছি।—ঘুম হ'চ্চেনা। কত ভাবনাই ভাবছি। বিবি নিশিতারার মৃত পুত্রটির সেই বিবর্ণ মুখখানি ঘনঘন মনে পোড়ছে; একমাস হলো লেডী কলমন্থনাকে পত্র লিখেছি, উত্তর পাই নাই, সে ভাবনাও ভাবছি। পার্শ্বিলকে রবার্টের অনুসন্ধান নিতে পত্র লিখেছি; থিয়েটর আজও সেখানে আছে কি না, রবার্ট সে দলে আজও আছে কিনা, এই সব জান্‌তেই সেই পত্র লেখা। সে পত্রেরও উত্তর পাই নাই। কাস্তিনের আস্‌বার—তাঁর পত্র আবার সময় হয়ে এসেছে। সে পত্র খানিতে তিনি কি কি কথা লিখ্‌বেন, মনে মনে তার কতরকম মুসুবিদা কোচ্চি। এই রকম ভাবনা চিন্তায় নিদ্রা হ'চ্চে না। ভাবছি, হটাৎ সারার ঘরে শব্দ পেলেম। দরজা খোলার শব্দ! ব্যাপারটা কি, বুঝ্‌তে পাল্লেম না। সন্দেহ হলো!—কান পেতে শুন্‌লেম, দরজা বন্ধ করার শব্দ। ভয় হলো! করি কি! ভেবে চিন্তে—উঠ্‌লেম। দরজা খুলে বাইরে এলেম, পরীক্ষা কোরে দেখ্‌লেম। সারার ঘরের দরজা পূর্ব্ববৎ বন্ধই আছে। মনে ভাবলেম্‌, এটাও ভ্রম! ঘরে এসে আবার শয়ন কোল্লেম। রজনী প্রভাত!

মনে কিন্তু সন্দেহ হয়েছে! মনের মধ্যে কিন্তু একটা খট্‌কা লেগে গেছে। আজ রাত্রে আবার দেখ্‌বো, স্থির কোরে শয়ন কোল্লেম। ১১টা বাজতেই ঠিক সেই শব্দ! প্রত্যহই কি ভ্রম হয়? অসম্ভব। বাইরে এলেম!—আবার সব পরীক্ষা কোল্লেম। সকলই বন্ধ। গৃহস্বামিনীর ঘর পরীক্ষা কোরে এলেম। সকল দ্বার জানালাই বন্ধ, সকল ঘরই নিস্তব্ধ। সারাকে ডাক্‌লেম, উত্তর পেলেমনা। বিরক্তও কোল্লেম না। দরজা যখন বন্ধ, তখন আর ভয় কি! সদর দরজা বন্ধ আছে কিনা, দেখ্‌তে ইচ্ছা হলো, সাহসে কুলাল না। ঘরেও তখন আলো ছিল না! কাল আবার দেখ্‌বো ভেবে, সে রাত্রের মত শয়ন কোল্লেম।

সমস্ত দিন এই কথা ভেবেই কাটালেম! কতরকম তোলাপাড়া কোল্লেম। কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। আলোর সরঞ্জাম প্রস্তুত রেখে শয়ন কোল্লেম, সকালে সকালে উপকথা বোলে জেনকে ঘুম পাড়ালেম। ১১টা বাজলো। কানখাড়া কোরে রইলেম; একটু পরেই শব্দ!—দরজা খোলার শব্দ! ভাল কোরে শুনলেম, মনোযোগ দিয়ে শুনলেম, দরজা বার হতে বন্ধ হলো। পোষাকের শব্দ পেলেম! কি সর্ব্বনাশ! সারার চরিত্র এমন! আজও ত সে বালিকা! এরই মধ্যে সে রাত্রে উঠে উঠে যায় কোথায়? এ সন্দেহ বড়ই কঠিন; এ সমস্যার মীমাংসা হলো না। বেশ জান্‌তে পাল্লেম, বেশ দেখ্‌তে

পেলেম, সারা বাইরের দরজা বন্ধ কোরে বেরিয়ে গেল। আমি কাপড় ছেড়ে দ্রুতপদে দরজায় এলেম। দরজা বন্ধ! দুটি কাঠের বাক্স এনে উপরি উপরি রেখে দরজার পাঁচীর পেরিয়ে রাস্তায় পোড়লেম। গোপনে গোপনে অন্তরালে অন্তরালে সারার অনুসরণ কোল্লেম। সারা দ্রুতপদে মৃত হোয়াইট ফিল্ডের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। একি কথা! খালি বাড়ীতে কি নূতন প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিহারনিকেতন হয়েছে! পোড়োবাড়ী, পলানে বাড়ী, লোক জন নাই, এই বাড়ীতে একাকী প্রবেশ কোত্তে সারার কি কোন ভয় হলো না! কুলটা যারা, তাদের সাহসকে ধন্যবাদ!

আমিও প্রবেশ কোল্লেম। সদর দরজা তখনি সারা বন্ধ কোরেছে! আমি অন্য পথে পশ্চাদ্দ্বার দিয়ে প্রবেশ কোল্লেম। একদিনের পরিচয়ে যা জানা ছিল, সেই জানা পথে ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। ২টি ঘর ধাঁ ধাঁ কোরে পার হয়ে এলেম। যে ঘরটিতে বিবি শয়ন কোত্তেন, সেই ঘর হতে একটি আলো দেখ্‌তে পেলেম। ঘরের পাশে গিয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে সেই দুরন্ত ডাকাত সব্রীজ আর বুলডগ। দাঁড়িয়েছি মাত্র, অমনি বুলডগ বাঘের মত আমার উপর পোড়লো!—হড় হড় কোরে টেনে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। আলো দিয়ে দেখেই ছেড়ে দিলে। বোল্লে "তোমরা এখানে কেন! দুই বোনে কি কাজে এখানে এসেছ? গরজ কি এত? তোমাদের বিপদে বুঝি ভয় নাই!"

"সে সব কথা থাক।" সব্রীজ বোল্লে "সে সব কথা থাক। শুনে যাও। আমরা এই সব টাকার সন্ধান পেয়েছি। সন্ধান কোরে নিতে এসেছি। নিয়েই যাব আমরা। এখানে অবশ্য আমরা থাক্‌চি না। এই টাকাটা হাত লাগলে কোনও দূর দেশে আমরা ভদ্রলোকের মত থাক্‌বো, ডাকাতী আর কোর্ব্বো না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, ক্লাভারিঙের সর্ব্বস্ব চুরী কোরে এনেছি, পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে, তুমি—তিনশো গিণির আশা ত্যাগ কোরেছ, তবুও আমাদের নাম প্রকাশ কর নাই। তোমার প্রতি আমরা খুসী আছি। সাবধান হও। এ সব কথা যেন প্রকাশ কোরো না। যদি আমরা ধরা পড়ি, নিশ্চয়ই জেনো, তোমাদের এক জনকে খুণ না কোরে আমরা কথনই নিরস্ত হব্‌না।" এই বোলে তারা লৌহার সিন্ধুকের ডালা খুলে ফেল্লে।

মাটীর মেঝেতে লোহার সিন্ধুক পোক্ত গাঁথুনীতে গাঁথা। উপরে সিমেণ্ট সুরকীর পালিশ। অনেক চেষ্টা কোল্লেও বোঝা যায় না যে, মেঝের কোন্ স্থান খুঁড়লে লোহার সিন্ধুক পাওয়া যাবে। এরা সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানই খুঁড়েছে। সিন্ধুক খুলেছে। আমরা গিয়েও দেখ্‌লেম, সিন্ধুক খোলা আছে। সিন্ধুক পূর্ণ! ডাকাতেরা আপন আপন রুমালে সোণার টাকা সব বেঁধে নিলে, আমরা বিদায় হলেম।

সারা ত এতক্ষণ একটি কথাও বলে নাই। ভয়েতেই ত সে অজ্ঞান! আমি তার

উপর অন্যায় সন্দেহ কোরেছিলেম। অথবা কোন কারণও হয় ত আছে। দুজনে বাড়ী এলেম। পরিশ্রমে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়েছে। সত্রিজ বোল্লে, পুরস্কার ত্যাগ কোরেছি, কিন্তু ডাকাতেরা এখনও আসল কথা জানে না। তা না হলে আজ প্রাণ বাঁচানই ভার হতো!—বাড়ী এসে, একটু জিরিয়ে—সারাকে বোল্লেম, "যদি বেশী পরিশ্রম হয়ে থাকে, যাও তুমি, বিশ্রাম করগে যাও।"

সারা বোল্লে "না। আমি সব কথা বোল্‌তে চাই। আমার এই অন্যায় কার্য্যে তুমি হয় ত কতই সন্দেহ কোরেছ। শুনে যাও সব। বিবি হোয়াইটফিল্ডের মৃত্যুর পর হতেই আমার বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁর অবশ্যই কিছু গুপ্তধন আছে। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেও আমি আভাসে সে কথা তোমাকে বোলেছি। সেই গুপ্তধনের অনুসন্ধানে আমি আজ তিন দিন রাত্রে রাত্রে যাই। অনেক অনুসন্ধান করি, কোন ফলই হয় নাই। আজও আমি সেই সন্ধানে বেরিয়েছিলেম। ডাকাত দুটো যে কখন গিয়েছে, জান্‌তে পাই নাই। একেবারে তাদের সাম্‌নে গিয়ে পোড়েছিলেম। যখন যাই, তখন আলো ছিল না। আমি ঘরের মধ্যে যেতেই এরা আলো জ্বালে। তখন আর পালাতে অবসর হলো না, ধোরে ফেল্লে। কতই কাতরতা জানালেম, কিছুতেই শুন্‌লে না। তার পরই তুমি যাও।"

আমি বোল্লেম "সারা! তুমি ভালকাজ কর নাই। পরের বাড়ী, লোক জন নাই, এত রাত্রে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করা—বড়ই ভয়ানক কথা। এতে পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। লোকে চোর বোলে ধোল্লেও কোন হাত ছিল না। জবাব দিবারও পথ ছিল না। পরের ধন অনুসন্ধানেই বা তোমার প্রয়োজন কি? সে টাকায় তোমার অধিকারই বা কি আছে?" অনেক কথার পর আমরা শয়ন কোল্লেম, রজনী প্রভাত।

সকালেই শুন্‌লেম, ডাকাত দুটি ধরা পোড়েছিল। কয়েক জন ভদ্রলোক সেই পথে যাচ্ছিলেন। রাত্রে বিবি হোয়াইটফিল্ডের পরিত্যক্ত বাড়ীতে আলো দেখে সন্দেহ হয়, গুপ্ত দ্বার দিয়ে সকলেই প্রবেশ করেন। বিপদ দেখে ডাকাতেরা আলো নিবিয়ে দেয়, তাঁরা পাশের কোনও পরিচিত বাড়ী হতে আলো এনে ডাকাত পাকড়া করেন। 'রাত্রে সেই বাড়িতেই ডাকাতরা কয়েদ থাকে। সকালে মাজিষ্ট্রেট কাছারীতে চালান দেওয়া হয়। আসকোর্ড হতে আদালত প্রায় দেড় মাইল। পথের মধ্যে পাহারাওয়ালাদের সঙ্গে দাঙ্গা কোরে—ডাকাত দুটো পলাতক হয়েছে।

আমাদের ভয় হলো! যে সব কথা নিশেধ কোরে দিয়েছিল, আমরা তার কিছুই জানি না; কিন্তু এতে তারা কি বিশ্বাস কোর্ব্বে?—আমরাই এর মূল—এই কথাই তারা বুঝ্‌বে। সুতরাং তারা আমাদের এক জনের যে প্রাণ নষ্ট কোর্ব্বে, সে কথা নিশ্চয়। এই ভেবে বড়ই ভয় হলো। ডাক্তার কলিন্সকে সমস্ত কথা জানিয়ে রাখলেম। আশার মধ্যে

এই যে, ডাকাতেরা যখন পালিয়েছে, তখন শীঘ্র শীঘ্র দেশে আস্‌বে না। সুতরাং আমাদের জীবন কিছু দিনের জন্য নিরাপদ; কিন্তু এটা নিশ্চয়ই যে, যে কাণ্ড সংঘটিত হলো, এটি আমাদের আসন্ন বিপদের ভূমিকা।

দ্বিপঞ্চাশত্তম লহরী।

আবার আমার চাকরী।

সারার চাকরীর চিঠি এসেছে। আসফোর্ডের তিন ক্রোশ দূরে তালবং আশ্রমের অধিকারিণী শ্রীমতী তালবতার বাড়ী চাকরী। আর বিলম্ব না কোরে—ডাক্তার কলিন্সের চিঠি নিয়ে আমি ও সারা তালবং আশ্রমে উপস্থিত হলেম। ডাক্তারের সহিত এ পরিবারের প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই, তবে পরস্পরের নামসম্ভ্রম জানা আছে। শ্রীমতী তালবতার ও স্যর রিচার্ড, বড় অমায়িক। আমরা যেতেই পরিচয় নিয়ে বড়ই সমাদর কোল্লেন। তখনি তখনি নিয়োগ-লিপি প্রদান কোল্লেন। কাজ অতি কম, কিন্তু বেতন বেশী। তিনটি মাত্র কন্যার প্রতিপালন। সারা অনায়াসেই তা নির্ব্বাহ কোত্তে সমর্থ হবে। একদিন থেকে—সারাকে কাজকর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে ফিরে এলেম। এখন বাড়ীতে আছি, জেন আর আমি।

এখন আমার একটি চাকরী চাই। বেশী দূরদেশে যাব না, নিকটের কোনও স্থানে একটি চাকরী পেলেই ভর্ত্তি হব, সংকল্প কোল্লেম। আগষ্ট মাস। নবেম্বর মাসেই কাস্তিন আস্‌বেন! দূর দেশে গেলে হয় ত তিনি কতই কষ্ট পাবেন। যার আশায় তিনি জীবন রেখেছেন, কত কষ্ট পেয়েছেন, একজন সামান্য কিঙ্করীর জন্য তিনি বিপদ বিবাদের ভার বহন কোরেছেন, দেখ্‌তে না পেলে হতাশায় তাকে এমন দগ্ধ কোর্ব্বে যে, তিনি হয় ত সে কষ্ট সহ্য কোত্তে পার্ব্বেন না। এই সব ভেবে নিকটের একটি চাকরী অনুসন্ধান কোত্তে লাগ্‌লেম।

আসফোর্ড পল্লির এক ক্রোশ মাত্র দূরে—এক অতি সমৃদ্ধ বৃহৎ অট্টালিকা। আজ পনের বৎসর কাল সেই বৃহৎ অট্টালিকা—প্রকাণ্ড বাগান সব পোড়ে ছিল। এতদিন পরে সেই অট্টালিকা আবার নূতন মেরামত হয়েছে। একজন ধনশালী ফরাসী সেই বাড়ীটি ভাড়া নিয়েছেন। রাজবংশে জন্ম তাঁর, রাজা লোক! সপরিবারেই সেই বাড়ীতে বাস কোত্তে এসেছেন। জিনিস পত্রে বাড়ী পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ফরাসী-

রাজ তার উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে এনেছেন। ফরাসীরাজের উপাধী কাউন্ট। কাউন্টের স্ত্রী কিন্তু ইংরাজ রমণী। পূর্ব্ব স্বামীর ঔরষজাত সন্তান দুটি বিবির সঙ্গেই আছে। তাদেরই তত্ত্বাবধাণের জন্য একজন ধাত্রীর প্রয়োজন। শুনেই আমি দেখ্‌তে গেলেম। যদি এই চাকরীটি পাই, তা হলে বড়ই সৌভাগ্যের কথা।

গেলেম। যথা সময়ে কউণ্ট মন্দবল ও কউণ্টেস্‌ মন্দবেলার সম্মুখে উপস্থিত হলেম। বিবির বয়স ত্রিশ, সুন্দরী, যুবতী। কাউণ্ট মন্দবলের বয়স অনুমান কোল্লেম চল্লিশ। বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করা তাঁর সর্ব্বদাই অভ্যাস। একটি কুকুর কোলে কোরে কাউণ্ট তার কতই আদর কোচ্চেন, এমন সময় আমি সেলাম দিয়ে দাঁড়ালেম। প্রশ্ন হলো,—উত্তর দিলেম। কি প্রয়োজন, কি আশায় আসা, বলা হলো।

শ্রীমতী মন্দবেলা বোল্লেন "চাকরেরা আমার কাছে বড়ই সুখে থাকে। যে সব চাকর সর্ব্বদা অপরিষ্কার থাকে, তারাই আমার কেবল চক্ষুঃশূল! তুমি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বটে। আজ সন্ধ্যার সময়ই তুমি তবে এস।"

আমি উত্তর দিলেম "একদিন পরে আমি আস্‌তে চাই। আমার পুরাতন মনিব মাননীয় তুইসদন দম্পতির সহিত আমার সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।"

"কেমন লোক তাঁরা? গাড়ী ঘোড়া আছে ত! বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে ত? তা যদি থাকে, তবে এইখানেই তুমি তাঁদের দেখ্‌তে পাবে। আমরা তাঁদের নিমন্ত্রণ কোরে পাঠাব। রাজার নিমন্ত্রণ, মহামাননীয় ফরাসীরাজবংশের সম্মাননিমন্ত্রণ, অগ্রাহ্য কর্ব্বার শক্তি হবে না। তবে ছোট লোকের সঙ্গে আমরা কোনও সংস্রব রাখি না। কেমন ভিক্তর?" নূতন ফরাসীস্বামীর গর্ব্বে গর্ব্বিতা শ্রীমতী মন্দবেলা স্বামীর প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোল্লেন।

কাউণ্ট প্রিয়তমার মুখের কথা উধাও কোরে নিয়ে বোল্লেন "যথার্থ বোলেছ প্রিয়তমে! ঠিক কথা। আমি ছোট লোকের সঙ্গে আলাপও করি না। পারিসে আমার তিন খান বাড়ী, অন্যান্য নগরেও ৭।৮ খানা। বড় বড় সব বাগান! বড় বড় সব প্রজা! ছোট লোকের সঙ্গে মিশ্‌লে আমার মান থাক্‌বে কেন? যার অভাব পক্ষে মাসিক ৫ হাজারও আয় নয়, তার ছায়াও আমি স্পর্শ করি না।"

কাউণ্টেস বোল্লেন "শুন্‌লে মেরী, স্বামী আমার কি বোল্লেন? আমারও ঠিক ঐ মত! ঐ কথাই আমি সর্ব্বদা বলি। আমাদের দু জনের সব বিষয়েই প্রায় একমত হয়। কেমন,—নয় কি ভিক্তর?"

কাউণ্ট মাথা নেড়ে—প্রিয়তমার চিবুকে অঙ্গুলির দ্বারা আদরের আঘাত কোরে বোল্লেন "তা না হলে কি স্বরাজ্য ছেড়ে এখানে আসি? ডিউক মণ্টমরেন্সী, প্রিন্স

ফণ্টেজ্রিয়ম্, মার্কুইস বুইলন, কাউন্ট চাউ টিয়াউ ব্রাউণ্ড, এরা সকলেই আমার বন্ধু। আমার বিনা সম্মতিতে এই সব রাজালোক কোন কাজই করেন না। এ সব ছেড়ে আমি তোমার জন্তই না এখানে এসেছি।"

"ঠিক তাই। তুমি যে আমাকে ভালবেসে বেসে মেরে রেখেছ! সেকালের ছেলে দুটিকেও তুমি পর ভাব না। তারাও যেন তোমার ঠিক ঔরষ-সন্তান। ভালবাসায় তুমি আমাকে যেন খুন কোরে রেখেছে!"

"এটি আমার অভ্যাস।" কাউন্ট এই কথায় মনের ভাব প্রকাশ কোল্লেন।

কথাবার্ত্তা হ'চ্চে, এমন সময় বাড়ীর কয়লাওয়ালী এসে উপস্থিত। প্রকাণ্ড শরীর, অতি ময়লা পোষাক, ছোট ছোট চুল, বিবরের চাম্ড়ার টুপী, প্রকাণ্ড জুতা পায়। কাউন্টেস দেখেই বোল্লেন "যাও যাও, বেরিয়ে যাও তুমি, ভয়ানক দুর্গন্ধ! নূতন কার্পেটে কাদা দিও না। তুমি মদ খেয়েছ বুঝি?"

কয়লাওয়ালী হাত নেড়ে—দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বোল্লে "কে বলে সে কথা! আমি কি সর্ব্বদাই মদ খাই? দিনের মধ্যে বড় জোড় ৭।৮ বার।—এক এক বারে মেরে কেটে দু দু গ্লাস। এর বেশী একটুও না।"

"সে সব কথা যাক, এখন বেরিয়ে যাও তুমি।" চঞ্চলকণ্ঠে বিবি এই কথা উচ্চারণ কোল্লেন। কয়লাওয়ালী সে কথা আমলেই আন্‌লে না। বিবি বোল্লেন "মেরি! ঘণ্টা বাজাও, ঘাণ্টা বাজাও।" আমি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেম। তখনি দারবান এসে উপস্থিত। বিবি তাড়াতাড়ি বোল্লেন্ "এখনি একে তাড়িয়ে দাও। দেখেছ, মাগীর চেহারা! আবার হাসি? হাসি আবার? জেম্‌স্! যাও, এখনি বার কোরে দাও।" জেম্‌স্ তখনি কয়লাওয়ালীকে বাইরে নিয়ে গেল। বিবি আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন "আজই এস তুমি। বড়ই কষ্ট হয়েছে আমাদের। ছেলেদের জন্য আমরা দুজনেই উদ্বিগ্ন হয়েছি। আজই তবে এস তুমি।" অগত্যা সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলেম।

উপর হতে নীচে নেমে এলেম। বারান্দার দরজা বন্ধ! তত জিনিস, সব উপরে উঠ্‌ছে, তাই দরজা বন্ধ। অপেক্ষা কোত্তে হলো। পাশেই একটা ঘরে বোসে সেই কয়লাওয়ালী আর জেমস্। দুজনেই মদ খাচ্চে।—আর মাতলামীর গল্প কোচ্চে।

কয়লাওয়ালী বোল্লে "আরে তুমি জান কি? কুল্যে ছটি মাস তুমি ভর্ত্তি হয়েছ বৈত নয়! এতে আর কি জান্‌বে তুমি? বিবি আগে এক জন কেরাণীর পরিবার ছিলেন। সিলাই কোরে—পশমের টুপি তৈয়ার কোরে হাতে কড়া পোড়ে গেছে। আজ তাঁর লম্বা লম্বা কথা; মাগীর সবই বিট্‌কেল! একটা যেন কি? মদ বিবিও না খান, তা নয়। আগে আগে এক ফোটা বীর সরাপের জন্য ড়া ড়া কোরেন, এখন ভাল ভাল সরাপ

খেয়ে সে সব কথা ভুলে গেছেন। সাহেব ত সাহেব! পারিস সহরে দুখানি বাড়ী ছিল, তাই বেচে ত এই নবাবী। সব জানি আমি। আমার কাছে কিছু ঢাকাঢাকি নাই। দাও, এক পাত্র ত খেয়ে নি, চাকরীর ভাগ্যে যা থাকে, তাই হবে।"

জেমস্ উৎফুল্ল হয়ে—কয়লাওয়ালীকে দিলে এক পাত্র। তার খাওয়া হলে নিজেও ঢুক্ কোরে একপাত্র। শেষে প্রফুল্ল হয়ে মদের মত্ততায় জেমস্ বোল্লে "বিবি দঙ্কালী, তুমি ঠিক কথাই বোলেছ।"

মদের গ্ল্যাস তখনো জেমসের হাতে, এমন সময় কাউণ্ট মন্দবল্ সেই ঘরে এসে উপস্থিত! "জেম্স! ওঃ! তুমি এখানে? হাতে কি তোমার, মদ খাচ্ছ বুঝি?"

থত মত খেয়ে—ভয়ে যেন আড়ষ্ট হায় জড়ানে কথায় জেম্স্ বোল্লে "আজ্ঞা না—আজ্ঞা—আজ্ঞা না মশায়! মদ আমি—আমি মদ ত খাই নাই।"

"খাও নাই?—মিথ্যা কথা!"

"খাই নাই আজ্ঞে—মিথ্যা কথা তা——!"

"তবে তোমার হাতে গ্ল্যাস কেন?"

"আজ্ঞে কর্ত্তা, একটু মধু খাচ্চিলেম।"

"তাতেও যে স্পিরিট আছে। স্পিরিট তীব্র মদ, মারা যাবে যে! টম কোথায়?"

জেমস্ যেন অব্যহতি পেলে। করযোড়ে বোল্লে "আস্তাবলে।"

"ডাক তাকে।" এই বোলে মন্দবল আবার উপরে গেলেন। রাস্তাও পরিষ্কার হলো। বেরিয়ে বাঁচলেম। জেনে রাখ্লেম, কাউণ্টদম্পতি অতি ক্ষমাশীল।

বাড়ী এলেম। সকলকে আমার চাকরীর কথা খুলে বোল্লেম। জেনকে ডাক্তার কলিন্সের বাড়ী রেখে, ভাড়া করা বাড়ীর ভাড়া পত্র চুকিয়ে দিলেম। সে দিন ডাক্তারের বাড়ীতেই আহারাদি হলো। জেন আর উইলিয়ম এক স্থানে থাক্‌লো। এখন অনেকটা নির্ভাবনা হলেম। ডাক্তারকে অভিবাদন কোরে—আমাদের অসময়ের বন্ধুর নিকট অনুমতি নিয়ে কুঞ্জ-নিকেতনে উপস্থিত হলেম। এত দিন পরে আবার আমার চাকরী। মন্দবেলা এই অট্টালিকার সৌখিন্ নাম রেখেছেন—কুঞ্জ-নিকেতন!

ত্রিপঞ্চাশত্তম লহরী।



কুঞ্জ-নিকেতন।

অল্পদিনের মধ্যেই কুঞ্জনিকেতন আবার পূর্ব্বের ন্যায় শোভান্বিত! অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভাল ভাল দামী দামী আসবাবে সমস্ত ঘরগুলি সজ্জিত। কাউণ্ট বাহাদুরের নিজ ব্যবহার্য্য জিনিস গুলিই যে মূল্যবান, তা নয়। এদের বিশ্বাস, ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের স্থল একমাত্র দাসদাসী। যে পরিবারে দাসদাসীরা সুখে থাকে, দাসদাসীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সেই পরিবারের নামসম্ভ্রমই বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এই সংস্কার থাকায় কাউণ্ট তাঁর দাসদাসীদের ঘরগুলিও উপযুক্ত সাজসরঞ্জামে সজ্জিত কোত্তে ত্রুটি করেন নাই। আমরা পরম সুখে রইলেম। পিতৃহীন শিশু দুটি অল্প দিনেই আমার বেশ অনুগত হলো। তাদের ভালবেসে আমিও পরম সুখী হলেম।

শ্রীমতী মন্দবেলা তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রতিপালনে বিমুখ হলেন না। নিমন্ত্রিত হয়ে মাননীয় তুইসদন সপরিবারে একদিন কুঞ্জনিকেতনে অধিষ্ঠান কোল্লেন। আতিথ্য স্বীকার কোরে,—একদিন অপেক্ষা কোরে আবার ফিরে গেলেন। বিবি ত্রিসদনা এবার আমার প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার কোল্লেন। পূর্ব্বে যে সব কথা বোলেছেন, যত লাঞ্ছনা তিরস্কার কোরেছেন, তার জন্য কতই অনুতাপ কোল্লেন। সে সব কথা ভুলে যেতে অনুরোধ অনুমতি কোল্লেন। আমিও সব ভুলে গেলেম।

নাচ, ভোজ, বড় বড় গাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকের সমাগম, নিত্য নিত্যই হতে আরম্ভ হলো। সৌখিন কাউণ্টদম্পতি রকম রকম—বিলাস লালসার তর বেতর সুখের সাগরে সাঁতার দিতে লাগলেন।

কুঞ্জনিকেতন, বস্তুতই কুঞ্জনিকেতন হয়েছে। এই কুঞ্জনিকেতনে পনের বৎসর পূর্ব্বে এক জন ভদ্র লোক বাস কোত্তেন। পরিবার ছিল না, সন্তান সন্ততি ছিল না, পুরুষ চাকর ছিল না; থাকার মধ্যে দুটি দাসী ছিল। এই ভদ্রলোকটি আসফোর্ডের এক গলি রাস্তায় খুন হন। যে রাত্রে এই খুন, সেই রাত্রেই তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুঠ! খুনের কিন্তু কোনও কিনারা হলো না। ভদ্র লোকটির অপঘাত মৃত্যুতে সকলেই শঙ্কিত হলো। গল্প-বাগীশ বচনসর্ব্বস্ব লোকেরা ঘোষণা কোরে দিলে, ভদ্রলোকটি খুন হয়ে ভূত হয়েছেন! সর্ব্বদাই ভূতটি ঐ বাড়ীতে বসবাস করে। কেতাব পড়ে, খানা তৈয়ার কোরে পরম সুখে পান ভোজন করে, হাওয়া খায়, ছুটোছুটি করে। গল্পবাগীশেরা ভূতের একটা

সঠিক ছায়া ছবি পর্য্যন্ত তুলে ভীতু লোকদের বুকে ভূতের চেহারা এঁকে দিলে। প্রকাণ্ড মাথা, বড় বড় লম্বা লম্বা হাত, তাল গাছের মত পা ইত্যাদি। এই গল্পটি রাষ্ট্র হয়ে যেতেই আর কেহ এ বাড়িটি ভাড়া নিতে সাহস করে নাই। তাই কুঞ্জনিকেতন বহুদিন খালি পোড়ে থেকে মালিককে ক্ষতিগ্রস্ত কোচ্ছিল। এত দিনে বিদেশী কাউন্ট বাহাদুর ভাড়া নিয়েছেন।

ক্রমে চাকর মহলে এই কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। এক দিন সন্ধ্যার পর চাকরদের ঘরে ঐ ভূতের কথার প্রসঙ্গ নিয়ে এক ভূতের বৈঠক বোসে গেল। ভাণ্ডারী সপ্তমস্ বোল্লে "আমি আজ চার দিন হলো রাত্রে ভূতটাকে বেড়াতে দেখেছি। প্রকাণ্ড ভূত! পায়ের শব্দে আমি অজ্ঞান হয়ে পোড়েছিলেম আর কি, জ্ঞানই ছিল না আমার! বেঁচে থাক্‌লে অনেক চাকরী মিলবে! প্রাণ দিতে কি এ চাকরী কোর্ব্বো? মাহিনা পত্র চুকিয়ে নিয়ে সরে পড়াই আমার উচিত।"

খানসামা জেমস্ বোল্লে "ঠিক বোলেছ। আমিও আজ কদিন ঠিক ঐ রকমই দেখেছি। স্পষ্ট দেখা নয়, তবে দেখেছি! পায়ের শব্দ—গায়ের কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ আমার কাণে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট বেজেছে। মাসকাবারে আমিও—।"

দ্বরবান বোল্লে "আমিও দেখেছি। আমারও ঐ মত। কেবল আমি নই, প্রধান কিঙ্করী সুসেনাও এসব জানে।"

একে একে সইস, খিদ্‌মদগার, বেহারা, চাকর, ধাত্রী, কিঙ্করী, পাচক, সকলেই এক বাক্যে এই ভূতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ কোরে দিলে। সকলেই সমস্বরে বোল্লে, "মাসকাবারটা আস্‌তে যে দেরি!"

আমি বোল্লেম "তোমরা এক কাজ কর। পাহারা দাও। তিন চার জনে একজোট বেঁধে পাহারা দাও। সাহস বাঁধ।"

"পারি তা, যদি এক বোতল বীরসরাপ পাই।"

জেম্‌সের এই কথায় ভাণ্ডারী বোল্লে "তা আমি দিব। নিশ্চয়ই দিব। আজ তবে সেই কথাই ভাল।"

এদের এই সব যুক্তি স্থির কোত্তে শুনে আমি ঘরে এলেম। ছেলেরা একা আছে, বেশীক্ষণ অপেক্ষা কোত্তে পাল্লেম না। কৌতূহলও হয়েছে! ইচ্ছা হচ্ছে, ব্যাপারটা কি, দেখা চাই। শুলেম না, ঘুমুলেম না। ১২টা তখন বেজে গেছে। ১টার সময় ভূতের গতিবিধি। এই সময়টুকু জেগেই কাটাব, স্থির কোল্লেম। পোড়তে বোসলেম। পাঠ্যপুস্তক, বিলাতের ইতিহাস। দৃষ্টি পুস্তকের দিকে, কিন্তু মন আছে ভূতের কথায়! ভূতের গল্পে!—পড়া হলো না। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পোড়লেম। সুখপর্য্যঙ্কেই তখন অকাতরে গাঢ় নিদ্রা!

কতক্ষণ ঘুমুলেম, জানি না। একটা চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। ভূতের ভয়টা তখনও আমার মনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুম ভেঙে যেতে সেই ভয়টাই আগে হলো। দরজা খুলতে সাহস হলো না। একটু বোসে প্রকৃতিস্থ হয়ে দরজা খুল্লেম। তখন বাড়ীর সকলেই জেগে উঠেছে! একটা ভয়ানক ঘোর গোল পোড়ে গেছে! ছুটে নীচে এলেম। দেখলেম, জেমস্, সপ্তমস্, আর সইস; তিন জনে জড়াজড়ি হোয়ে কাঁপছে। কাউণ্ট দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন! বারম্বার ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বোলতে অনেক চেষ্টা কোচ্ছেন, কেহই কথা কইতে পাচ্ছে না। ভয়ে সকলেই আড়ষ্ট হয়ে গেছে! কাউণ্ট ধমক দিয়ে বোল্লেন "কি? হয়েছে কি তোমাদের? ষাঁড়ের মত চেঁচামেচি কোরে একটা সোর গোল কোরে তুলেছ যে? ব্যাপারটা কি?"

জেমস্ সেই রকম ভাঙা ভাঙা কথায় বোল্লে "আজ্ঞা কর্ত্তা ভূত—গো—ভূত! হাত পা ওয়ালা—টুপি মাথায় ভূত!"

"হা হতভাগা, এতেই এই। এত ভয়? স্বপ্ন দেখেছ না কি?"

কাউণ্ট তাঁর প্রিয়তমার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীরবদনে বোল্লেন "এরই জন্য এত ভয় তোমাদের! রাত্রে ভ্রমণ করা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভ্রমণ করা—আমার অভ্যাস! তাতে আর হয়েছে কি? ভয় কি তোমাদের? মনে কিছু ক'র না।" দম্পতি ফিরে গেলেন। আপনার ঘরে আমিও ফিরে এলেম। কুঞ্জনিকেতনে আজ এক নূতন কাণ্ড দেখলেম। কাউণ্ট মন্দবল রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করেন, ব্যাপারটা বাস্তবিক তবে কি?

দ্রুতপদে কাউণ্টেস এলেন। সভয় বিজড়িত কণ্ঠে বোল্লেন "কি হয়েছে প্রিয়তম! কিসের গোল এ সব?"

কাউণ্ট প্রিয়তমার বারম্বার উত্তেজনায় অবজ্ঞার স্বরে বোল্লেন "এসব কিছু নয়।"

"না না, কিছু নয় নয়, অবশ্যই কিছু আছে। ভূতের কথা কি! বড়ই ভয় হয়েছে আমার। ভয়ে ভয়েই আমি জেগে উঠেছি। তোমাকে না দেখে আমার আরও ভয় হয়েছে, কথাটা কি?"

কাউণ্ট বাহাদুর অগত্যা বোল্লেন "এমন কিছুই নয়। রাত্রে আমার বেড়ান অভ্যাস। চেতন অবস্থায় নয়, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি বেড়িয়ে বেড়াই, এখানে সেখানে যাই। এখানেও আমার সেই রকম হয়েছে। এরা সব আমাকে ভূত বোলে ভেবেছে। ব্যাপার কিছুই নয়। এ সব যেন স্বপ্ন।" তার পর চাকরদের দিকে চেয়ে সদয়হৃদয় কাউণ্ট বাহাদুর আজ্ঞা কোল্লেন "সাবধান। এসব কথা যেন প্রকাশ কোরো না।" এই আদেশ দিয়ে দম্পতি উপরে গেলেন। আমিও এসে শয়ন কোল্লেম। নিদ্রা হলো না। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বেড়ান—বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

সকালেই উঠলেম। ভয়ানক অসুখ হয়েছে! মাথা ধোরেছে! ছেলেদের জলযোগের ব্যবস্থা কোরে কাপড় পরিয়ে দিচ্ছি, বিবি এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি! কাল রাত্রে যে সব ঘটনা ঘোটেছে, ছেলেরা তার কি কিছু জানে না?"

উত্তর কোল্লেম "না মা, কিছুই এরা জানে না।"

"বড় ভয়ানক কথা, প্রকাশ কোরো না।" এই উপদেশ দিয়ে বিবি প্রস্থান কোল্লেন।

কথাটা কিন্তু চাপা রইল না। সকলের মুখেই আন্দোলন। ভূত!—ভূত! ভূত!

অনেকেই এই বিষয় নিয়ে কত কত আকাশ-কুসুম উপন্যাস আরম্ভ কোল্লেন। অবসর পেলেই ঐ ভূতের কথা।

কুঞ্জনিকেতনে বেশ সুখে আছি। কোন অভাব নাই। চিন্তা নাই। বেশ সুখে আছি। কুঞ্জনিকেতনের দাসদাসীদের পক্ষেও কুঞ্জনিকেতন যেন কুঞ্জনিকেতন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম লহরী।

তবে এখন বিদায়।—উদ্যান ভ্রমণ!

অক্টোবরের অর্দ্ধেক, আর পনের দিন বাকী। কান্তিনের পত্র পাবার আর এক পক্ষ মাত্র বাকী। কত ভাবনাই যে আসছে, কত রকম ভাবনাই যে ভাবছি, তার আর সীমা সংখ্যা নাই।

কাউণ্টদম্পতি নিত্য নিত্যই ভ্রমণ করেন। প্রত্যহই উদ্যান ভ্রমণ হয়। সঙ্গে ছেলেরা থাকে সুতরাং আমিও থাকি। অভ্যাস মত আজও তাঁরা বেড়াতে বেরিয়েছেন, আমিও সঙ্গে আছি। সেদিন ভারি শীত। বিবি গাত্রবস্ত্র আনেন নাই, শীত বোধ হয়েছে; আমাকে গাত্রবস্ত্র আন্‌তে আদেশ কোল্লেন। ফিরে আবার বাড়ী এলেম। ছুটে ছুটেই এলেম। আবার তখনি গাত্রবস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হলেম। দম্পতি তখন কথোপকথন কোচ্চেন। আমি পশ্চাতে আস্‌ছি, তাঁরা তা জানেন না। বিবি বোলছেন "প্রিয়তম! পারিসের উকিলকে তবে পত্র লেখ। এরকম অর্থের অসচ্ছল হলে মান বাঁচান ভার হবে। পাওনাদারদের রোক রোক মিটিয়ে দিলেই পসার থাকে।" কাউণ্ট বোল্লেন "কালই পত্র পাবার কথা। যদি তা না পাই, তবে হয় চিঠি লিখবো, না হয় স্বয়ং যাব।"

কথা হ'চ্চে, এমন সময় আমি উপস্থিত হলেম; কথা বন্ধ হলো। আমি হয় ত শুন্‌তে পেয়েছি, এই সন্দেহে সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টিতে দম্পতি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন।

সন্ধ্যা হলো। সকলেই বাড়ী এলেম। বুঝতে পাল্লেম। কাঁউণ্টের মুখসাপট যথেষ্ট আছে, কিন্তু তলে তলে অবসন্ন হয়ে উঠেছেন। বাইরে জাঁক পসার আছে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে দেনার জ্বালায় যেন জ্বালাতন হয়ে পোড়েছেন।

কাল যেমন বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল, আজও তেমনি বেড়াতে গেলেম। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে কাউণ্ট দম্পতি আগে আগে চোলেছেন, আমি আছি পশ্চাতে; এমন সময় বেহারা কখানি চিঠি দিয়ে গেল। সবগুলিই ডাকের চিঠি। কাউণ্ট একখানি পত্র বিবিকে আর একখানি আমাকে দিলেন। চিঠিতে পারিস ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত। হাতের লেখা দেখে চিনলেম; যে পত্রের জন্য অপেক্ষা কোচ্ছিলেম, এ সে পত্র নয়; এ পত্র জমিমা লিখেছেন। বড়ই কৌতূহল হলো, কিন্তু তখন খুললেম না। প্রভুর সম্মুখে পত্র পাঠ, কি কোনও পরিচিত লোকের সহিত প্রকাশ্য কথোপকথন বিলাতী সভ্যতার বহির্ভূত। চিঠিখানি অগত্যা পকেটে রাখলেম।

দুজনেই চিঠি পোড়লেন। বিবি বোল্লেন "কাকার পত্র। তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। বড়ই আক্ষেপের কথা। তুমি কি কিছু পেয়েছ? উকিলের চিঠির প্রত্যুত্তর পেযেছ কি তুমি?"

"না।" তাড়াতাড়ি পত্রখানি পকেটে রেখে পারিস-রাজকুলতিলক কাউণ্ট মন্দবল বাহাদুর বোল্লেন "না। উকিলেব চিঠি পাই নাই।"

"তবে এ কার পত্র? কে লিখেছে?"

"এ পত্র—তা এ পত্রও একজন আমার পুরাতন বন্ধুর।"

বিবির যেন সন্দেহ হলো। সঙ্গে সঙ্গে অপমান বোধ হলো। বিরক্ত হয়ে নীরবে অন্য দিকে পাদচারণ কোত্তে লাগলেন। কতক্ষণ পরে বোল্লেন "মেরি! তোমার পত্র তুমি হয় ত এখনো দেখ নাই! যাও, ছেলেদের নিয়ে তুমি চোলে যাও।"

অনুমতি পেয়েই বাগানের অপর দিকে গেলেম। ছেলেরা সম্মুখেই খেলা কোত্তে লাগলো। বড়ই কৌতূহল হয়েছে, চঞ্চলহস্তে খামখানি খুলে পোড়লেম। জমিমা লিখেছেন—

পারিস ১৩ই অক্টোবর, ১৮২৯

প্রিয়তমে মেরি!

ফ্লোরেন্সে আমি তোমার পত্র পাইয়াছি এবং যথাসময়েই মাননীয়া কলমন্থনাকে তোমার পত্র দিয়াছি। তাহাতে কি লেখা ছিল জানি না, কিন্তু তোমার পত্র পাঠে তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিয়াছে। শীতকাল ইতালী সহরে অতিবাহিত করিতে লর্ড বাহাদুরের একান্ত বাসনা থাকিলেও কোনও অনিবার্য্য কারণে তাঁহাকে লণ্ডন যাইতে হইতেছে। সন্ত-

বতঃ আমরা ১৭ই তারিখে"ফাউন্টেন সরাইয়ে পৌছিব। লেডী কলমস্থনার অনুরোধ, ঐ তারিখে যথস্থানে তাঁহার সহিত তুমি অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ করিও। সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে আমারও অনুরোধ জানিবে। রাজ-কুমারের সহিত আমার বিবাহ হয় নাই। হাইড-পার্কের সেই "ছেলেধরা" মাগী যে প্রলোভন দিয়াছিল, অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, সেও একজন ছেলেধরা। সে সব কথা সাক্ষাৎ হইলে বলিব।

যদি এই পত্র যথাসময়ে তোমার হস্তগত না হয়, তবে হার্লসদন উদ্যানে আমাকে পত্র লিখিও। অধিক এখন আর লিখিব না। ইতি

তোমার বন্ধু জমিমা।

পত্রখানি পোড়ে বড়ই আনন্দিত হলেম। পত্রের ভাবে বুঝলেম, আমার পত্র লেখার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। লেডা বুঝতে পেরেছেন, আমি নির্দ্দোষী। এ আনন্দ আমার বাস্তবিকই অপরিসীম।

বাড়ী এলেম। রাস্তায় কর্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।—দুই চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে, মুখ-খানি লাল হয়ে এসেছে। ভাবে বুঝলেম, স্ত্রীপুরুষে বিবাদ। দম্পতির মধ্যে কলহ উপ-স্থিত। কর্ত্রী তাঁর সন্তান দুটিকে কতই আদর কোল্লেন। স্নেহভরে মুখচুম্বন কোল্লেন! ছেলেরা মাতার অবস্থা দেখে ম্লান হলো!

কর্ত্তা আগেই এসেছেন। বিবিকে পশ্চাতে রেখে তিনি আগেই এসেছেন। আমরা পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। ছেলেদের নিয়ে ঘরে এলেম। আধ ঘণ্টা পরেই বিবি আমার ঘরে এলেন। বোল্লেন "এখনি কাউণ্ট বাহাদুর প্রবাসে যাবেন। ছেলেদের দেখিয়ে আনি আমি। তুমি এইখানেই থাক।" বিবি ছেলেদের নিয়ে প্রস্থান কোল্লেন। পাশের ঘরেই কাউণ্ট মন্দবল সুসজ্জিত হয়ে গমনের উদ্যোগ কোচ্চেন। আবশ্যকীয় জিনিশ পত্র সংগ্রহ হ'চ্চে। লেডী সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। কাতরকণ্ঠে বোল্লেন "প্রিয়তম! ক্ষমা কর আমাকে। অপরাধ কোরেছি, মার্জ্জনা কর।"

গম্ভীরস্বরে কাউণ্ট উত্তর কোল্লেন "কেন তুমি পত্র দেখতে এত অসদ্ব্যবহার কোল্লে? দেখাতেম আমি, কেন তুমি আমার মন না বুঝে পত্র দেখতে ব্যাকুল হলে?"

"সে আমার বুঝবার ভুল।" কাতরকণ্ঠে বিবি আরও কি বোল্লেন, শুনতে পেলেম না। মন্দবলের গাড়ী প্রস্তুত! তখনি তখনি রওনা।

বিবি আমার ঘরে ফিরে এলেন। কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হয়ে বোল্লেন "মেরি! পত্র কোথা হতে এসেছে?—সংবাদ ভাল ত?"

আমি সমস্তই বোল্লেম। এক দিনের ছুটী চাইলেম, মঞ্জুর হলো। পরদিন প্রত্যুষেই দর্বি যাবার আয়োজন ঠিক কোরে রাখলেম।

প্রভাতেই বিদায় নিলেম। একখানি ভাড়াটে গাড়ী ভাড়া কোরে প্রভাতেই দর্বি উদ্দেশে রওনা হলেম। দর্বি সহরের ফাউণ্টেন সরাইতে বেলা ১১ টার সময় উপস্থিত হলেম। গাড়ী হতে নেমেই সম্মুখে দেখলেম, লর্ড বাহাদুরের গাড়ী। বুঝলেম, এসেছেন। প্রবেশ কোচ্চি, সম্মুখেই জমিমা। জমিমা ছুটে এসে আমার কণ্ঠ পরিবেষ্টন কোরে বোল্লে "মেরি! এসেছ তুমি? দশমাস মাত্র দেখি নাই, এর মধ্যে তোমার চেহারার বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়েছে দেখছি। দিব্যটি হয়েছ তুমি। লেডীও তোমার আগমন পথ চেয়ে আছেন। লর্ডবাহাদুর নিকটেই কোনও কার্য্য উপলক্ষে গেছেন। এস তুমি।" একটি সুপরিচ্ছন্ন সুসজ্জিত গৃহে লেডী কলমন্থনা বোসে আছেন, প্রবেশ কোল্লেম। ছেলেদের সোহাগ আদর কোরে—তাদের মুখ চুম্বন কোরে লেডীকে অভিবাদন কোল্লেম। প্রসন্নবদনে লেডী বোল্লেন "মেরি, এসেছ তুমি? তোমাকে দেখে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি। যেমন আশা করেছিলেম, ঠিক উপযুক্ত ফলই পেয়েছি আমি। যদি সকল আশাই এমনভাবে পূর্ণ হতো!"

উপবেশন কোল্লেম। জমিমা ছেলেদের নিয়ে বাইরে গেল। লেডী সকাতরে বোল্লেন "মেরি! আমি তোমার প্রতি অনেক অন্যায় ব্যবহার কোরেছি। নির্ম্মল চরিত্র তোমার, সত্যসত্যই বলি, তোমার সেই নির্ম্মলচরিত্রে আমি অবিশ্বাস কোরেছি, মহাপাপ কোরেছি আমি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সংসারের পদাঘাত সহ্য কোরে—যন্ত্রণার ছুরিতে বক্ষঃস্থল ক্ষতবিক্ষত কোরে—অনুতাপের আগুণে দগ্ধ হয়ে হয়ে আমি অবসন্ন হয়েছি; আর যে সহ্য হয় না! আমি পাপিনী, শত শত পাপ কোরেছি, সে পাপের বুঝি আজও প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। এ দুঃখময় সংসারে দুঃখের তরঙ্গে আমার দুঃখময় জীবন ভাসিয়েছি, তবুও দুঃখের কুলকিনারা ত পাই নাই!" দুই চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্চে, অনুভবে বুঝলেম, লেডী কলমন্থনা না জানি কত যন্ত্রণাই সহ্য কোচ্চেন। লেডী আবার বোল্লেন "ভাল বেসেছি। যৌবনের প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে সেই নরাধম পিশাচ সয়তানকে আমি ভাল বেসেছিলেম। ভালবেসেছিলেম কি, পাপিনী আমি. এত অনুতাপ পেয়েও তবুও এখনো আমি তারে ভালবাসি। সে তোমাকে ভালবেসেছে, তোমার পায়ে সে প্রাণ সমর্পণ কোরেছে, এ ভেবে তোমাকে আমি বিষ নয়নে দেখেছি। হিংসার দৃষ্টিতে তোমাকে দগ্ধ কোরেছি। তোমার অনিষ্ট সাধনে আমি কত চেষ্টাই কোরেছি। সাধ্বী তুমি, সরলা তুমি, তোমার এক গাছি কেশও নষ্ট হয় নাই; তোমার একটি নিশ্বাসও আমার বিপক্ষে পতিত হয় নাই, কিন্তু আমি সেই দুর্ব্ব্যবহার জন্য কত মনস্তাপই ভোগ কোচ্চি। মেরি! তুমি হয়ত আমাকে ক্ষমা কোরেছ, সরলা তুমি. তুমি হয় ত সে কথা মনেও কর নাই; কিন্তু যদি তুমি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিতে

আমার জীবনও নষ্ট কোত্তে, যদি তুমি আমার এই কৃতঘ্নতার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে, তা হলে বুঝি আমাকে এ অনুশোচনার আগুণে দগ্ধ হতে হতো না।"

লেডী কলমন্থনার কাতরতায় বড়ই ব্যথা পেলেম। তাঁর যন্ত্রণা দেখে আমার চক্ষেও জলধারা প্রবাহিত হ'লো। সকাতরে বোল্লেম "মা! সন্তান আমি, কন্যা আমি, আমার জন্য কেন এত কাতর হ'চ্ছেন?"

"কেবল তুমি নও।" তীব্রহাসি হেসে লেডী পুনরায় বোল্লেন "কেবল তুমি নও মেরী, আমার চারদিকে বিপদের বেড়া আগুণ! আমি স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী। সবই তিনি জেনেছেন, বুঝেছেন! আর সে হাসি নাই, সে হাস্যপরিহাস নাই, সে প্রসন্নতা নাই। শ্লেষমাখা কথায় তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বিদ্রূপ করেন। তাঁর সেই সব কথা আমার হৃদয়ে বিষের ছুরির ন্যায় বিদ্ধ হয়। ইচ্ছা হয়, আত্মঘাতিনী হয়ে এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি, কিন্তু তাও যে পারি না মেরি! অভাগিনীর সন্তানদের গতি? অভাগিনীর দোষে তারাও তাঁর বিষ নয়নে পতিত হয়েছে। আর তিনি তাদের আদর করেন না, সম্মুখে এলে—পিতা বোলে ছেলেরা কাছে গেলে, মুখ ফিরিয়ে বসেন। পিতা বোলে ডাক্‌লে উত্তর দেন না, ছেলেরা অভিমানে কেঁদে উঠে; আর সেই সময় মেরী, আমার যে কি কষ্ট হয়, তা মুখে প্রকাশ কোত্তে পারি না। এত যন্ত্রণা কি সহ্য হয়? ছেলেরা পিতার বিষয়ে অধিকারী হবে, আইন মতে তারাই তাঁর সম্পত্তির অধিকারী; কিন্তু প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে যদি তিনি আমার অভাগা পুত্রদের পথের ভিকারী করেন? রাজাপিতার সন্তান পথে পথে ভিক্ষা কোরে জীবিকা নির্ব্বাহ কোর্ব্বে, তাও কি সহ্য হয় মেরী? যতদিন তারা আপন আপন পথ দেখতে না পায়, ততদিন যে আমার মৃত্যুতেও সুখ নাই! ধনীপিতার কন্যা আমি, ধনবান আত্মীয়স্বজন আমার, তাঁরা আমার সন্তানদের সুখে রাখবেন; কিন্তু যখন লোকে জিজ্ঞাসা কোর্ব্বে, রাজাপিতা কি জন্য তাঁর সন্তানদের পরের হাতে দিয়েছেন; দশজনের যিনি রক্ষাকর্ত্তা, তিনি আপন সন্তানদের রক্ষার ভার অপরকে কেন দিলেন, রাজ প্রাসাদ ছেড়ে তাঁর সন্তানেরা কিজন্য পরের আশ্রয় নিয়েছে; তখন কি বোলে তাদের প্রবোধ দিব? আত্মীয় স্বজনেরা কি বোলে তাদের মুখ বন্ধ কোর্ব্বেন? ছেলেদের মনেই বা তখন কি হবে! তখন পাপিনীর পাপ কথা কি লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হবে না! মেরি! প্রিয়তমে! আমি এখন করি কি?"

হঠাৎ জমিমা এসে উপস্থিত। সংবাদ, লর্ডবাহাদুর এসেছেন। লেডী ব্যস্ত হয়ে চক্ষের জল মুছে বোল্লেন "যাও মেরী, জমিমার সঙ্গে অন্য ঘরে যাও। কিছু খাওগে যাও, তবে এখন বিদায়।"

পঞ্চপঞ্চাশত্তম লহরী।

জালরাজা।

জমিমার সঙ্গে পৃথক ঘরে এলেম। অন্যান্য কথার পর, তার বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। জমিমা ঘৃণার হাসি হেসে বোল্লে "সে কথা আর জিজ্ঞাসা কোরো না। সেটা একটা ঘোরতর জুয়াচোর! ফাঁকি দিয়ে আমার পাকা ৭৬ পাউণ্ড ঠকিয়ে নিয়েছে।"

বড়ই কৌতূহল হলো। বর সেজে—রাজপুত্র সেজে এসে প্রলোভনে একজন কিঙ্করীর বহুকষ্টসঞ্চিত টাকাগুলি ঠকিয়ে নিয়ে গেল? বড়ই দুঃখের কথা। অনুরোধ কোরে বোল্লেম, "জমিমা, বল ভাই। সব কথাগুলি খুলে বল।"

"আমি বোল্‌বো বোলেই ত প্রতিশ্রুত হয়েছি; কিন্তু ভাই আর সময় নাই। বেলা ৩টার সময় আমরা রওনা হব। তাড়াতাড়ি শুনে যাও। আমরা ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি ফ্লরেন্স সহরে যাই। ফ্লরেন্সের এক বড় সরাইখানায় ছিলেম। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে প্রকাণ্ড সরাইখানা, প্রাসাদ চেয়েও পরিপাটি। সেই সরাইয়ের অংশ বিশেষ ভাড়া নিয়ে আমরা রইলেম! সে অংশের নাম অরুণ-প্রাসাদ। যে দিন যাই, ঠিক সেই দিনেই দরজার পার্শ্বেই একটি পরমসুন্দর যুবাপুরুষ দেখলেম। যুবার সৈনিক বেশ, প্রশান্ত দৃষ্টি, চমৎকার চেহারা। অতি চমৎকার গোঁপ! সেই রকম গোঁপই আমি বড় ভালবাসি। চেয়ে চেয়ে দেখছি, দেখলেম, তিনিও আমার দিকে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে আছেন। অপরিচিত তিনি, সত্য বলি, মনের ইচ্ছা থাক্‌লেও ভাল কোরে দেখা হলো না। ছেলেদের নিয়ে বাগানে গেলেম। মনের কেমন একটা সন্দেহ, কতই ভাবলেম। ফিরে আসছি, দেখি যুবা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। চমৎকার পরিচ্ছদ। একজন সইসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোচ্ছে। পাশেই একটি সুসজ্জিত ঘোড়া। কথা শেষ হতেই সইস সেলাম কোরে চোলে গেল। যুবা আমার দিকে আবার সেই প্রশান্তদৃষ্টিতে চাইলেন। পকেট হতে খাবার নিয়ে ছেলেদের দিলেন, সোহাগ আদর কোল্লেন, দৃষ্টি কিন্তু তখনও আমার দিকে। আমার জন্যই ছেলেদের আদর। এ কথাটা যেন আমি বেশ বুঝতে পাল্লেম। দুই একটি কথাও হলো। কার ছেলে, কোথায় নিবাস, কতদিন থাকা হবে, বিষয় বিভব কেমন, এ সব কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমিও ঠিক ঠিক উত্তর দিলেম। ছেলেদের আদর কোরে—জ্ঞাতব্য সংবাদ সব জেনে শুনে যুবা প্রস্থান কোল্লেন। সরাইখানায় এলেম। কথার প্রসঙ্গে সরাইয়ের কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, যুবা

একজন ফরাসী-রাজকুমার। ধনবানের সন্তান, উচ্চপদস্থ। ফ্রান্স নৃপতির অতি প্রিয়-পাত্র; নাম কুমার চাঁটলী। ধাঁ কোরে সেই ছেলেধরা বুড়ীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পোড়ে গেল। বুড়ী যে সব বর্ণনা কোরেছিল, এখানে সে সব ঠিক ঠিক মিলিয়ে নিলেম। ছেলেধরা বুড়ী ততবড় কাজটা কোল্লে, বেলাকে চুরী কোরে নিয়ে গেল, বিপদের এক শেষ কোল্লে। সে সব তখন ভুলে গিয়ে বুড়ীর প্রতি কেমন যেন ভক্তি জন্মে গেল। সমস্তরাত্রি সুখের স্বপ্ন দেখে দেখে সুখের তরজমা কোরে কাটালেম। এখন যেন আমি একজন সামান্য কিঙ্করী, কিন্তু যখন আমি মহারাজ্ঞী চাঁটলনা হব, তখন আমার মনিব না জানি কতই বিস্মিত হবেন। হাজার টাকা প্রণামী দিয়ে মাকে যখন এই সুখের কথা জানাব, মা না জানি তখন কতই আনন্দিত হবেন। আনন্দ সামলাতে না পেরে বুড়ী হয়ত দমফেটে মারাই যাবে। একবারে অত টাকা পাঠান হবে না। আগে পত্রের দ্বারা আমার সমস্ত সুখের কথা লিখে, তার পর টাকা পাঠাব। এই সব ভাবনা ভেবে সে রাত কাটালেম। উঠতে বেলা হলো। তাড়াতাড়ি উঠে—ছেলেদের জল খাইয়ে বেড়াতে বেরুলেম। ফটকের সম্মুখেই দেখি, কুমার চাঁটলী লর্ড হার্লসদনের সঙ্গে কথোপকথন কোচ্ছেন। বুকের উপর একটা বড় সোনার সম্মানপদক দপ দপ কোরে জোল্‌ছে। আমি পাশ কাটিয়ে বাগানে গেলেম। একটু পরেই কুমারবাহাদুর উদ্যানভ্রমণের ছলে বাগানে শুভাগমন কোল্লেন। ছেলেদের মুখচুম্বন কোল্লেন, আমার সঙ্গে অনেক কথা হলো। কুমারবাহাদুর নিজেই আত্মপরিচয় দিলেন। আজও অবিবাহিত তিনি। ভাল পাত্রী তাঁর চক্ষে আজও পড়ে নাই বোলে এতদিন বিবাহ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আমার রূপেরও যথেষ্ট প্রশংসা কোল্লেন। ভাবে বুঝলেম, আমার আশা সফল হবে। যাবার সময় তিনি আমার মনও বুঝে গেলেন। রাত্রে আবার সরাইখানার রাস্তায় সাক্ষাৎ। রাজকুমার আমার হস্ত ধারণ কোল্লেন, মুখ চুম্বন কোল্লেন, বাধা দিলেম না। তখন যেন আমার প্রতি লোমকূপে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হলো। রাজকুমার সকালে বাগানে দেখা কোত্তে বোল্লেন। আহ্লাদে আনন্দে সেই রাত্রিতে জলবিন্দুও গ্রহণ কোল্লেম না। পাছে বেলার নিদ্রাভঙ্গ হয়, পাছে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, এই ভয়ে সমস্ত রাত জেগেই কাটালেম। পোড়া রাত আর কাটে না। একটু ফর্সা হতেই বেরুলেম। শুভ সন্দর্শন হলো। রাজকুমার বোল্লেন "বিবাহ স্থির। কালই হবে। রাজারাজড়া সব আস্‌বেন। আমার বিবাহ, সামান্য কথা নয় ত। অনেক ধনীমানী লোকের শুভাগমন হবে। তোমার পোষাক আছে ত? আমি যা দিব, তা ত দিবই, তবুও তুমি ভাল পোষাক পোরে যেও। রাজকুমারীর মত পোষাক চাই। না থাকে, কিনে নিও। তুমি অবশ্য দুঃখিত হবে না। তোমার প্রণয়ে মুগ্ধ হয়েই তোমাকে বিবাহ

করা এ প্রণয়ের বিবাহ, ইহার সঙ্গে ধনমানের কোনও সংশ্রব নাই। তবে তোমার অবস্থাটা বুঝেছ কিনা, সেটা ত আর কাকেও জানতে দেওয়া হবেনা। তাইবলি, ভূষণপরিচ্ছদটা যেন একটু মানান মত হয়। মনে কর, ফরাসীরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান ডিউক বাহাদুর, যিনি তোমার দাদাশশুর হবেন, তিনি যখন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করমর্দ্দন কোর্ব্বেন, তখন? মনে কর, যখন পারিসের ছোট বড় রাজবংশধরেরা তোমাকে দুইহাতে সম্মান অভিবাদন কোর্ব্বে, তখন? যে যেমন, তার পোষাকপরিচ্ছদ তেমন না হলে চলে কি?

"ঠিককথা। কুমার বাহাদুর মস্তলোক, গরীবকে তিনি দয়া কোরে বিবাহ কোচ্ছেন, ভালবাসার খাতিরে, কিন্তু লোকে তা মান্‌বে কেন? মনে মনে এইরূপ স্থির কোরে কুমার বাহাদুরের অভিপ্রায়ের অনুকূলে প্রশংসাবাদ কোরে বোল্লেম "আমার তেমন পোষকপরিচ্ছদ ত কিছু নাই! কিনে দিবেন আপনি? আমি টাকা দিব, পসন্দ করার ভার আপনার উপর। আজই সন্ধ্যার সময় ঠিক এই খানে আমি টাকা নিয়ে উপস্থিত থাক্‌বো, দয়া কোরে আস্‌বেন কি?"

"অবশ্যই আস্‌বো।" এই বোলে আদরে সমাদরে মুখচুম্বন কোরে কুমারবাহাদুর প্রস্থান কোল্লেন। বড়ই আনন্দিত হলেম। সে দিন আনন্দের আবেশেই অতি দ্রুত দ্রুত অতিবাহিত হলো। দিনেও ২।৩ বার সাক্ষাৎ হলো। তাতেও তিনি যথেষ্ট ভালবাসা জানালেন। সন্ধ্যার সময় বাগানে গেলেম। দেখ্‌লেম, রাজকুমার অপেক্ষা কোচ্ছেন। তাড়াতাড়ি আমার আজন্মসঞ্চিত সেই ৭৬ পাউণ্ড রাজকুমারের হাতে দিলেম। মায়ের পত্রখানিও সেই সঙ্গে তাঁর হাতে দিলেম। বংশবিবরণ তাতে লেখা আছে। টাকা দিয়ে পুনরায় চুম্বন আলিঙ্গনে বিদায় হলেম।

সমস্ত রাত কাটালেম। প্রভাতেই শুন্‌লেম, কুমারবাহাদুর পলাতক! সরাইয়ের টাকা না দিয়ে—সইস চাকরদের বেতন পরিশোধ না কোরে—সেই সৌখিন কুমারবাহাদুর একদম্ চম্পট দিয়েছেন। আরও শুন্‌লেম, লর্ডবাহাদুরেরও দুশ পাউণ্ড গেছে। জেনোয়ার ঘোড়ার সওদাগর, কুমার বাহাদুরের জাঁক পসারের চটক দেখে ধারে ঘোড়া বেচেছিল, তারও কিছু গেছে। গেছে কিছু কিছু সকলেরই, কিন্তু বেজেচে কেবল আমার। সকলেই ধনী, এসব টাকায় তাদের ক্ষতি তেমন কিছু বেশী হবে না, যে ক্ষতি কেবল আমার।"

জমিমার এই রহস্যময় বিবাহ উপাখ্যান শেষ হতেই একজন সংবাদবাহকের মুখে সংবাদ পেলেম, গাড়ী প্রস্তুত। আর অপেক্ষা করা হলো না। জমিমা ছেলেদের নিয়ে প্রস্থান কোল্লেন সর্ব্বদা পত্র লিখবেন, প্রতিশ্রুত হয়ে গেলেন। আমিও বিদায়

হলেম। বড়ই কষ্ট হলো। ভাবতে ভাবতে গেলেম, এত টাকা, একটা লোকে ঠকিয়ে নিলে! কোথাকার একটা বোম্বেটে রাজা সেজে এসে একজন কিঙ্করীর শোণিতের বিনিময়ে উপার্জ্জিত অর্থ—ঠকিয়ে নিয়ে গেল? হা কপাল!

পঞ্চাশত্তম লহরী।

পড়ে পাওয়া চিঠি!

তিনটে বেজে গেছে।—পাঁচটার সময় রওনা হবার কথা। ৫ টার সময় আসফোর্ডের গাড়ী ছাড়ে। এখনো ২ ঘণ্টা সময় আছে। তাই এই অবসরে দনজোয়ানের মঠ দেখ্‌তে চোল্লেম। এ মঠ প্রাকৃতিক শোভার ভাণ্ডার! নয়নের স্বার্থক। এখান হতে মঠ বেশী দূরেও নয়, হেঁটেই চোল্লেম। সম্মুখেই মঠের প্রকাণ্ড ফটক, প্রবেশ কোল্লেম। এটা অসময়, প্রশস্ত মঠের মাঠে একটিও লোক নাই! প্রকাণ্ড মাঠ যেন খাঁখাঁ কোচ্চে। তবুও প্রবেশ কোল্লেম। একটি বড়গাছের তলায় কাষ্ঠাসনে উপবেশন কোরে চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছি, হটাৎ দেখ্‌লেম, দূরে দুটি লোক! দেখেই চিন্‌লেম, আমারই প্রভু কাউণ্ট মন্দবল আর একটি অপরিচিত। আমার দিকেই তাঁরা আস্‌ছেন। দ্বিতীয় লোকটির চেহারা অতি কাদাকার। সইসের পোষাক পরা। চাকর লোক সেটি। চাকরের সঙ্গে কি যেন পরামর্শ কোত্তে কোত্তে কাউণ্ট বাহাদুর আমারই দিকে আস্‌ছেন! একটু সোরে বোস্‌লেম। দূরের কথা অল্প অল্প শুন্‌তে পেলেম। কাউণ্ট বোল্লেন "তাতে আর হয়েছে কি? গাছতলার মেয়েলোকটি আর আমাদের কথা বুঝবে কি? শুন্‌বেই বা কি? বোলে যাও।" বুঝলেম, আমাকে তাঁরা দেখেছেন। তাঁরা যে দিক হতে আস্‌ছিলেন, পাশ কাটিয়ে অন্য পথে আবার চোলে গেলেন। আড়ে আড়ে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লেম, কাউণ্ট বাহাদুর প্রস্থান কোল্লেন।

মঠের সমস্ত দেখে শুনে ফিরে আস্‌ছি, সম্মুখেই দেখ্‌লেম, একখানা কাগজ পোড়ে! কাগজ খানা চিঠির আকারে ভাঁজা। কুড়িয়ে নিলেম। বুঝতে পাল্লেম, কাউণ্ট বাহাদুরের পকেট হতেই একখানি পেড়ে গেছে। কুড়িয়ে নিয়েই পোড়লেম। পত্রে লেখা আছে—

কন্নবরী

১৫ই অক্টোবর, ১৮২৯।

আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি কোথায় আছ, এবং কি করিতেছ। তোমার কার্য্যে বাধা দিতে বা তাহার রহস্য প্রকাশ করিতে আমার ইচ্ছা নাই। আমি আশা করি,

আমার প্রতিও তুমি সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটী করিবে না। আমি বড়ই কষ্টে পড়িয়াছি। আমার অর্থাধার একবারে শূন্য হইয়াছে। তুমি কল্য বা ১৭ই আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। দনজোয়ানের মধ্যবৃক্ষের সংঘাত স্থলে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব। যদি যথা সময়ে না আইস, আমি অগত্যা তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাধ্য হইব। এখন আর অধিক লেখা আবশ্যক মনে করিতেছি না। ইতি

তোমার বিশ্বাসী জন উইলসন।

চিঠির উপরে শিরোনাম নাই। খামহীন চিঠি, খামখানির সঙ্গে সঙ্গে শিরোনাম ঠিকানাও কোথায় উড়ে গেছে। চিঠিখানি মাত্র নিয়ে ভাবতে ভাবতে মঠ হতে বেরিয়ে এলেম। চিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ে ভাবতে ভাবতে গাড়ীর আড্ডায় গেলেম। গাড়ী প্রস্তুত, আমি যেতেই যাত্রা। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কুঞ্জনিকেতনে পৌছিলেম।

প্রবেশ কোত্তেই প্রধানা কিঙ্করীর মুখে সংবাদ পেলেম, মাননীয় আপেল্‌টন এসেছেন। কোন বিশেষ কারণে সহর হতে আমাদের কর্ত্রীর পিতৃব্য বৃদ্ধ আপেল্‌টন এসেছেন। শুনেতে শুন্‌তেই প্রবেশ কোল্লেম। বারান্দায় যেতেই আপেন্টনের সহিত আমার সাক্ষাৎ হলো। ষাঠ বৎসরের সেকেলে ধরণের বৃদ্ধ আপেল্‌টন ছেলেদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ কোচ্চেন! পাশেই কর্ত্রী দাঁড়িয়ে, ছেলেদের সঙ্গে পিতৃব্যের এই ছেলেমানুষী দেখে আনন্দের হাসি হাস্‌ছেন। আমি যেতেই মাননীয় আপেন্টন আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা কোল্লেন। কর্ত্রী আমার পরিচিয় দিলেন। প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা হলো।

"চুপ।" আপেন্টন বাধা দিয়ে—স্মরণ করার ভঙ্গিতে একটু চুপকোরে থেকে বোল্লেন "ওঃ—ঠিক কথা। মনে হয়েছে, তুমি মেরীপ্রাইস? তুমিই সেই দর্বি সহরের অপূর্ব্ব নাটকের অপূর্ব্ব অভিনেত্রী মেরী প্রাইস? আরে বেশ বেশ! বড় ভাল মেয়ে তুমি ত। হুঁ—ভাল ত তুমি!"

আমি কোন উত্তর কোল্লেম না। কাউণ্টেসই তাঁর পিতৃব্যকে প্রকৃত কথা জানালেন। মাননীয় আপেন্টন কতই সন্তুষ্ট হলেন। পকেটে হাত দিয়ে পাঁচটি গিণি বার কোরে আমার হাতে দিতে এলেন, গ্রহণ কল্লেম না। তাঁর দান আমি কেনই বা গ্রহণ কোর্ব্বো? আপেল্টনও বেশী জেদা জেদী কল্লেন না। মুদ্রা পাঁচটি পুনরায় পকেটস্থ কোরে অন্যান্য কথা আরম্ভ কোল্লেন। আমি বাইরে এলেম।

মাননীয় কাউণ্ট মন্দবল বাড়ী নাই। কর্ত্তা না থাক্‌লে চাকর নফর সব আল্‌সে হয়ে যায়; এ কথাও ঠিক। অবসর পেয়ে প্রধানা কিঙ্করীর ঘরে গিয়ে গল্প ফেঁদে বোস্‌লেম। আমি যেতেই কিঙ্করী বোল্লে "মেরি! পিতৃব্য মহাশয়ের আগমনের কারণ

কিছু জান কি তুমি ?” আমি ত তেমন কিছুই জানি না! উত্তর কোল্লেম “না! আমি ত তার কোন কারণই জানি না।”

“বড় মজাই বেধেছে!” হেসে হেসে প্রধানা কিঙ্করী বোল্লে “চমৎকার রহস্য! আমাদের কর্ত্রী যে এ বিবাহ কোরেছেন, তাতে পিতৃব্যমহাশয় আগুণ হয়ে গেছেন! বিবাহে তাঁর একবিন্দুও সম্মতি ছিল না। দুবার বিবাহে তাঁর আপত্তি নয়, তার ইচ্ছা যে, তাঁর ভ্রাতস্পুত্রী কোন ব্যবসায়ী লোককে বিবাহ করেন। কাউণ্ট, মআর্ল, বেরণেট, ডিউক, এসব লোককে তিনি নাকি বড়ই ঘৃণা করেন। এরা নাকি সংসারটাকে রসাতলে পাঠাতেই জন্ম গ্রহণ কোরেছে। একেত এই, তাতে আবার কর্ত্রীর টাকার তাগাদা। কাউণ্ট যখন পারিসে বড় বড় বাড়ী, রাশী রাশী টাকা মজুদ করেছেন, তখন রাগী পিতৃব্যের কাছে টাকা ধারের এত জোর জোর তাগাদা কেন? এতেই বৃদ্ধ আপেণ্টনের সন্দেহ হয়, তিনি পারিসের প্রধান শান্তিরক্ষকের কাছে এসম্বন্ধে পত্র লেখেন। সে সব পাক্কা পুলিশের অনুসন্ধানে সব প্রকাশ হয়ে পোড়েছে। যে সব বাড়ীর ঠিকানা ছিল, সে সব বাড়ীতে বাড়ীই নাই। পরম ধনশালী মহিমান্বিত কাউণ্টবংশের সুযোগ্য বংশধরের মুখে, নিবিড় অরণ্য সব বাড়ী, আর বন্যজন্তু, তাঁর বাড়ীর প্রজা; রাজকর যে তারা কি দেয়, তা ত বুঝতেই পেরেছ। কাউণ্ট বাহাদুর একজন খ্যাতনামা জুয়াচুরীর সওদাগর! এই সব শুনে পিতৃব্য মহাশয় ছুটে এসেছেন। একটা যে মহা গোল বাধবে, তাত দেখ্‌ছি, নিশ্চয়!”

শুনে আমি ত আর নাই! একেবারেই আড়ষ্ট! জাল কাউণ্ট, জাল নাম, জাল উপাধী, সবই জাল! ভাবছি, হটাৎ ঘণ্টা বেজে উঠলো। ধ্বনিতে বুঝলেম, আমার ডাক; তাড়াতাড়ি উপরে গেলেম। চঞ্চল হয়ে আপেণ্টন বোল্লেন “মেরি এসেছ? দরজা বন্ধ কোরে দাও, স্থির হয়ে বোসো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দাও। সত্য কথাই তুমি বল। কোনও চিঠির বিষয় তুমি কিছু জান কি?”

“চিটি খানিই কেন দেখাও না।” চঞ্চল স্বরে শ্রীমতী বোল্লেন “পিতৃব্য, পত্র খানিই কেন মেরীকে দেখাও না।”

“চুপ! তুমি চুপ কর।” ভাতুস্পুত্রীকে চুপ কোত্তে বোলে আপেণ্টন পুনরায় আমাকে বোল্লেন “বল মেরী, সব খুলে বল তুমি।”

আমি পকেটে হাত দিলেম। চিঠিখানি নাই! কি কোরে কোথায় পড়ে গেছে! অসাবধানেই এই কাণ্ডটা ঘোটেছে। বড় ভয় হলো, ভয়ে ভয়েই উত্তর কোল্লেম “জানি আমি। কার এক খানা মাত্র চিঠি, আমি এই পর্য্যন্ত জানি।”

“জন উইলসন নামে কাকেও তুমি জান?”

“হাঁ, জানি। সেই পত্র খানাতেই ঐ নাম লেখা ছিল।”

"এ দেখি দেখি, এই চিঠিই কি সেই? কোথায় পেয়েছিলে তুমি?" দেখলেম, সেই চিঠি। অনবধানতায় পোড়ে গিয়েছিল। পত্রখানা ফিরিয়ে দিয়ে বোল্লেম "এই পত্র আমি দন জেয়ানের মাঠের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।"

কতক্ষণ চিন্তায় গম্ভীরবদনে নীরবে অতিবাহিত কোরে পিতৃব্য আপেণ্টন বোল্লেন, "আমি তা বুঝতে পেরেছি। এ পত্র তোমাদের কাউণ্টের উদ্দেশেই উইলসন লিখেছে।"

"তাতে আর সন্দেহ নাই।" দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে ম্লানমুখী কর্ত্রী বোল্লেন "তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই চিঠিতেই সেদিন সর্ব্বনাশ হয়েছে। এই চিঠি দেখতে চেয়েই আমার সর্ব্বনাশ ঘোটেছে! আমি বড়ই আঘাত পেয়েছি। জান তুমি মেরী, সেই চিঠি; সেদিন বেড়াতে বেড়াতে যে চিঠি কাউণ্ট আমাকে দেখাতে অস্বীকার কোরেছিলেন, এ সেই চিঠি। কাউণ্ট—"

"আঃ—" বাধা দিয়ে আপেণ্টন বোল্লেন "আঃ—আবার সেটাকে কাউণ্ট বোলচো! তার কোন্ পুরুষে কাউণ্ট? যাক, এসব কথা যাক; মেরী, কাল তুমি আমার সঙ্গে চল। এ পত্রের লিখিত স্থানে আমি উইল্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ব্বো। চিনিয়ে দিও তুমি। এসব জুয়াচোরের শাস্তি দিলে ঈশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।"

আমি স্বীকার কোল্লেম। কৌতূহল হয়েছে, যেতে অমত কোল্লেম না। যা একটু বাধা ছিল, মনিবের ষড়যন্ত্র প্রকাশ অনুচিত ভেবে। শেষে আপেণ্টন ও হতভাগিনী কর্ত্রীর অনুরোধে সেটুকু গ্রহই কোল্লেম না। স্বীকার কোল্লেম। কাল সকালেই রওনা হবার কথা রইল। ঘরে এলেম। দিনের মধ্যে ৩।৪ বার আপেণ্টন আমার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা, জেনে গেলেন। পরদিন সকালেই রওনা হতে হবে, স্থির রইল।

সকালের প্রথম ডাকে জমিমার পত্র পেলেম। এখনি বেরুতে হবে, গাড়ী প্রস্তুত, তাড়াতাড়ি পত্রের আবরণ উন্মোচন কোল্লেম। পত্রে লেখা আছে,—

হার্লসদন নিকেতন, লণ্ডন।
১৮ই অক্টোবর ১৮২৯।

প্রিয়তমে মেরি!

আমরা গত রজনীতে নিরাপদে পৌছিয়াছি। এত তাড়া তাড়ি তোমাকে পত্র লিখিতেছি, হয়ত তুমি মনে কতই কি ভাবিতেছ। ভাবিবারই কথা। এখানে এমন একটি মজাব কাণ্ড ঘটিয়াছে, যাহা তোমাকে না শুনাইলে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে। যে সইসের কথা আমি তোমাকে সেই কাস্তবরীর অরুণ-প্রসাদে বলিয়াছিলাম, হয়ত তোমার স্মরণ আছে। সেই হতভাগ্য ফ্লরেন্সে চাকরী করিত, তার পরমধার্ম্মিক রাজকুমার

নামধারী জুয়াচোরের শিরোরত্ন মনিবটি গরীব সইসের বেতন পর্য্যন্ত না দিয়া কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। হতভাগ্যকে চাঁদা তুলিয়া দেশে পাঠান হইতেছিল, এসব কথাও তুমি হয়ত জান। কল্য আমরা আসিবার সময় দেখি, ফটকের পাশে সেই সইসের সঙ্গে আমার সেই সাধের যুবরাজ! সইসের নামটি আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয়, নাম তার উইলসন। এবড় মজার কারখানা।

আমি অন্যান্য বিষয় পরে লিখিতেছি, আপাততঃ বিদায়। ইতি।

তোমারই স্নেহের জমিমা

এতক্ষণে বুঝলেম। সব কথাই প্রকাশ হয়ে গেল। যে যুবরাজ জমিমার সর্ব্বনাশ কোরেছে, লর্ডহার্লস্দনের এতটাকা ঠকিয়ে নিয়েছে, আমাদের সরলা কর্ত্রীর সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছে,সে একই ব্যক্তি। সেখানকার টাকা ঠকিয়ে এখানে এসে জুয়াচোর, কাউণ্ট বোলে আত্মপরিচয় দিয়েছে, সে একই ব্যক্তি! অর্থের লোভে একজনকে বিবাহ কোরে তার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা—ধর্ম্ম নষ্ট করা—ইহ পরকালের পথে কাঁটা দেওয়া মানুষে পারে না। বড়ই ঘৃণা হলো! এমন প্রভুর চাকরী করাও মহাপাপ।

গাড়ী প্রস্তুতই ছিল। আপেল্টনের আহ্বানে তখনি তখনি রওনা হলেম। রাস্তায় অপেল্টন বোল্লেন "মেরি! বড় ভাল মেয়ে তুমি, তোমার মত মেয়ে প্রায় দেখি নাই। বেশ চালাক তুমি, আমার হতভাগিনী ভ্রাতষ্পুত্রীর প্রতি তোমার যেমন ভালবাসা, তেমনি দয়া।

আমি লজ্জিত হয়ে বোল্লেম "আমারও এতে স্বার্থ আছে। আমার এক সহচরীকেও এক জুয়াচোর এমনি কোরে কাঁদিয়েছে। বিবাহ করার মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে তার যথা সর্ব্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে! সেই আমার পূর্ব্বপ্রভু হার্লস্দনের কাছে রাজকুমারের পরিচয়ে দু শ পাউণ্ড ধার নিয়ে সোরে পড়েছে। সেই লোক এখানে আবার এই এই কাণ্ড কোরেছে। উইলসনকে যে সে বেতন না দিয়েই চোলে এসেছে, আমার সেই সহচরী জমিমার পত্রেই তা খোলসা লেখা আছে।"

"লোকটা ভয়ানক ধড়ীবাজ! বদমায়েসের গুরু ঠাকুর! সয়তানের সয়তান! আমি তখনই বোলেছিলেম, দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলেম, এটা একটা ধাড়ী জুয়াচোর! কাউণ্ট এর সাত পুরুষের কেহ কোন কালেও ছিল না। বদমায়েসের চেহারা—কথাবার্ত্তা চালচলোনে, সবই যেন বদমায়েসী লেগে আছে। আমার অমতে—বন্ধুদের অমতে অজ্ঞাতসারে আমার ভ্রাতষ্পুত্রী যা কোরেছে, তাতে ইচ্ছা হয়না যে, তার সাহায্য করি; কিন্তু কি করি, চুপ কোরেও থাকতে পারি না। সন্দেহটা আমার বরাবরই ছিল, তত গ্রাহ্য করি নাই; শেষে যখন পত্র পেলেম, কাউণ্ট বাহাদুরের টাকার রাশ এসে পৌছে নাই, ততটাকা দিতে

মাতব্বর সওদাগরদের পুঁজিপাটা সব ফুরিয়ে গেছে, তাতেই হাজার পাউণ্ড ধার চাই, তখনি বুঝলেম, আসলটা সব ফাঁক! তাতেই আমার এত তাড়াতাড়ি আসা। যা ভেবেছি, এসেও দেখি ঠিক তাই।"

গাড়ী যথাসময়ে দনজোয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হলো। আমরা নেমে মঠের ফটকে প্রবেশ কোল্লেম। দেখলেম, যথাস্থানেই উইলসন দাঁড়িয়ে। দ্রুতপদে আপেল্টন তার হাত ধোল্লেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন "নাম কি তোমার বাপু?"

উইলসনের যেন মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। আপেল্‌টন অভয় দিয়ে বোল্লেন "চিন্তা কি তোমার? তোমারই নাম ত উইলসন! তুমিই ত কাউণ্ট মন্দবলের পুরাতন পেটখোরাকী সইস? তবে আর ভয় কি তোমার? বেবাক টাকা আমি তোমার আদায় কোরে দিব।"

এতক্ষণে উইলসনের যেন জ্ঞান হলো। আশ্বাস পেয়ে পেটের কথা সব খুলে বোল্লে। ফ্লরেন্স সহর হতে কাউণ্ট পালিয়ে আসা পর্য্যন্ত সব কথাই অকপটে সে খুলে বোল্লে। বোল্লে "আমি মশায় জেনোয়াতে দয়ালু মনিবের চাকরী কোত্তেম। মন্দবল বেশী বেতনের আশা দিয়ে ফ্লরেন্স সহরে আনেন। একদিন রাতা রাতি আমার মনিব গাঢাকা হলেন। হাতে একটি কড়ি নাই, অনাহারে মারা যাই, কেবল কয়েকটি ভদ্রপরিবারের সাহায্যেই কোনগতিকে দেশে এসেছি। জেনোয়াতে ভাল মনিবের চাকরী কোত্তেম্, বেশ দশ টাকা রোজগার ছিল, মোটা বেতন ছিল, তারও বেশী প্রলোভনে পোড়ে শেষে লাভে মূলেই হাভাত। সহরে ত আর গরীব লোকের স্থান হয় না। যে যত বড় টাকার মানুষ, সে ততবড় গরীব! গরীবের একশিলিং এক শিলিং, বড় লোকের এক শিলিং এক পাউণ্ড চেয়েও বেশী। গরীবের রোদনে তাঁদের আসন টলেনা। তাই আসফোর্ডের দরিদ্রপল্লিতে এসে বাসা নিয়েছিলেম। গাড়ীতে একদিন শুনি, যে কোথা হতে একজন বড়লোক এসে কুঞ্জনিকেতন ভাড়া নিয়েছেন। সন্ধানে সন্ধানে জানতে পারি; কিন্তু প্রকাশ করি না। এখনো যদি টাকা পাই, তবে কেন আর তার সর্ব্বনাশ করি। বিবাহ করেছে, বড় লোক হয়েছে, সুখে আছে; তার সুখের পথে কাঁটা দিয়ে আর লাভ কি! তাতেই পত্র লিখে তাকে আনিয়েছিলেম। দেখা হয়েছিল, এখন লণ্ডনে গেছে টাকা আন্‌তে। বারইয়ারী বাড়ীতে দেখা হবে বোলে গেছে। পথে ঘাটে আমার মত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে তার অপমান হয় ভেবে গোপনে দেখা করার উপদেশ দিয়ে গেছে।"

"বেশ কথা।" আপেল্টন স্থিরকর্ণে উইলসনের জবানবন্দী শুনে বোল্লেন "বেশ কথা। টাকা তুমি পাবে। এই আপাততঃ আমার কাছেই একশ টাকার একখানা নোট নাও।

সে এলেই আমাকে খবর দিও। তাতে আরও পুরস্কার পাবে। আপনার কথা কিন্তু প্রকাশ কোরোনা। এদিকে আমাকে গোপনে সংবাদ দিয়ে ওদিকে তার কাছে যদি কিছু পাও; ত নিয়ে আমার কথা মত আসফোর্ডে অপেক্ষা কোরো।”

উইলসনকে এইরূপে উপদেশ দিয়ে আমারা ফিরে এলেম। বাড়ী এসে আপেণ্টন তাঁর ভ্রাতষ্পুত্রীকে সমস্ত কথাই খুলে বোল্লেন।

বারদিন পরে পারিসের শস্তিরক্ষকের এক পত্র পাওয়া গেল। তাঁরা নাকি এই জুয়াচোর ভণ্ডকাউণ্টকে গেরেপ্তার কোত্তে চেষ্টা কোচ্ছেন, সমস্ত রহস্যের অনুসন্ধান কোচ্চেন। আপেণ্টনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ আবশ্যক আছে।

ক্রমেই আমার কর্ত্রী অবসন্ন হয়ে পোড়ছেন। লাবণ্যলতা যেন শুকিয়ে ম্লান হয়ে ঝরে পোড়েছে! মুখে হাসি নাই! সদাই বিষন্ন—সদাই চিন্তাকুল। না বুঝে—না জেনে প্রাণটি উৎসর্গ কোরে শ্রীমতী যেন পাগলের মত হয়েছেন! সংসারে মানুষ না চিনে এমন দেনা পাওনা কোল্লেই সর্ব্বনাশ!

সপ্তপঞ্চাশত্তম লহরী।

বিষম বিপদ।—উপসংহার!

এক সপ্তাহ পরেই উইলসনের পত্র পাওয়া গেল। কাউণ্ট এসেছেন। সহরের কোথাও টাকা পান নাই। পাঁচটি মাত্র গিণি উইলসনকে দিয়ে সকাতরে আর এক মাস সময় নিয়েছেন। উইলসন টাকা নিয়ে অপেণ্টনের আদেশ মত আসফোর্ডের সেই বারইয়ারী ঘরের আড্ডায় এসেছে। সংবাদ পেয়েই আপেণ্টন আসফোর্ডে গেলেন, আপেণ্টনের আদেশপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত উইলসন যাতে আসফোর্ডে অপেক্ষা করে, আপেণ্টন সেইরূপ বন্দোবস্ত কোরে এলেন। কিছু বাসাখরচও দিয়ে আসা হলো।

দুদিন অতীত। আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই মন্দবলের আগমন পথ চেয়ে আছি। এই আসেন এই আসেন কোরে দুদিন অতিবাহিত হলো। তৃতীয় দিন সকালে আমরা তিন জনে বোসে আছি, এক খানি গাড়ী এসে গাড়ীবারান্দায় লাগলো। একজন লোক গাড়ী হতে নাম্‌তে দেখ্‌লেম, দূর বোলে চিন্‌তে পাল্লেম না। তখনি দারবান এসে সংবাদ দিলে, ‘একজন ভদ্রলোক মাননীয় আপেণ্টনের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।’ তখনি আগন্তুককে সমাদরে আহ্বান আদেশ হলো। আমি উঠে যেতে চাইলেম, কর্ত্রী যেতে দিলেন না।—বোসে রইলেম।

তখনি ভদ্রলোকটি এসে উপস্থিত হলেন। মাননীয় আপেন্টন সমাদের উপবেশন করালেন। আমার ও কর্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দিলেন। আগন্তুকের পরিচয়ে জান্‌লেম, তিনি ফরাসী শান্তিরক্ষক।

শান্তিরক্ষক বোল্লেন "তবে আর এখানে কোনও কথা প্রকাশ কোত্তে বাধা নাই। যে ব্যক্তি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ কোরেছে, সে কাউণ্ট নয়, একজন জুয়াচোর। পাকা বদমায়েস। গুপ্তপুলিশের সমস্ত কর্ত্তৃত্বই আমার উপর। আপনার পত্র পেয়েই আমি সমস্ত বিষয় তদন্ত কোত্তে অনুমতি দি। অনুসন্ধানে সবই প্রকাশ হয়ে পেড়েছে। কাউণ্ট মন্দবলের আসল নাম চার্লস্ লিরক্ষ। প্রায় পনের বৎসর হলো, ঐ লোকটা একবার পারিসের পুলিশ কর্ত্তৃক ধরা পড়ে। ঐ লিরক্ষের পিতা নেপোলিয়ন বোনা-পার্টির বিপক্ষে ষড়যন্ত্রকারীর দলভুক্ত থাকায় নির্ব্বাসিত হয়। পিতৃহীন লিরক্ষ পিতার বন্ধুবান্ধবের যত্নে লণ্ডনে ইংরাজীশিক্ষা পেয়েছিল। পিতার নির্ব্বাসনের পর বেচারা অনেক টাকা পেয়েছিল, কিন্তু সব টাকা উড়িয়ে দিয়ে শীঘ্র শীঘ্র দেউলে হয়ে যায়। তার পরই টাকার জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে চুরী বিদ্যা শিক্ষা করে। তাতেই লিরক্ষ ধরা পড়ে। সে আজ পনের বৎসরের কথা। তাতে ১ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। জেল হতে খালাস হবার মাস কতক পরেই সে একজন মহাজনের নাম জাল করে, এবং সেই জাল বিল ভাঙাতে গিয়ে ধরা পড়ে। তাতে তার দশ বৎসর কারাবাসের আদেশ হয়। তারপর———

গাড়ী এসে উপস্থিত। সকলেই বুঝলেম, মন্দবল এসেছেন। আপেন্টন বোল্লেন "এসেছে? মহাশয়! একটু তফাৎ থাকুন। মেরি! যাও যাও, পাশের ঘরে নিয়ে যাও। সেই খানেই এঁকে রেখে এস।" তাড়াতাড়ি শান্তিরক্ষককে পাশের ঘরে রেখে এলেম। এই অবসরে আপেন্টনও তাড়াতাড়ি এক জন লোককে আসফোর্ডে পাঠালেন। উইলসন এসে যেন নীচে অপেক্ষা করে, এইরূপ ব্যবস্থা রইল।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালেম, কাউণ্ট দ্রুতপদে নীচের বারান্দায় এলেন। চঞ্চলকণ্ঠে দ্বারবান জেমস্‌কে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "সব কুশল ত জেমস্?"

জেমস্ অভিবাদন কোরে বোল্লে "না মহাশয়! কর্ত্রীর বড় অসুখ!"

"অসুখ! কি অসুখ?—তত বেশী বেশী নয় ত?"

"আজ্ঞা না।"

"আর কিছু খবর আছে?"

"না মহাশয়। কেবল মাননীয় আপেন্টন এসেছেন।"

"আপেন্টন?—তিনি আবার কেন!" এইমাত্র বোলে মন্দবল উপরে এলেন।

আপেণ্টনের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে—ঈঙ্গিতে অভিবাদন কোরে কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "প্রিয়তমে! তুমি নাকি অসুস্থ হয়েছ? কি অসুখ তোমার?"

বিষণ্ণবদনা কর্ত্রী আরও বিষণ্ণ হয়ে সুখপর্য্যঙ্কে শয়ান থেকেই বোল্লেন "বড়ই অসুখ আমার।—টাকা কি পেয়েছ?"

"সে সব কথা পরে হবে। এখানে কেন?"

"না না। সেই কথা শুন্‌তেই আমার অধিক ইচ্ছা। তাই আমি শুন্‌তে চাই, সমস্ত কথাই বল।"

কোনও উত্তর না দিয়ে মন্দবল আপনার ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। বস্ত্র পরিবর্ত্তন কোরে পুনরায় সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেন। "তবে কাউণ্ট! এত বিলম্ব হলো কেন? পারিসের এখন জলবায়ু বোধ হয় বেশ ভাল আছে?"

"বেশ।" বৃদ্ধ আপেণ্টনের কথায় অবজ্ঞার সহিত মন্দবলের এই উত্তর।

"তোমাদের আমি দেখ্‌তে এসেছি। আমি কাল প্রত্যুষেই চোলে যেতেম, কেবল সাক্ষ্যাতের জন্যই অপেক্ষা।"

"সুখী হলেম।"

"পারিসের বন্ধুবান্ধবেরা সকলে কুশলে আছেন?"

"আছেন।"

"টাকা না পাওয়ায় কারণ কি?"

"সে কথা এখন নয়।"

"আমি আর অধিক বিলম্ব কোত্তে পারি না। যদি টাকা না পেয়ে থাক, যদি আমার কাছে নিতে চাও, তবে আর বিলম্ব কোরো না। তোমরা টাকার জন্য কষ্ট পাবে, টাকা থাকতে পাওয়ানাদারের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য কোর্ব্বে, তা প্রাণে সইবে না। কত টাকার দরকার তোমাদের? কতদিনের মধ্যে টাকাটা চাই, এ সব কথা না জান্‌লে ত আর কোন কথা চলে না। আমার কাছে লজ্জা কি তোমার? জানি আমি, সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান তুমি, টাকার অভাব কি তোমার? তবে সময় অসময় সকলেরই আছে ত!" হেসে হেসে আপেণ্টন এই কথা গুলি বোল্লেন। টাকার খবরে মন্দবল বোল্লেন "আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। বেশী টাকার দরকার নাই, এক মাসের মধ্যেই টাকা এসে পৌছিবে। এই এক মাসের খরচের মত হলেই হবে।—বিশ হাজার মাত্র।"

"তবে লিখে দাও।"

মন্দবল আসন হতে গাত্রোত্থান কোল্লেন। কলম নিয়ে বোল্লেন "প্রিয়তমে! দেখ, তোমার পিতৃব্যের কি চমৎকার স্বভাব! অতি মহাশয় ব্যক্তি। সুদের কথা ত

কিছু এতে লেখেন নাই? যখনই ত আপনি লিখে রেখেছেন, সুদের বিষয়টা লেখেন নাই কেন?”

“সুদ!—”যেন কতই আমিরী মেজাজে স্নেহদয়ামাখা ভাবে মাননীয় আপেণ্টন বোল্লেন “সুদ! সুদের কথা আবার তোমাদের কাছে লিখে নেব? সে সুদে আমার দরকার? এতই কি টাকার মায়া? তোমাদের চেয়ে কি আমার টাকা?

বৃদ্ধের কথায় অধিকতর উৎফুল্ল কাউণ্ট জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “কোথায় সই কোর্ব্বো?”

“একটু অপেক্ষা কর।” আপেণ্টন ঘণ্টা ধ্বনি কোল্লেন। বিস্মিত হয়ে মন্দবল বোল্লেন “আবার কি?” আপেণ্টন বোল্লেন “আমার সাক্ষী উপস্থিত আছে।”

দরজা খুলে গেল। গম্ভীরবদনে শান্তিরক্ষক গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। বোল্লেন “চার্লস লিরক্ষ, কাউণ্ট মন্দবল, রাজকুমার চাঁটলী, আরও তোমার যে কত নাম আছে, ঈশ্বর জানেন।” তার পর আপেণ্টনের দিকে চেয়ে শান্তিরক্ষক বোল্লেন “আর আমি বিলম্ব কোত্তে পারি না। যে ব্যক্তি দশ বৎসর কারা——”

“আর না—আর না। বিস্তর হয়েছে! আমি চোল্লেম।” কেঁপে কেঁপে কাঁপা কাঁপা কথায় মন্দবল এই কটি কথা বোলে উঠে দাঁড়ালেন।

“চুপ!” তেজী গলায়—কড়া কথায় এক ধমক দিয়ে শান্তিরক্ষক বোল্লেন “চুপ! স্থির হও। তুমি ভয়ানক লোক! দাগী বদমায়েস। একজন ভদ্রলোকের মেয়ের সর্ব্বনাশ কোরেছ তুমি! তোমাকে শক্ত লোহার ভারী বেড়ী পরাব!—পাথর ভাঙ্গাব!—বদমায়েস, জুয়াচোর, চোর, জালিয়াৎ!”

কর্ত্রী বড়ই কাতর হলেন। তাঁকে নিয়ে—আপেণ্টনের আদেশে আমরা অন্য ঘরে গেলেম। কর্ত্রী বোল্লেন “মেরি! আর একদণ্ডও এখানে থাকতে আমার ইচ্ছা নাই। পিতৃব্য আমাদের জন্যে সহরে বাড়ীভাড়া নিয়ে রেখেছেন। এখনি আমরা সেইখানে চোলে যাব, যাবে তুমি?”

“আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার সঙ্গে যেতে আমার বড়ই ইচ্ছা, কিন্তু কি করি, একটি বাধা আছে আমার।”

আমার অসম্মতি দেখে কর্ত্রী যেন দুঃখিত হলেন। দ্বিরুক্তি না কোরে—মর্ম্মাহতা কর্ত্রী তাঁর অপগোণ্ড ছেলে পুলে নিয়ে তখনি প্রস্থান কোল্লেন।

উইলসন উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হলো, কুঞ্জ-নিকেতনের আসবাব পত্র সব বেচেকিনে চাকরদের বেতন পরিশোধ করা হলো, বৃদ্ধ আপেণ্টন সমাদরে আমার বেতন ও প্রশংসা পত্র দিয়ে বিদায় দিলেন।

মন্দবলের অনেক ছোট বড় জুয়াচুরীর কথা ক্রমেই প্রকাশ হলো। উপযুক্ত

শাস্তি ত আইন অনুসারে হলোই, তা ছাড়া মন্দবল ও তার পারিশদবর্গের বাহুতে সর্ব্বজন সমক্ষে তপ্ত লোহা দিয়ে "বদমায়েস" * এই অক্ষর কয়েকটি লিখে দেওয়া হলো। এই অক্ষর কয়েকটি মন্দবলের আমরণ কালের যোগ্য আভরণ।

পঞ্চাশত্তম লহরী।

হরিষে বিষাদ!

আবার সেই আসফোর্ডের বিধবার বাড়ী ভাড়া নিলেম। একা থাকা বড়ই কষ্টের কথা, জেনকে কাছে রাখলেম। নবেম্বর মাসের প্রথমে নিশ্চয়ই হয় কান্তিনের সাক্ষাৎ পাব, না হয় তাঁর পত্র পাব। এই আশা দুটিকে বুকে কোরে এক দিন কাটাতে প্রস্তুত হলেম।

দর্বির সেই ঘটনার পর কান্তিনের সৈন্যশ্রেণী উত্তর আয়র্লণ্ডে যাবার জন্য অনুমতি পেয়েছিল, সে কথা হয়ত কেহ ভুলেন নাই। যখন মাননীয় কলদারের সংসারে আমার চাকরী, সেই সময় পাষাণে বুক বেঁধে একবৎসরের অদর্শন-পরীক্ষার যে প্রস্তাব হয়, সে সব কথাও পাঠক অবশ্য ভুলেন নাই। সেই একবৎসর পূর্ণ প্রায়; কিন্তু কান্তিনের মন এই সুদীর্ঘ এক বৎসরে পরিবর্ত্তিত হয়েছে কি না, সে সংবাদ জানবার জন্তই আমি অধীর হয়ে পোড়েছি। এ দিন কটা আর যেন যায় না! কত রকম ভাবনাই যে মনে উঠছে, তার আর সীমা নাই! ভালবাসা জীবন-উদ্যানের গোলাপ-কুসুম। কুসুমের ঘ্রাণ ভুবনমোহন, কিন্তু গাছে কাঁটা। কাঁটার আঘাত সহ্য না কোল্লে সে কুসুম হস্তগত করা যায় না, মনের আশা মিটে না। অনেক প্রেমিক এই কাঁটার আঘাতেই কাতর হন, কুসুম বাসে আমোদিত হওয়া তাঁদিগের ভাগ্যে ঘটেনা। আমি এ জীবনে কত কণ্টকের আঘাতই সহ্য করেছি, কত যন্ত্রণাই পেয়েছি, তবুও কি সে কুসুম হৃদয়ে ধারণ কোত্তে পাব না? ঈশ্বর জানেন।

আজ ১লা নবেম্বর। গতরজনী জেগে জেগেই কটিয়েছি। হরিষেবিষাদে আনন্দে

* মূল পুস্তকে আছে, They were each marked upon the shoulder with a red-hot iron, which thus seared the two letters—T. F. *

* TRAVANX FORCES—literally "Compulsory labour" but which may be translated as "the galleys."



অবসাদে সমস্ত রজনী অতিবাহিত হয়েছে। প্রভাতেই ডাকঘরে গেলেম। প্রথম ডাকে পত্র আসার কথা। বারম্বার জিজ্ঞাসা কোরে জানলেম, আমার নামে পত্র নাই। হতাশ হলেম। বড় আশা করেছিলেম, বড় আশায় বুক বেঁধেছিলেম, সেই বড় আশায় বড়ই হতাশ হলেম। মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! ধীরে ধীরে একটি গাছের তলায় বোসে পোড়লেম! চোকে যেন আঁধার দেখতে লাগলেম, করপুটে মুখঢেকে বোসে পোড়লেম। শিশুর ন্যায় রোদন কোত্তে লাগলেম। ভাবছি, হটাৎ কাণে আওয়াজ গেল, "প্রিয়তমে! তুমি এখানে?" পরিচিত কণ্ঠস্বর, হটাৎ চেয়ে দেখলেম, সম্মুখে কাস্তিন! আনন্দে আবার অজ্ঞান হলেম! বিপদে আবার আনন্দ! রোদনে আনন্দের হাসি! কাস্তিন হাত ধোরে তুলে বসালেন, আদর কোরে বোল্লেন "কেন প্রিয়তমে তুমি এমন হলে? একি ভাবান্তর তোমার! মেরি, আমি যে তোমার জন্যই এতদিন বেঁচে আছি। দুঃখের জীবন তোমার জন্যই যে আজও দেহত্যাগ করে নাই, তবে কেন তুমি এমন হয়েছ প্রাণাধিকে! কথা নাই যে!—কথা কও, বল, আমার সর্ব্বনাশের সংবাদ তুমি ত আন নাই?"

ধীরে ধীরে উত্তর কোল্লেম। কাস্তিনের বক্ষে মুখ লুকিয়ে আনন্দের অশ্রু প্রবাহিত করে উত্তর কোল্লেম "না প্রিয়তম! সে ভাবনা তোমার নাই। আমি তত কৃতঘ্ন নই।"

আনন্দিত হয়ে—হাত ধোরে একটি পান্থশালায় কাস্তিন প্রবেশ কোল্লেন। নির্জ্জনঘর, নির্জ্জনে কথোপকথন। কাস্তিন বোল্লেন 'প্রিয়তমে! বড় সাধেই বাধা পোড়েছে। আমি সমস্ত কথা পিতাকে লিখেছিলেম। আশা ছিল, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ কোরে সুখী হব, পিতা অবশ্যই বিবাহের অনুমতি দিবেন; কিন্তু সে আশা আমার আর নাই। তিনি বিষম আপত্তি কোরেছেন। আরও বোলেছেন, যদি আমি তাঁর অমতে বিবাহ করি, আমি পৈত্রিকসম্পত্তির এককপর্দ্দকও পাবনা। জানিনা, পিতা তাঁর হতভাগ্য পুত্রকে কেন এ মর্ম্মঘাতনা দিতে উদ্যত হয়েছেন। মেরি! এখন আমি করি কি?"

বড়ই শঙ্কট! কি উত্তর করি, ভেবে পেলেম না। ইচ্ছাও আমার তাই। এত শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ করা আমারও ইচ্ছা নয়। কেন, সে কথা এখন থাক। প্রবোধ দিয়ে বোল্লেম "উপায় আর কি আছে? পিতার আদেশ অবহেলা করা মহাপাপ! সামান্য একজন কিঙ্করীর জন্য কেন প্রিয়তম, তুমি সেই মহাপাপে লিপ্ত হবে?"

"কিঙ্করী!" আগ্রহে আমার হস্তধারণ কোরে কাস্তিন বোল্লেন "কিঙ্করী? মেরি! প্রিয়তমে! তুমি যে আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী! আমার চক্ষে তুমি যে দেবী! পিতার আজ্ঞা অবহেলা করি, আমার হৃদয়ে তত বল নাই; কিন্তু তোমার জন্য আমি বলসঞ্চয় কোত্তে প্রস্তুত আছি। আমি তোমাকে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোত্তেও প্রস্তুত আছি। পিতা আমার উন্নতির পথ বন্ধ কোর্ব্বেন, করুন। উপার্জ্জনের পথ আমি তুচ্ছজ্ঞান করি।

তোমাকে নিয়ে মেরি, তোমাকে হৃদয়ে ধারণ কোরে আমি যদি একদিনও সংসারে জীবিত থাকি, তবুও আমার জীবন স্বার্থক হবে ; কিন্তু নির্ধনকে পতিত্বে বরণ কোরে তুমি ত সুখী হতে পার্ব্বেনা ! আমি আমার নিজের সুখ চাইনা, কিন্তু বিবাহ কোরে ত তোমাকে আমি সুখী কোত্তে পার্ব্বনা। আমার প্রাণের বাসনা ত তা হলে পূর্ণ হবেনা ! আমি তোমাকে যেমন ভাবে রাখ্‌তে চাই, তেমন ভাবে আমি তোমাকে ত তা হলে রাখ্‌তে পার্ব্ব না !”

“সে কথা অতি সামান্য। আমি ধনের জন্য ভাবি না। ধনবান দেখে বিবাহ কোত্তে বাসনা থাকলে, আমি এতদিন পরের চাকরী কোত্তেম না। এতদিন আমি রাজরাণী হতে পাত্তেম। সে সব কথা যাক। বিবাহ এখন স্থগিত থাক। দুজনে দুজনের ভালবাসা নিয়ে সংসার সাগরে ভেসে যাই। যতদিনেই হোক, কুল পাবই পাব। পিতার সম্মতি আজ না হোক, দুদিন পরে হবেই হবে। পুত্রকে তিনি কখনই আজীবন অবিবাহিত রাখবেন না। সুদিন অবশ্যই আসবে। যাও প্রিয়তম, আরও কিছুদিন অপেক্ষা কর।” কথাগুলি বোলতে চোক্ষে জল এল। অলক্ষ্যে চক্ষুজল মার্জ্জন কোল্লেম। এই কথাই স্থির রইল। সর্ব্বদাই পত্র লেখালেখি চোল্‌বে, দুজনে দুজনের মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ কোরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কোত্তে স্বীকৃত হয়ে বিদায় হলেম। দুজনে দুজনের বক্ষঃস্থল অশ্রুজলে শিক্ত কোরে—অশ্রু-উপহারে পরিতৃপ্ত কোরে বিদায় হলেম। আমরা আবার সেই ভালবাসার সুখস্মৃতি সম্বলে সংসারপথে অগ্রসর হতে চোল্লেম। আর্ত্তের রোদন কতদিনে ভগবানের চরণ তলে উপস্থিত হয়, এই তার পরীক্ষা !

ঊনষষ্টতম লহরী।

আমার ষষ্ঠ চাকরী।

বাসায় এলেম। হৃদয়পূর্ণ চিন্তা নিয়ে বাসায় ফিরে এলেম। সে দিন সমস্ত রাত ভেবেই কাটালেম। সংসারের যত ভাবনা, বিধাতা যেন সে সব আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন। এত ভাবনা এ সংসারের আর যে কেহ ভাবে, তা আমার জানা নাই। ভেবেই সমস্ত রাত কাটালেম।

কাস্তিনের সহিত শুভসন্মীলনের একসপ্তাহ পরে সারাকান হোটেলের অধিকারিণীর

এক পত্র পেলেম। তিনি লিখেছেন, একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধাত্রীর আবশ্যক। হোটেলেই তাঁরা অপেক্ষা কোচ্ছেন। পত্র পেয়ে তখনি তখনি জেনকে পুনরায় ডাক্তার কলিন্সের আশ্রয়ে রেখে সহর উদ্দেশে রওনা হলেম। যথাসময়ে পৌছে, আগে হোটেলের অধিকারিণীর সহিত সাক্ষাৎ কোরে, পরে আমার ভবিষ্য মনিবের সম্মুখে নীত হলেম।

কর্ত্তার নাম বুল। বয়স পঞ্চাশ, কি তারও তিন চারি বৎসর অধিক। মোটা চেহারা, তামাটে রং, মাথায় টাক, দাড়ি গোঁপ কামান, পরিচ্ছদ পরিপাটি। চেহারা চেয়ে বিলাসভূষণ অনেক বেশী। চেন অঙ্গুরীর জাঁকজমক কিছু বেশী বেশী। চেনে একরাশ লকেট গাঁথা। কর্ত্রীর নাম কর্ত্তার নামানুসারে বিবি বুলী। অঙ্গশৌষ্ঠবে পরিপাটী। কর্ত্রীর বয়স অনুমান ত্রিশ। এটি বুলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এরই একটি ছয় বৎসরের পুত্র, নাম থিয়োডোর, আর দুই মাসের একটি কন্যা, নাম জর্জ্জিয়ানা। কর্ত্তার প্রথম পক্ষের দুই কন্যা। নাম কুমারী বেলা আর নিধুয়া। মেয়ে দুটির চেহারা একই রকম। সবে মাত্র বয়স এক বৎসরের কম বেশী। বড়টির বয়স ২১বৎসর। কর্ত্তা আগে কোন কাট্‌কাট্‌রার দোকানে তালিমনবিশ ছিলেন, কালে ধনবান হয়েছেন, নিজের ব্যবসায়ে নিজে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন কোরে সম্ভ্রান্ত উকিলের কন্যা বিবাহ করেছেন। ভালস্থানে সুখে সচ্ছন্দে আছেন। হয় এমন। বিলাতে বিবাহ খেলায় যার দান ভাল পড়ে, সে এমন রাতা রাতি বড় মানুষ হয়ে থাকে। কেবল বড় মানুষ নয়, যে এক দিন কুলির সর্দ্দার ছিল, বিবাহ সম্মানে সেও এক দিন "সম্ভ্রান্ত পুরুষ" নামে খ্যাতি পায়। যে সব লোক শৃগাল বেশে সহরের গলি গলি একটুকরা রুটীর জন্য খাঁ খাঁ কোরে বেড়াত, বিবাহের খাতিরে সে হয় পুরুষসিংহ! তার সম্মুখে তখন দাঁড়ায় কে? বড় ঘরের মেয়েরা আবার প্রায়ই এমনতর নীচসংসর্গে অধিকতর প্রমোদিনী হয়ে নিজের সুখ আর স্বামীর সুখ ষোলকলায় পূর্ণ কোরে থাকেন। বড়মানুষ হবার যেন বিবাহটা একটা পাকা দরের দাঁও। এ দাঁও হাত কোত্তে সহরের লোক লালায়িত—খুনোখুনি।

আমি যথাসময়ে বুল ও বিবি বুলীর সম্মুখে পেশ হলেম। বিবি আমার দিকে বক্রদৃষ্টি পাত কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "এসেছ তুমি? সরে এস, আলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াও। আমি মুখ দেখে লোক চিন্‌তে পারি।" করি কি, জানালার দিকে মুখ কোরে দাঁড়ালেম। বেশ কোরে দেখে—আমার মুখের কাছে মুখ এনে বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা কোরে বিবি বোল্লেন "ঠিক তা নয়। হোটেলের গৃহিণী তোমার বেশী বেশী প্রশংসা কোরেছেন। থাক্—মন্দ নয়। কোথায় ছিলে তুমি এত দিন?"

বিবির মুখে ভয়ানক তীব্র সরাবের গন্ধ। একটু পিছিয়ে দাঁড়িয়ে বোল্লেম "লর্ড হার্লসদন্, আর মাননীয় তুইসদনের বাড়ী আমি চাকরী কোরেছি।"

"তাতেই হবে। হার্লসদনের নাম আমর জানা আছে।"

"তাতে আর হয়েছে কি!" বুল বোল্লেন "চাকরী অনুসন্ধানে আর লাভ কি?"

স্বামীর কথায় গর্জ্জন কোরে বোল্লেন "তা তুমি জানবে কি! বাল্যকালে তোমার উচ্চ সমাজের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই ত ছিল না। বড় ঘরের আর তুমি কি খবর রাখ?" বুল চুপ কোল্লেন। চাকরী স্থির হলো। সেই দিনই আমরা লণ্ডন সহরে রওনা হলেম।

লণ্ডনের এক জঘন্য পল্লিতে বুলের বাড়ী। সেই বাড়ীতে আমরা প্রবেশ কোল্লেম। রাস্তায় বিবি, তাঁর ছেলে মেয়ে, আর আমি ছিলেম। বিবি সমস্ত পথ সরাব খেতে খেতে এসেছেন। সরাবের নাম তাঁর মুখে ঔষধ। সমস্ত দিন রাত বিবি এই ঔষধ সেবন করেন। ভয়ানক পীড়া, তাই এই ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা! আহা! যে ডাক্তার এই ব্যবস্থা কোরেছে, তাঁর আত্মার সদগতি হোক!!!

বাড়ীতে এসেই বিবি শুয়ে পোড়লেন। সে রাত্রি আর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো না। বাড়ীর প্রধানা কিঙ্করী আমাকে বাড়ীর সব চিনিয়ে দিলেন। আলাপ পরিচয়ে বেশ বন্ধুত্ব হলো।

সকালেই বিবি এলেন। তখন ছেলেদের বাল্যভোজন হয়ে গেছে। আমাকে জিজ্ঞাসা কোরে বিবি সে সংবাদ জান্‌লেন। বোল্লেন "ছেলেদের বেশী বেশী খেতে দেওয়া আর তাদের পরিণামে দরিদ্র করা, একই কথা; বুঝেছ? পেট বাড়ালে ছেলেরা যা পাবে তাই খেয়ে ফেলবে, শেষে রাক্ষুসে ছেলেরা পরিণামে বড়ই কষ্ট পাবে। খুব কম কম কোরে খেতে দিও। বুঝেছ?"

এই সব উপদেশ দিয়ে বিবি প্রস্থান কোল্লেন। 'ছেলেদের উপর এত বাঁধা বাঁধি নিয়ম, কিন্তু ১২ দিনে জান্‌তে পাল্লেম, বুল পরিবার রাক্ষসের বংশ। আহার অর নিদ্রা, এদের জীবনের এই মহৎকার্য্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যই নাই। এত খাওয়া আমি আর কোথাও দেখি নাই! যেমন আহারের ব্যবস্থা, তাতে ছেলেরা দরিদ্র হবার পূর্ব্বেই কর্ত্তা গৃহিনী সেই পথ অবলম্বন কোর্ব্বেন।

বিবির ঔষধ সেবনে বিরাম নাই। সমস্ত দিনরাতই তিনি মাতাল হয়ে পোঁড়ে থাকেন, চোকমুখ সর্ব্বদাই লাল! কোন্ শুভক্ষণে জগতে যে এই মহৌষধির সৃষ্টি, তার কাল নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। যে মহাত্মার মূল্যবান মস্তিষ্ক হতে এই ঔষধের মালমসলা নির্গত হয়েছিল, তাঁর আত্মার স্বর্গ কামনা জন্য একটা দিন বরাদ্দ করাও তেমনি আবশ্যক। যেমন রবিবার ভজনার দিন; কিন্তু রবিবারে এখন যে কিসের ভজনা হয়, তা যাঁরা যাঁরা ভজনা ভক্ত, তাঁরাই জানেন। এদিকে মাননীয় বুলের চিন্তার সীমা নাই। তিনি কতই যে ভাবেন, তার আর সীমা নাই। কর্ত্তাগৃহিনীর প্রকৃতি দেখে অবাক হয়ে গেছি।

থাক, সে সব বিষয় আর অধিক কিছু বলার আবশ্যক নাই। আমার চাকরী হয়েছে, আশ্রয় ছিল না, আশ্রয় পেয়েছি, এই যথেষ্ট।

ষষ্টিতম লহরী।

কুমারী বেলী।—এও এক নূতন ফিকির।

দেখতে দেখতে তিন সপ্তাহ কেটে গেল। বুল পরিবারে আমার চাকরীর তিন সপ্তাহ পূর্ণ হলো। এখানে অধিক গোলযোগ নাই, সকলেই আপন আপন কাজে ব্যস্ত! সে কাজ—পান ভোজন আর আরাম নিদ্রা!

একদিন বৈকালে কুমারী বেলী আমার কাছে এলেন। অনেক কথা হলো। বেলী বোল্লেন "তোমার নাম আমরা কাগজে পোড়েছিলেম। বড় ভাল মেয়ে তুমি। আমাদের ইচ্ছা, তোমার কাছে আমাদের কোন কথাই গোপন না থাকে। আমরা দুই বোনেই বেশ ভাল রকম লেখা পড়া শিখেছি। কিংষ্টনের বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ৬শ টাকা ব্যয় কোরে পিতা আমাদের ভালরকমই লেখা পড়া শিখিয়েছেন। এমন কি, আমরা যাকে তাকে বিবাহ কোত্তে পারি! বিবাহ করবার ইচ্ছাও আমাদের খুব আছে, কেবল ভাল পাত্রের অপেক্ষা।" এই পর্য্যন্ত বোলে কুমারী বেলী একটু নীরব হলেন। আবার বোল্লেন "হয়েছেও ঠিক। তোমার কাছে প্রকাশ কোত্তেই বা বাধা কি! এক পক্ষ হলো, আমরা দুই বোনে থিয়েটরে গিয়েছিলেম। সেইখানেই দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তাঁরা আবার দুই বন্ধু। আমরা যেমন দুই বোন, তাঁরাও তেমনি দুই বন্ধু; বেশ ভালই হয়েছে। তাঁদের চেহারাও যেমন, বিষয়ও তেমনি। ভাবেই সব জানা যায় কি না! তুমি কি বল, যায় না?"

"যায় কি না, তা আমি জানি না। আবশ্যকও নাই। আমার হাতে নানা কাজ। গল্প কোল্লে ছেলেদের—"

আমার এই কথায় বাধা দিয়ে কুমারী বেলী বোল্লেন "বিরক্ত হও কেন? শোন না সব। গত সোমবারে স্রবী সাহেব এক নাচ দিয়েছিলেন, আমরাও তাতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেম। মা সমস্ত দিন ঔষধ খেয়ে অজ্ঞান ছিলেন, পিতা পল্লি-সমিতির মেম্বর হতে যেমন খেপে দাঁড়িয়েছেন, তাতে তিনিও যেতে পারেন নাই; গিয়েছিলেম, কেবল আমরা দুই বোনে। তাঁরাও সেখানে ছিলেন। আহা, দুই বন্ধুতে কতই ভাব! চেহারা

যেন ভালবাসায় মাখা! মুখ কেমন হাসি হাসি! দুজনেই দুজনকে ভালবেসেছি। আমরা যে কে কাকে বিবাহ কোর্ব্ব, তাই যেন ভেবে পাচ্চি না। তবে বয়সের ছোট বড় দেখেই বিবাহ হবে। আমরা এখানে থাকবো না। জানি কি, যদি পিতার অমত হয়! আমরা স্থানান্তরে গিয়ে বিবাহ কোর্ব্বো। তাঁরা সে সব স্থির কোরে পত্র লিখবেন। আমাদের একটি উপকার কর তুমি। তোমার নামে তাঁরা চিঠি লিখবেন, এইটেই আমাদের অভিপ্রায়! তা হলে আর ধরা পোড়বার ভয় থাকবেনা। কি বল তুমি?"

আমি অসম্মতি জানালেম। কুমারী অধিকতর আগ্রহ জানিয়ে বোল্লেন "ভয় কি তোমার? দুখানি পত্র বৈত নয়! নামও তুমি বরং জেনে রাখ। বড়টির নাম কাপ্তেন অম্বলদন, ছোটটির নাম কবন্দিস্।"

আমি কোন মতেই স্বীকার কোল্লেম না। শেষে প্রকাশ কোত্তে নিষেধ করে, হতাশ হয়ে বিরসবদনে বেলী প্রস্থান কোল্লেন।

একটু পরেই মাননীয় বুল এসে উপস্থিত। চোক পাকিয়ে বুল বোল্লেন, "একি স্বভাব তোমাদের? ছেলেদের নীচে নিয়ে যাও নাই কেন?"

"আমি তা ত জানি না! আপনি ত সে আদেশ করেন নাই!"

"তোমার এ সব জানা উচিত ছিল। শ্রীমতীও বুঝি এ সব কথা বলেন নাই! সবই তাঁর ভুল। ঔষধেই তাঁকে খেয়েছে! যাক, উঃ! কি গরম ঘর তোমার!"

"এ ঘরে আগুন না থাক্‌লে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়!"

"আঃ জানালার পরদা সব ফেলে রেখেছ বুঝি? তুলে দাও! তুলে দাও!"

তুলে দিলেম। ধমক দিয়ে বুল বোল্লেন "অত তুলে দিলে কেন? আর একটু নীচু কর!" অগত্যা তাই কোল্লেম।

"থিয়ডোরের এ সব নূতন পোষাক কেন?"

"পুরাতন পোষাকই তবে ব্যবহার হবে কি?"

"জঘন্য পুরাতন পোষাক আমি দেখতে চাইনা। ছেলেদের আহার হয় কখন?"

"ঠিক একটা!"

"একটা!—এত বিলম্ব!"

"কাল হতে তবে সাড়ে বারটার সময়ই আহার হবে!"

"আঃ—অত সকালে!"

"তবে কখন?"

"বিবেচনা করে সময় ঠিক করে নিও। আঃ ঘরটি কি ঠাণ্ডা;—ভয়ানক শীত! ছেলেদের বাত ধরিয়ে দিবে তুমি! পরদা ফেল!—পরদা ফেল!"

হটাং পদশব্দ শোনা গেল। প্রভু আমার চেয়ে দেখলেন। উকিল শশুর এসে উপস্থিত। ব্যস্ত হয়ে উকিল বোল্লেন "উত্তম সুযোগ! সুখভাল মারা গেছে।"

"বাস্তবিক!" "গম্ভীরবদনে বুল বোল্লেন "বাস্তবিক!" উকিলটি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ, বাস্তবিক। সহরে গিয়ে আমি সে সব শুনেছি। হতভাগা বিঘোরে পোড়ে মারা গেছে। মদ খেয়ে মোরেছে বোলেই জনরব। ভাল ডাক্তারও দেখেছে, কোন গোলের সম্ভাবনা নাই। মৃত্যুর আসল কারণ স্থির করা বড় কঠিন। এই সুযোগ। তোমারই হবে।—পদটা তুমিই চেষ্টা কোল্লে পাবে। পল্লি সমিতির মেম্বর হওয়া সমান্য সৌভাগ্যের কথা ত নয়। চল এখনি।" শশুর জামাতা তখনি প্রস্থান কোল্লেন।

সেইদিন হতে অসংখ্য কাজের ভার বুলের প্রতি পোড়লো। নূতন পদ প্রাপ্তির জন্য বুল কতই চেষ্টা কোত্তে লাগ্লেন। শত শত লোকের লোভনীয় পদলাভ কোত্তে পাল্লে বুল আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। সাধারণ লোকের মত না হলে ত আর মেম্বর হবার উপায় নাই, তাই দেশের বড় বড় লোকের কৃপা চাই। বুল তাঁদের নিমন্ত্রণ কোরে এক বিরাট মহোৎসব দিতে মনস্থ কোল্লেন।

মহোৎসবের দিন সমাগত। বিবি আমার কাছে এলেন। হাসতে হাসতে বোল্লেন "বড় সুসময়! ছেলেদের নূতন পোষাক দিও। মহোৎসবের শেষেই তোমার প্রভু বড় সন্মানের পদ—কোটী কোটী লোকের সন্মানিত পদ প্রাপ্ত হবেন। ভাল হয়ে থাক্‌বে। আমিত বড়ই সুখী হব তখন। কি বল? বেশ সুযোগ! এমন ভাগ্য প্রায় কারও হয় না। ডাক্তারকে ত বেশ দামী পারিতোষিক দিব! এমন ঔষধের যে ব্যবস্থা করে, সে বড় কম ডাক্তার নয়! মারা ত গিয়েইছিলেম, ঔষধই আমাকে সেরে তুলেছে। ঔষধের গুণেই আমি এবার বাঁচলেম।" প্রকৃতই সেরে তুলেছে। ঔষধে বিবিকে যে কি রকম সেরে তুলেছে, বিবির কিন্তু এখনো সে চৈতন্য হয় নাই।

বিবি ঔষধ সেবন কোরে ক্রমেই অবসন্ন হলেন। টাল খেতে খেতে শয়ন ঘরে গমন কোল্লেন। আর তাঁর সাড়া পাওয়া গেল না।

আজ সেই মহোৎসব। অনেক লোকের সমাগম হলো। সাহেব বিবির হাটে পোড়ে শ্রীমতী বিহ্বল হয়ে পোড়লেন। আনন্দে অধির হয়ে—বেশী বেশী পরিশ্রম কোরে, বেশী বেশী ঔষধ সেবন কোত্তে হলো; শেষে কেলেঙ্কারীর এক শেষ। ছেলেরা বেয়াদবের একশেষ। বিবিরা আদর কোত্তে গেলেন, তারা কেঁদেই আকুল। কারও পোষাক ভিজিয়ে দিয়ে, কারও টুপী ছিঁড়ে দিয়ে সেদিকেও এক শেষ। কর্ত্তা বারম্বার চিন্তিত হতে লাগলেন। ছেলেদের দৌরাত্মে পাছে তাঁর সাধের পদ বেহাত হয়, এই ভয়ে তিনি কাতর হয়ে পোড়লেন! ছেলেদের ঈঙ্গিতে শাসন কোত্তে লাগলেন, নির্ব্বিবাদে মহোৎসব নির্ব্বাহ হলো।

টাকা দিয়ে—মহোৎসব দিয়ে পদস্থ হওয়া, নাম কেনা, এও এক নূতন খেয়াল।' টাকায় যে সব খেতাব খেলায়ৎ লাভ হয়, তার যে কি সম্মান—কি সমাদর, তা যাঁরা যাঁরা ঐ প্রকার খেতাবে খেতাবী, তারাই ভাল রকম জানেন।

একষষ্টিতম লহরী।

আশায় ছাই!—রাজনৈতিক পরিবার!

মহোৎসবের কিছু দিন পরে উইলিয়মের এক পত্র পেলেম। উইলিয়ম লিখেছে,—

"আমার এত শীঘ্র পত্র লিখিবার কারণে হয় ত তুমি কতই ভাবিতেছ। বিশেষ কোন সংবাদ জানাইবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি। কল্য একটি বৃদ্ধলোক তোমার অনুসন্ধানে আমার এখানে আসিয়াছিলেন। কেন আসিয়াছেন, কোথা হইতে আসিয়াছেন, তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তোমার সন্ধানেই তিনি আসিয়াছেন, এই পর্য্যন্ত। ঠিকানাও জানিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি মাননীয় হার্লসডনের নিকট হইতে আসিয়াছিলেন। সেই অনুমানেই আমি ঠিকানা বলিয়াছি। ঠিকানা বলিয়া আমি কত ভাবনাই ভাবিতেছি। ইহাতে কি কোনও দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে? অভাগার কপাল কি না, আমি ত ভাবিয়াই আকুল হইতেছি। এসম্বন্ধে সমস্ত কথা ত্বরায় লিখিতে ভুলিও না। ইতি।"

পত্রপাঠ করেই আমি ত অবাক! কোথা হতে কে এসেছিলেন, আমার অনুসন্ধানেই বা তাঁর কি আবশ্যক, কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। সে দিন কেটে গেল।

পর দিন ১১ টার সময় সংবাদ-বাহিকার মুখে সংবাদ পেলেম, কে এক জন লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ব্বার জন্য বারান্দায় অপেক্ষা কোচ্চেন। শুনেই বুঝলেম, সেই লোক। বড়ই কৌতূহল হলো, দ্রুতপদে বারান্দায় এলেম। লোকটি অপরিচিত কিন্তু বেশ চালাক চতুর। আমাকে দেখেই, সম্মান কোরে বোল্লে "আপনিই বুঝি মেরী-প্রাইস! আপনাকেই আমি নিতে এসেছি। লর্ড উলবর্দ্ধন আপনাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন। আপনার অনুসন্ধানে আমি আসফোর্ড পর্য্যন্ত গিয়েছিলেম। সেইখানেই আমি অনুসন্ধান পেয়ে এখানে এসেছি। তাঁরা আপনার আসাপথ চেয়ে বোসে আছেন। এখনি চলুন আপনি।"

বড়ই সৌভাগ্য। পাঠক! জান কি, লর্ড উলবর্দ্ধন কে?—আমার প্রাণাধিক

প্রিয়তম কান্তিনের পিতা তিনি। মনে কোল্লেম, পুত্রের মনের কথা এতদিনে পিতা বুঝ্‌তে পেরেছেন। একবার পরীক্ষার এখন অপেক্ষা। পুত্র উপযুক্ত পাত্রী স্থির কোরেছেন কিনা, পিতার উপরই এসব দেখার ভার। হয় ত সেইজন্যই আমাকে দেখ্‌তে তাঁদের এত আগ্রহ; কিন্তু আমি এ পরীক্ষায় কি উত্তীর্ণ হতে পার্ব্বো? যাই হোক, যখন সাদর নিমন্ত্রণ এসেছে, যখন আহ্বানে লোক পর্য্যন্ত প্রেরিত হয়েছে, তখন যাওয়াই আবশ্যক। কর্ত্রীর কাছে এক বেলার ছুটি চাইলেম। মঞ্জুর হলো। লর্ড বাহাদুরের আহ্বান সংবাদ জ্ঞাপন কোল্লেম, বিবি সমাদরে রাজদূতকে অভ্যর্থনা কোল্লেন।—আহার কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন। সমাদরের ত্রুটি হলো না।

আমি যথাসম্ভব সুপরিচ্ছদে যথাসম্ভব সজ্জিত হয়ে রাজদূতের সঙ্গে যাত্রা কোল্লেম। প্রার্থনা কোল্লেম, ভগবান! যাত্রা যেন শুভ হয়! মনে কত রকম ভাবেরই উদয় হলো, কত সুখ দুঃখের ভাবনাই যে ভাবলেম, তার আর সীমা নাই। ভাবতে ভাবতে রাজদূতের সঙ্গে আমি লর্ড উলবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদে উপনীত হলেম। প্রকাণ্ড অট্টালিকা। অট্টালিকা দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারা যায়, লর্ড বাহাদুর অতুলসম্পত্তির অধিকারী। সভাগৃহে মাননীয় লর্ড বাহাদুর, লেডী, ও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আমার জন্যই অপেক্ষা কচ্ছিলেন। আমি যেতেই লর্ড বাহাদুর ইঙ্গিতে উপবেশন কোত্তে অনুমতি দিলেন। লেডীও কথায় তখনি ইঙ্গিতের প্রতিধ্বনি কোল্লেন। উপবেশন কোল্লেম। জ্যেষ্ঠপুত্র ফর্দ্দিনন্দ কটাক্ষ কোরে বোল্লেন "ইনিই বুঝি কান্তিনের সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছেন?"

বড়ই আঘাত পেলেম। উঠে দাঁড়ালেম। ফর্দ্দিনন্দ অপ্রতীভ হয়ে আমার হাত ধোরে বসালেন। কাতর হয়ে বোল্লেম "ক্ষমা করুন। ত্যাগ করুন আমাকে, যেতে দিন আমাকে।"

লেডী বোল্লেন "প্রাইস! উপবেশন কর। ছেলেমানুষ তুমি, অত রাগ কর কেন? লর্ডবাহাদুর যা বলেন, শোন।"

উপবেশন কোল্লেম। লর্ডবাহাদুর বোল্লেন "মেরী-প্রাইস! জানি, তুমি বেশ বুদ্ধিমতী। কতজনের বিপন্নপ্রাণ রক্ষা কোরেছ তুমি, কত লোকের অশেষ উপকার করেছ তুমি, কিন্তু একটি কাজে তোমার বড় ভুল হয়েছে! সে ভুল হয় ত তুমি বুঝতে পার নাই। তা না হলে—বুঝ্‌তে পাল্লে, তুমি কখনই তা কোত্তে না। আমি তোমাকে সেই ভ্রমটা বুঝিয়ে দিতে চাই। শুনবে কি?"

আমি সভয়ে উত্তর কোল্লেম "আজ্ঞা করুন।" লেডী যেন বড় সন্তুষ্ট হ'লেন। তৎক্ষণাৎ বিস্ফারিত নেত্রে বোল্লেন, "দেখ্‌লে? বুদ্ধিমতীর মতই মেরী বোলেছে।"

লর্ডবাহাদুর বোল্লেন "শোন তবে। কান্তিন আমার কনিষ্ঠ পুত্র। উপযুক্ত সন্তান

সে আমার। তার দ্বারা আমার মুখ উজ্জ্বল হবে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি হবে—খ্যাতি যশের ঘোষণা উঠ্‌বে, এটা আমার বড় আশা! বৃদ্ধ হয়েছি, তার উপরই এখন আমাদের সমস্ত আশা ভরসা। তুমি আমাদের সেই আশা ভরসা সমূলে উৎপাটিত কোত্তে বোসেছ। কান্তিন এখন বিবাহ কোল্লে সে কি আর উন্নতি কোত্তে পার্ব্বে? মানুষের উন্নতির কাল বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। বিবাহ হলে—স্ত্রীর প্রতি আশক্তি জন্মালে উন্নতির প্রতি আর লোকের দৃষ্টি থাকে না। জীবনের যত কিছু উন্নতি বা আশা, তখন স্ত্রীর দিকে প্রবাহিত হয়। তাই বলি—অনুরোধ করি—কান্তিনকে আর তুমি দুঃখের পাথারে ভাসিও না। তার উন্নতির পথে আর তুমি কাঁটা দিও না! আমাদের আশা ভরসা আর তুমি দুরাশা সাগরে ডুবিও না। আমাদের—তোমার জনক জননী স্থানীয় এই বৃদ্ধবৃদ্ধার এটা সকাতর অনুরোধ বোলে জ্ঞান কোর্ব্বে।'

রাগ হলো—দুঃখও হলো। বড় আশায় ছাই পোড়লো! ভগবান প্রার্থনা শুন্‌লেন না! বিবাহ কোল্লে উন্নতি হয় না?—এ যুক্তি পাগলের। প্রকাশ্য ভাবে বোল্লেম "আপনার প্রস্তাব আমি হয় ত রক্ষা কোত্তে পার্ব্ব না! বিবাহ করা না করা—গুরুজনের প্রতি নির্ভর করেনা। তাতে বাধা দেওয়াও সুতরাং অন্যায়। ভালবাসা, আর অনুরোধ বা স্বার্থসাধন, স্বতন্ত্র কথা। আমি আপনাদের অনুরোধ মত কার্য্য কোত্তে চেষ্টা কোল্লেও হয় ত কৃতকার্য্য হব না।"

লর্ডবাহাদুর হাস্য কোল্লেন। সে হাসি জাতক্রোধ আর ঘৃণায় মাখা! ঘৃণাপূর্ণ হাসি হেসে লর্ডবাহাদুর বোল্লেন "তুমি যে আমাকে সমাজনীতি শিখাতে বোস্‌লে! বালিকা তুমি, সর্ব্বদাই তোমরা ক্ষমার পাত্রী। আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্যই বোল্‌ছিলেম। সে কথা যখন তুমি গ্রাহ্য কোল্লে না—বুঝলে না,—তখন আমার এই শেষ কথা। যদি কান্তিন বিবাহ করে, তা হলে নিশ্চয় জান্‌বে, পৈত্রিক বিষয়ের সে এক কপর্দ্দকও প্রাপ্ত হবে না। আমি তার উন্নতির পথ যত্নপূর্ব্বক রোধ কোর্ব্বো। অকৃতজ্ঞ সন্তানকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে—তোমাদের পথের ভিকারী কোত্তে আমি প্রাণপণে তখন চেষ্টা কোর্ব্বো। পথে পথে ভিক্ষা কোল্লে ও তোমরা উপবাস ভিন্ন অন্য কিছু যাতে না পাও, আমি সে চেষ্টা কোত্তেও কুণ্ঠিত হব না। যাও তুমি। আর আমার কোন কথা নাই।"

তখনি গাত্রোত্থান কোল্লেম। সকলকে অভিবাদন কোরে বেরুলেম। যাত্রা কালে যে আশা কোরেছিলেম, যে ভিক্ষা ভগবানের নিকট প্রার্থনা কোরেছিলেম, তার বিপরীত ফল হলো। এরই নাম আশায় ছাই।



বিষাদ-তরঙ্গ লহরী।

আশার সঞ্চার!—হরিৎ উদ্যানে।

উলবর্দ্ধন প্রাসাদের অনতিদূরেই হরিৎ উদ্যান! অধিক দূর যেতে পাল্লেম না। মনের যে অবস্থা, সে কথা প্রকাশ কর্ব্বার নয়। অবসন্ন হয়ে উদ্যানের এক বৃক্ষতলে উপবেশন কোল্লেম। আবার সংসারের ভাবনা আমার মাথায় উপর যেন চেপে পোড়লো।

ভাবছি, সম্মুখেই দেখি, রবার্ট আর তাঁর সেই জুয়াচোর বন্ধু তমলিন্‌সন। দেখেইত অবাক! রবার্ট চঞ্চলকণ্ঠে বোল্লে "মেরি, তুমি এখানে? তোমার চেহারা দেখেই আমি বুঝতে পাচ্ছি, তুমি বেশ সুখে আছ; কেমন? অনুমানটা ঠিক কি না?"

তমলিন্সনও তামাসার হাসি হেসে বোল্লে "রবার্ট! তোমার ভগ্নীর চেহারায় যেন রাজকুমারী বোধ হচ্ছে। চেহারাটা যেন——উঃ—।"

তমলিন্সের কথায় বিরক্ত হয়ে—বাধা দিয়ে বোল্লেম "রবার্ট! লণ্ডন সহরে তুমি কত দিন এসেছ?

"পাঁচ সপ্তাহ মাত্র। এখন আমরা বেশ আছি। তুমি দর্ব্বিতে আমাদের যে অবস্থা দেখে এসেছিলে, তার তুলনায় এখন আমরা রাজা। খারাপ সরাব আমরা আর এখন স্পর্শও করি না। সেম্পিন খাই, নাচভোজে থিয়েটারে যাই, বড় বড় রাজারাজড়ার মেয়েদের সঙ্গে নাচি, বড় বড় ঘরে আমাদের গতিবিধি। বড় মজায় আছি এখন। শুনে যাও সব কথা। জীবনের ইতিহাসটা তবে তোমাকে শুনিয়ে দি।—দর্বিতে থিয়েটরের ত সুবিধাই হলো না। ক্রমেই দেনা, ক্রমেই দেনা, শেষে একদিন দুইবন্ধুতে গা ঢাকা। সাজ পোঁষাক ফেলেই লম্বা দৌড়। শেষে কিন্তু ধরা পোড়লেম। যে সে ধরা নয়, পুলিশের হাতে গেরেপ্তার! কুমারী অরুমস্থনা আর ফুলমেরী—যাদের অত ভালবাসতেম, থিয়েটারের সেই সব ধাড়ী বেটিরা—মানুষ খাবার রাক্ষসী কিনা, সবাই জুয়াচোর বোলে ধরিয়ে দিলে। জামীনের পর্য্যন্ত যোগাড় হলো না।—দুই বন্ধুতে অগত্যা জেলের দিকে হাঁটা দিলেম।—থাক্‌লেম সেখানে এক মাস।"

বিস্মিত হয়ে বোল্লেম "রবার্ট, শেষে তুমি মেয়াদ খাট্‌লে?"

আমার কথা গ্রাহ্যই না কোরে—অবজ্ঞার হাসি স্রোতে আমার এমন ব্যথার কথাটা ভাসিয়ে দিয়ে রবার্ট বোল্লে "তাতে আর হলো কি? কারাগারে বড়ই সুখে ছিলেম।

জনকতক দেউলে মহাজনের সঙ্গে এয়ারকী কোরে সর্ব্বদাই আমোদ আহ্লাদ কোত্তেম, ভাল ভাল কাপড় পোত্তেম। দেউলে মহাজনের কথা বুঝি তুমি জাননা? যে সব মহাজন অতি অল্প দিনে অতি বড়মানুষ হতে চায়, তারা প্রথম প্রথম দেনা পাওনায় বড় মুক্ত হস্ত হয়। লোক তাদের সততায় একদম্ আধমরা হয়ে যায়। শেষে এককালে কিছু বেশী বেশী টাকার মাল দেনায় আমদানী নিয়ে, তলে তলে সে সব বেচে সাবাড়—এদিকে দরখাস্ত, "আমার কিছুই নাই!—দেনার জ্বালায় আমি জ্বালাতন।" এই দরখাস্তে হয় ত তার পরিত্যক্ত ভাঙা বাক্স, ছেঁড়া পর্দ্দা, ভাঙা চেয়ার বেচে বিচারপতি টাকায় এক পয়সা পড়তা কোরে পাওনাদারদের দেনা শোধ করেন, দেন্দার মহাজন মুক্তিমণ্ডপের কৃপায় মুক্তিলাভ কোরে, আবার অন্যত্র মহাজনী কারবার পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ মাত্রায় ফলাও করেন। আর তাও যাদের না হয়, তাদের জেল হয় বটে, কিন্তু তারা ভদ্র মহাজন, অবস্থার চক্রে তাঁরা যেন জেলেই পদার্পণ করেছেন; কিন্তু তাঁরা জেলের কষ্ট কি সইতে পারেন!—তারা পানভোজন করেন, পূর্ব্বাপেক্ষাও কিছু বেশী বেশী। আহা! বেচারারা একে ত দেনার জ্বালায় কাতর—চিন্তায় অস্থির, ভাল না খেলে মারা যাবে যে। আমি সেই দলের দেউলেদের সঙ্গে মিশে বেশ ছিলেম।—পানভোজনে ত আর কোন বাধা ছিলনা, সে মাসের ত্রিশটে দিন ত গান গেয়েই কাটিয়ে দিলেম। খালাস হয়েই বড় গোল হলো। থাকি কোথা, খাই কি? পথে পথে বেড়াতে বেড়াতে শেষে সহরের প্রান্তভাগের এক সরকারী আড্ডাঘরের সামনে এসে বোসে ভাবছি; এমন সময় একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। জহরী লোক কিনা, আমাদের দেখেই চিনে ফেল্লে। সঙ্গে কোরে আড্ডায় নিয়ে গেল, খেতে দিলে, ভাল মদ আনিয়ে দিলে, খেয়ে তখন বাঁচি। তারপরেই সেই ভদ্রলোকটি প্রস্তাব কোল্লেন, আমাদের একটা সাক্ষী দিতে হবে। আর কিছু বোল্‌তে হবে না, বলার মধ্যে কেবল এই যে, আমাদের শ্রপসায়রে আর বকিংহামসায়রে ভূমিসম্পত্তি আছে। আমরা অবশ্য তখন নূতন নাম নিয়েছিলেম। ভদ্রলোকটির শিক্ষা মত সেই নূতন নাম ধারণ কোরেই এই সাক্ষী দিতে হয়েছিল। তিনি এই কাজের মূল্য আমাদের এক শ গিনি পুরস্কার দিলেন। সেই টাকাটা হাতে এল যখন, তখন আমরা ত যে সে লোক নই!—ধাঁ কোরে পসার প্রতিপত্তি জমে এল। এখন এমন দাঁড়িয়েছে, আমরা সেই নূতন নামে এখন হাজার হাজার টাকা ধারও পাই। তাতেই বেশ সুখে আছি। তুমি যে টাকা আমাদের ধার দিয়েছিলে, তা আবশ্যক হয়ত তুমি এখন তা নিতেও পার!"

"না, রবার্ট! আমি তা চাই না; কিন্তু তুমি এখনো বুঝ্‌তে পার নাই যে, তুমি তোমার কি সর্ব্বনাশ কোত্তে বসেছ। আমার দিকে চাইলে না, উইলিয়মের দিকে

চাইলে না, সারা আর জেন, তাদের পথের ভিকারী কোল্লে, এ সব দেখে কি তোমার একটু দয়া হয় না রবার্ট? তুমি আমাদের জ্যেষ্ঠ, পিতা তোমার হাতেই যে আমাদের রেখে গেছেন! জ্যেষ্ঠ তুমি, কনিষ্ঠদের প্রতিপালন করার ভারই ত তোমার উপর। তুমি কি কিছুমাত্রও সে সব কর্ত্তব্য পালন কোরেছ? ঈশ্বরের কাছে তুমি যে পতিত হয়েছ, এটাও কি তোমার ধারণা নাই?"

রবার্ট রেগে আগুণ হয়ে উঠ্লো। চীৎকার কোরে বোল্লে "ঈশ্বর? ঈশ্বর আবার কে? ওসব কথা আমার একেবারেই অসহ্য! তুমি যে ধর্ম্মযাজককেও হারালে! থাক্তেম একটু, তুমি একদম্ দাঁড়াতেই দিলে না। বন্ধু! চল, আর কাজ নাই! যথেষ্ট হয়েছে! ভাই বোনে কথাবার্ত্তা, তার মধ্যে উপসনা উপদেশ? গা কি জ্বলে যায়।" রবার্ট প্রিয়বন্ধুর হাত ধোরে দ্রুতপদে বাগানের বাইরে চোলে গেল। একবার ভাবলেম, ডাকি; আবার সে প্রবৃত্তি দমন কোল্লেম।

বোসেই আছি, সম্মুখ দিয়ে একটি ভদ্রলোক দ্রুতপদে চোলে গেলেন। ভ্রুক্ষেপ কোল্লেম না। অনেকদূর তিনি চোলে যেতে, আমিও উঠলেম। উঠে দেখি, একতাড়া কাগজ পোড়ে আছে। বুঝলেম, তাঁরই কাগজ পকেট হতেই পোড়ে গিয়েছে। কাগজগুলি একটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। চেহারা দেখেই বুঝ্লেম, দরকারী কাগজ। তখনি ছুট্লেম, ছুটে ছুটে ভদ্রলোকটির কাছে গেলেম। কাগজের তাড়াটি হাতে দিলেম। মুখ দিয়ে কথাই সরলো না। হাঁপ লেগে গেছে! হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে শেষে প্রকৃতিস্থ হলেম। ভদ্রলোকটি বোল্লেন "বড়ই উপকার কোল্লে তুমি। সরকারী কাগজ, এসব অন্যের হাতে পোড়লে, বিপক্ষদলের দখলে গেলে, মহা গোল হতো! বিপদেই পোড়তেম, প্রাণ নিয়েই হয় ত টানাটানি। বল তুমি, তোমার কি উপকার কোর্ব্ব। আমি আত্মপরিচয় দিতে চাই না, কিন্তু কার্য্যগতিকে বলি, আমি রাজসদস্য। যেরূপ উপকার চাও তুমি, আমি তাই দিতে প্রস্তুত।"

ভেবে পেলেম না। কি উপকার প্রার্থনা করি, ভেবে পেলেম না। শেষে স্থির কোল্লেম। বোল্লেম "যদি অনুগ্রহ করেন, তবে অস্টেস্ কাস্তিন, যিনি এখন উত্তর আয়র্লণ্ডের সৈন্য-বিভাগের সহকারী সেনাপতি, তাঁরই উন্নতি আমার প্রার্থনা। প্রকাশ কোর্ব্বেন না, গোপনে যেন এ কাজ নির্ব্বাহ হয়।"

"তাই হবে। কাস্তিনের প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি থাক্‌বে। আমার কথার সত্যাসত্য যত শীঘ্র হয়, তুমি জানতে পাবে।" এই বোলে সস্নেহদৃষ্টিতে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে সদস্য বাহাদুর প্রস্থান কোল্লেন। বারম্বার অভিবাদন কোরে আমি কর্ম্মস্থানে ফিরে এলেম। তৎক্ষণাৎ, এই সব ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত কাস্তিনকে লিখে আশান্বিত হৃদয়ে

প্রতিদিন গেজেটের অপেক্ষায় রইলেম। হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে, মনে আশা আছে, সুদিন আবার আস্‌বে।

ত্রিষষ্টিতম লহরী।

সুখের সংবাদ।—লর্ড দম্পতি।

প্রভাতেই দেখি, জমিমা!—সাদরে অভ্যর্থনা কোরে বসালেম। শুন্‌লেম, লর্ড হার্লসদন সহরেই আছেন, তাঁদের বিশেষ আগ্রহ, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। জমিমা সেই সংবাদই নিয়ে এসেছে। বিবি বুলী পাছে আমাকে ছুটী দিতে আপত্তি করেন, সেই জন্য লেডী তাঁকে অনুরোধ কোরেও পত্র লিখেছেন।

বিবি ছুটি দিতে কোন আপত্তি কোল্লেন না। জমিমা তাঁর কাছে বেশ খাতিরযত্ন পেলেন। জমিমার কাছে বিবি তাঁর বড়মানুষী পরিচয়ও দিলেন। কতই গর্ব্বের কথা—অহঙ্কারের কথা—কৌশলের কথা জানালেন। জমিমা সে সব কথার উপযুক্ত উত্তর দিয়ে বিবিকে সন্তুষ্ট কোত্তে ত্রুটি কোল্লেন না। বিবি ক্রমেই গর্ব্বিত হয়ে উঠলেন। লেডীকে উদ্দেশে কতই ধন্যবাদ দিলেন। সাদরসম্ভাষণ জানাবার জন্য জমিমাকে অনুরোধ কোল্লেন।—ছুটি দিলেন।

তখনি বেরুলেম। জমিমা যে গাড়ীতে এসেছিল, সেই গাড়ীতেই আবার দুজনে চোল্লেম। কথায় বার্ত্তায় যথাসময়ে আমরা সহরে পৌঁছিলেম।

লেডী আমার জন্য অপেক্ষা কোরে ছিলেন। তিনি বেশ জানতেন, আমি তাঁর এ আদেশ কখনই অবহেলা কোর্ব্বো না। যথাসময়ে লেডীকে অভিবাদন কোল্লেম। লেডী আমাকে সমাদরে গ্রহণ কোল্লেন। জমিমাকে ছেলেদের নিয়ে অন্তরালে যেতে কৌশলে অনুমতি দিয়ে লেডী আমাকে আপনার পাশে বসালেন। চেয়ে চেয়ে দেখলেম, বিষাদিনীর বিষাদভাব আর নাই। আনন্দময়ীর মুখে আবার আনন্দের বিদ্যুৎ খেলা কোচ্চে। দেখে বড়ই আনন্দিত হলেম।

লেডী সস্নেহবচনে বোল্লেন "মেরি! আমি তোমাকে এক সুখের সংবাদ দিতে ডেকেছি। দেখে সে সংবাদ তোমাকে না জানালে আমার যেন তৃপ্তি হবে না। লর্ড বাহাদুর আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কোরেছেন। আমি এখন আর তাঁর শত্রু নই। আমাকে

তিনি পূর্ব্বের মত আবার ভাল বেসেছেন।—ভালবাসা দিয়েছেন। ক্লাভারিংকে আবার তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ কোরেছেন।”

বড় আশ্চর্য্য বোধ হলো। তত জাতক্রোধ, এত অল্প সময়ের মধ্যেই উড়ে গেল! কারণ কি?—কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম “তার কারণ কি মা! তেমন রাগ, একেবারে মাটি হয়ে গেল, এর কারণ?”

“কারণ আছে। একদিন ডাক্তার ভিন্সেণ্ট আর লর্ড মিল্‌টনের সম্মুখে লর্ড বাহাদুর আমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। আমি অত্যন্ত মর্ম্মযাতনায় অধীর হয়ে আপন ঘরে এলেম। জানি না কেন, সে দিনের যন্ত্রণায় আমি ডাক ছেড়ে কেঁদে ফেল্লেম। লর্ড বাহাদুর সেই সময় ঘরের মধ্যে আসেন। আমার রোদনে তাঁর কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে, সেই হতেই তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন। আর কখনও তিনি আমার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার কোর্ব্বেন না, তখনি তখনি প্রতিজ্ঞা করেন, ক্লাভারিং আমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোল্লে তিনি আর বিরক্ত হবেন না; ক্লাভারিংকে আবার তিনি বন্ধুভাবে গ্রহণ কোর্ব্বেন। সেই হতে স্বামী আবার আমার প্রতি আশাতীত অনুগ্রহ কোচ্চেন। এ সুখের সংবাদ পেয়ে মেরী তুমি না জানি কতই সুখী হয়েছ?”

“হয়েছি।” আমি বস্তুতই সুখী হয়ে বোল্লেম “হয়েছি। আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি; কিন্তু ক্লাভারিংকে আপনি আবার কি বোলে বিশ্বাস কোর্ব্বেন?”

“বিশ্বাস কোর্ব্ব? আবার আমি তাকে বিশ্বাস কোর্ব্ব? কখনই না। কিন্তু মেরি! আমি মনের গতি আজও স্থির কোত্তে পারি নাই। আমি পাপিনী!—” লেডীর চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হলো। সে কথা পরিবর্ত্তন কোল্লেম। অন্য পাঁচ কথা পেড়ে এ দুঃখ অভিমানের প্রসঙ্গ ঢেকে নিলেম।

লর্ড বাহাদুর এলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আদর কোরে—প্রশংসা কোরে বোল্লেন “মেরি! যদি অসুবিধা বিবেচনা কর, আমার কাছে এস। জেনে রাখ, আমার সংসারে তোমার জন্য সর্ব্বদাই স্থান শূন্য আছে। আমি তোমাকে পর ভাবি না। আপনার কন্যার মত আমি তোমাকে দেখি।”

লেডী বোল্লেন “মেরি! আমি আশা করি, এক মাসের মধ্যেই তোমাকে আমি আমার বাড়ীতে দেখতে পাব। বেলার উদ্ধার হতে আমি তোমাকে যে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গুরী দিয়েছি, তাতেই তুমি অবশ্য বুঝতে পেরেছ, আমি তোমাকে কত ভালবাসি।”

আমি অভিবাদন কোরে কৃতজ্ঞতা জানালেম। অনেক কথাবার্ত্তা হলো। শেষে জমিমার ঘরে গিয়ে আহার কোল্লেম। ছেলেদের আদর কোল্লেম। জমিমার বিবাহের

কথা নিয়ে কতই রহস্য হলো। জমিমা বড় দাড়ীগোঁপের পক্ষপাতী ছিল, এখন সে কিন্তু প্রতিজ্ঞা কোরেছে, আর কখন সে তেমন দেড়ে পাত্র দেখে ভুল্‌বে না।

অপরাহ্নে গমনের আয়োজন কোল্লেম। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, অবসর হলেই দেখা কোরে যাব বোলে বিদায় নিয়ে, প্রস্থান কোল্লেম। এখানকার জুরির মকর্দ্দমার বিচারভার লর্ড বাহাদুরের প্রতি ন্যস্ত থাকায় তিনি আরও কয়েক সপ্তাহ সহরে থাকবেন; সুতরাং অবসর পেলে দেখা কোরে যাওয়াও তত আশ্চর্য্যেই কথা নয়!

রওনা হলেম। গাড়ীর জন্য অপেক্ষা কোত্তে হলো না। লর্ড বাহাদুরের গাড়ীতেই রওনা হলেম। আজ যা শুনলেম, তাই ভাবতে ভাবতে চোল্লেম। ফল যেমনই হোক, আমার পক্ষে প্রকৃতই, এ সুখের সংবাদ।

চতুঃষষ্টিতম লহরী।

অভিসারিকার পরিণাম।

প্রভাতেই টাইম্‌স্ পত্র দেখলেম। সকলের আগে যেমন কাগজখানি এসেছে, অমনি তাড়াতাড়ি খুলে কাগজের "যুদ্ধবিভাগের" প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লেম। চঞ্চলদৃষ্টিতে অনুসন্ধান কোল্লেম। যা দেখলেম, তাতে মুহূর্ত্তের জন্য আমি যেন আনন্দে অধীর হয়ে পোড়লেম। মাননীয় সদস্য মহাশয় সত্য রক্ষা কোরেছেন। খবরের কাগজে নাম বেরিয়েছে। লেখা আছে,—

"—সৈন্যদল। মাননীয় লেফ্‌টন্যাণ্ট অসটেস্ কাস্তিন সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলেন। তিনি ঐ সেনাবিভাগেই থাকিবেন।"

কাস্তিন সেনাপতির পদে উন্নিত হয়েছেন! পিতার সকল চেষ্টা বিফল কোরে কাস্তিন আজ সেনাপতি হয়েছেন, এ আনন্দ অপরিসীম। কাস্তিনের পিতা এ সংবাদে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হবেন। এখনি হয় ত স্বয়ং স্বদলে সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহকসভায় উপস্থিত হবেন। পুত্রের এই আকস্মিক উন্নতির কারণ তন্ন তন্ন কোরে অনুসন্ধান কোর্ব্বেন, কিন্তু এটি আমি নিশ্চয় জানি, সদস্য মহাশয় কখনই এ গুপ্তরহস্য প্রকাশ কোর্ব্বেন না। কখনই না।

পরদিন কাস্তিনের পত্র পেলেম। তিনিও এই উন্নতির কারণ জানতে পারেন নাই। তিনি যে সরকারী পত্র পেয়েছেন, তাতে পদোন্নতির কারণ লেখা আছে, সচ্চরিত্রতা।

এই পর্য্যন্ত। কান্তিন কি কোরে যে এই পদ প্রাপ্ত হলেন, তা ভেবে না পেয়ে আমাকে তার কারণ জিজ্ঞাসা কোরেছেন। পূর্ব্বপত্রে কেবল তাঁর মাতাপিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ সন্দর্ভ মাত্র লিখেছিলেম, এখন আমি কি তাঁর উন্নতির গূঢ়রহস্য প্রকাশ কোর্ব্বো? না, তা এখন অপ্রকাশ রাখাই ভাল। কোল্লেমও তাই। অন্য রকম কথায় বুঝিয়ে পত্রের উত্তর লিখলেম। এ দিকে কর্ত্রীকেও জানিয়ে রাখলেম, এই মাস কাবারেই আমি বিদায় গ্রহণ কোর্ব্ব।

মাননীয় বুল এখানকার পল্লি-শান্তিরক্ষক হয়েছেন। বিবি বুলির মুখে তাঁর সুখ্যাতির সীমা নাই। এই বাড়ীর প্রত্যেকেই গৃহস্বামী বুলকে "পল্লি-শান্তিরক্ষক" বোলে আহ্বান করেন। বুলের তাতে অগাধ আনন্দ!

নির্ব্বাচনের তৃতীয় দিনে সকালের ডাকে মাননীয় পল্লিশান্তিরক্ষকের কাগজ পত্রের সঙ্গে আমার একখানি পত্র পেলেম; পত্রের শিরোনাম দেখে চিন্‌তে পাল্লেম না। কুমারী বেলী ছুটে এসে বোল্লেন "মেরি! কার পত্র তুমি পেয়েছ? পত্রখানি দেখি?" আমি কোন উত্তর দিলেম না। পত্রখানি নিয়ে তাড়াতাড়ি আপনার ঘরে এলেম; কুমারীর মুখ শুকিয়ে গেল! আরও সন্দেহ হলো! ঘরে এসেই পত্রখানি খুলে ফেল্লেম। খামের উপর ঢেরা চিহ্ন ছিল, তাতেই আরও সন্দেহ। খামের মধ্যে দুখানি পত্র। দুখানিই অপরিচিত লোকের লেখা। একখানির লেখা আমার চেনা! স্পষ্ট চেনা নয়, তবে সন্দেহ হলো। প্রথম পত্র-খানিতে প্রণয়-মসিতে লেখা আছে,—

বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

আমার হৃদয়-অমরাবতীর বিদ্যাধরি!

সমস্ত আয়োজন স্থির। কল্য রাত্রি ১১টার সময় ফনস্‌বরীর অশ্বক্রিড়া প্রদর্শনীর সম্মুখে তোমার জন্য গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিব। ঐ স্থানই আমাদের মতে উপযুক্ত; কেন না উহা যেমন নিরাপদ, তেমনি তোমাদের বাড়ীর নিকটে। হৃদয়েশ্বরি! আমার হৃদয়ের একমাত্র আরাধ্য দেবি! আমার জীবনগগনের ধ্রুবতারা তুমি, অবশ্য অবশ্য আসিও। আমি ঐ ১১টার সময় তোমার আসা পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিব জানিও। তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য আমি বাহু প্রসারণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছি, দেখিও, যেন আমার সে সুখসাধে বঞ্চিত করিও না।

আজীবন আমি তোমারই
বিলিয়ম্ অম্বলদন।

বুঝলেম। আমি যা নিষেধ কোরেছিলেম, পাপিষ্ঠারা আমার সে কথা না শুনে আমার নামেই পত্র দিতে বোলেছে। এদের সাহসকে ধন্যবাদ। তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় পত্রখানি দেখলেম।' তাতে লেখা আছে,—

বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যা।

প্রাণের নিধুরা!

আমার প্রিয়তম বন্ধু বীরবর কাপ্তেন অম্বলদন তোমার ভগ্নীকে সমস্ত কথাই লিখিয়াছেন। তাঁহার পত্রেই তুমি অন্যান্য তাবৎ বিষয় জ্ঞাত হইতে পারিবে। আমাদের সমস্ত আয়োজনই স্থির। কল্য রজনী ১১টার সময় আমরা দুই জনে এমন ভাবে একত্রিত হইব, যাহাতে জীবনে আর কখনো আমরা বিচ্ছিন্ন হইব না। অবশ্য যেন দেখা পাই। আমার সহস্র চুম্বন তোমার জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছি।

তোমার ভালবাসার পাত্র এবং ভবিষ্যস্বামী

কনস্তান্তিন কবন্দিস।

এই লেখাটি আমার যেন চেনা। এ লেখা আমি যেন আর কোথাও দেখেছি। যথাসম্ভব বাঁকিকে বাঁকিয়ে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে লেখা। তবুও যেন এ লেখা চেনা চেনা বোলে বোধ হ'চ্চে। বড়ই সন্দেহ হলো। এরা কিন্তু নিশ্চয়ই যাবে। কোন রকমে এদের সঙ্গে গিয়ে এই নূতন লেখকটিকে একবার চিনে আস্‌তে ইচ্ছা হলো। মনে মনে এ যুক্তি স্থিরসিদ্ধান্ত কোরে রাখলেম।

মনুষ্যজীবনে সন্দেহের যন্ত্রণা বড়ই সাংঘাতিক। পত্রের প্রতি কুমারী বেলীর বিশেষ সন্দেহ হয়েছে, তাই তিনি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে এলেন। অন্তরালে দাঁড়িয়ে সবই দেখেছেন। ছুটে এসে আমার হাতখানি ধোরে বোল্লেন "মেরি! তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমরা তোমার অনুগত—আশ্রিত; আমাদের সর্ব্বনাশ—দোহাই ঈশ্বরের, তুমি কোরো না। কত জনের জীবন দিয়েছ তুমি, আমাদের জীবনও দয়া কোরে দাও।"

আশা দিয়ে—সান্ত্বনার কথায় তুষ্ট কোরে বোল্লেম "সে ভয় তোমাদের নাই। আমি এসব কথা কখনই তোমাদের পিতাকে জানাব না। এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থাক; কিন্তু আমি ত তখনি বোলেছিলেম, আমার নামে যেন এ চিঠি না আসে, কেন তোমরা আমার সে কথা শোন নাই! কেন আমার অমতে—নিষেধ সত্বে তোমরা আমার নাম ঠিকানা তাঁদের জানালে?"

"সে আমাদের অপরাধ।" কাতর হয়ে কুমারী বেলী বোল্লেন "সে আমাদের শত সহস্র অপরাধ। আমরা যে কি যন্ত্রণায় পোড়ে এ কাজ কোরেছি, তা যদি তুমি একবার ভেবে দেখতে, তা হলে এ কথা তুমি বোলতে না। করি কি, অন্য উপায় ত আমাদের

নাই! তোমার সাহায্য না পেলে আমরা কোনও কাজেই কৃতকার্য্য হতে পার্ব্ব না। হয় স্বীকার কর, আমাদের সাহায্য কোর্ব্বে; না হয় বল, আমরা তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হই।”

বড়ই বিষম কথা! ভেবে চিন্তে স্বীকার হলেম। প্রধানা কিঙ্করী যাতে রাত্রে ছেলেদের কাছে থাকে, সে ভার বেলা নিজে গ্রহণ কোল্লেন। সব দিক স্থির রইল, তিন জনেই আমরা যাব। কুমারীদ্বয়ের বিবাহ চুকে গেলে, তাঁরা এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর বেতনে আমাকে সহচরী নিযুক্ত কোর্ব্বেন, এমন আশাও দিলেন। চাকরীর জন্য আমার তত আগ্রহ নয়, যতটা এই পত্রলেখকের পরিচয় জান্‌তে!

অভিসারিণী যুবতী দুটির অভিসার রজনী সমাগত। সন্ধ্যার সময় কুমারী বেলী আমার মনের গতি এখনো ঠিক আছে কি না, পরীক্ষা নিয়ে গেলেন; জেনে গেলেন, আমি তখনো তাঁদের অনুসরণে প্রস্তুত। ক্রমেই রাত্রি অধিক হলো। বিবি প্রচুর ঔষধ সেবনে অচৈতন্য, পল্লি-শান্তিরক্ষক মহাশয়ের মাথার পীড়া! ভেবে ভেবে খেটে খেটে অবসন্ন! শয়নমাত্রেই গাঢ় নিদ্রা! প্রধানা কিঙ্করীকে ছেলেদের কাছে রেখে আমরা তিনজনে বেরুলেম। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আমিই তালা বন্ধ কোরে চাবিটি নিজের নিকটেই রাখলেম। অশ্বক্রীড়া প্রদর্শনী এখান হতে অধিক দূরে নয়, গাড়ী কোত্তে হলো না, দ্রুতপদে হেঁটেই চোল্লেম।

নিকটেই আলো দেখা গেল। একখানি বড় গাড়ীর উপরে দুটি বড় বড় তেজালো আলো জ্বলছে। কুমারী বেলী আনন্দিত হয়ে বোল্লেন “ঐ—ঐ সেই গাড়ী।” আমরা দ্রুতপদে অগ্রসর হলেম। কবন্দিস আর অম্বলদন বাইরেই কুমারীদের শুভাগমনের অপেক্ষা কোচ্চিলেন। কুমারীদের দেখে দৌড়ে এসে বাহুপাশে আবদ্ধ কোল্লেন। ঘন ঘন মুখচুম্বন কোল্লেন। তাঁদের এতই আনন্দ, এতই সুখ যে, আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দুই পক্ষের কারও মনে রইল না। অনেকক্ষণ হাস্য পরিহাসে প্রেমের কথাবার্ত্তায় কেটে গেল। নবযুবতী দুটি, নব প্রেমিকের নবপ্রেম রসাস্বাদনে যেন আত্মহারা হয়ে পোড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে একজনের দৃষ্টি আমার দিকে পতিত হলো। বিস্ময়ে তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন “এ লোকটি কে প্রিয়তমে?”

কুমরী বেলী উত্তর দিলেন “বিশ্বাসী দাসী আমাদের। সবই জানেন ইনি। এঁকে সঙ্গে নিতে হবে। এমন লোক প্রায় পাওয়া যায় না।”

আমার দিকে চেয়ে কাপ্তেন অম্বলদন বোল্লেন “নাম কি গা তোমার?”

নিধুয়া বাধা দিয়ে বোল্লেন “নাম এঁর প্রায় সকলেই জানে। বিখ্যাত দর্বি আদালতের কথা, অবশ্যই বোধ হয় আপনাদের জানা আছে!”

কাপ্তেন আর কাপ্তেনের বন্ধু, দুজনেই অবাক! দুজনেই একটু যেন পিছিয়ে দাঁড়ালেন! আমি অগ্রসর হয়ে বোল্লেম "রবার্ট! তুমি এখানে? বড়ই দুঃখের কথা! আজও তুমি এ অভ্যাস ত্যাগ কর নাই?" কবন্দিম্ আর কেহই নহে, আমারই হতভাগ্য ভ্রাতা রবার্ট, কাপ্তেন্ অম্বলদন সেই থিয়েটর-করা মেয়াদ-খাটা দাগী আসামী তমলিন্সন!

রবার্ট মহাবিরক্ত হয়ে বোল্লে, "মেরি! শত্রু তুমি আমার। আমাকে সকল সুখেই তুমি বঞ্চিত কোত্তে বোসেছ। এসংসারে আমি সুখে স্বচ্ছন্দে থাকি, এটা যেন তোমার ইচ্ছা নয়। এত শত্রুতা কেন তোমার?"

রবার্টের কথায় বড়ই আঘাত লাগ্‌লো। ব্যথিত স্বরে বোল্লেম "রবার্ট! আমি তোমার শত্রু?—এই তোমার বিশ্বাস? হা পরমেশ্বর! এক পিতার সন্তান আমরা, এক শোণিতে আমাদের জন্ম, আমাদের মধ্যে শত্রুতার কথা? রবার্ট! ভাই! এই কথা তুমি বিশ্বাস কোরেছ?"

তমলিন্সন রবার্টের হাত ধোরে গাড়ীতে উঠ্‌লেন। যাবার সময় বোল্লেন "আচ্ছা, থাক তুমি। ভাল করেই আমি তোমাকে শিক্ষা দিব। যেমন সুখে বঞ্চিত কোল্লে তুমি, তার শতগুণ সুখে তোমাকে আমি বঞ্চিত কোর্ব্ব!—কোর্ব্বই কোর্ব্ব!"

গড় গড় কোরে গাড়ী চোলে গেল! কুমরী-দুটি একেবারেই অবাক! মুখে কথা নাই! যেন কলের মুরদ! আশ্বাস দিয়ে, সমস্ত কথা খুলে বোলে, তাড়া তাড়ি বাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেম। বেশী বিলম্ব কোল্লে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে, যদি এই অভিসার ব্যাপার কর্ত্তার কর্ণগোচর হয়, তবে আর রক্ষা থাক্‌বেনা। তাই সকলে তখন তাড়া তাড়ি বাড়ীর দিকেই অগ্রসর হলেম।

সমস্ত কথা খুলে বোলতেই কুমারী বেলী ও কুমারী নিধুয়া, দুজনেই চম্‌কে উঠ্‌লেন! লম্পটের খর্পরে পোড়েছিলেন, সর্ব্বনাশ হয়েছিল আর কি! একবার এই দুরাত্মাদের হাতে পোড়লে আর কি নিস্তার ছিল! এদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ কোরে, ধর্ম্মনষ্ট কোরে পথের ভিকারিণী কোরে ছেড়ে দিত। পিতার গৃহে স্থান হতো না, কেহ বিবাহ কোত্তে চাইত না, কেহ হেসে কথাটি পর্য্যন্ত কইত না। শেষে দাসীবৃত্তি কোরে অথবা তার চেয়েও কোন জঘন্য কাজ কোরে দিন যাপন কোত্তে হতো। কুমারীরা এই সব কথা আন্দোলন কোরে—বুঝে দেখে আমার কতই প্রশংসা কোল্লেন! আমার কৃপায় তাঁরা যে এই মহা বিপদে পরিত্রাণ পেলেন, তাই উল্লেখ কোরে কতই কৃতজ্ঞতা জানালেন।

আমরা বাড়ী এলেম। দরজার চাবী আমার কাছেই ছিল, দরজা খুলে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। যে যার ঘরে শয়ন কোল্লেম। প্রধানা কিঙ্করী এই সব ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেল।

সমস্ত রাত নিদ্রা হলোনা। এই সব ব্যাপার চিন্তা কোত্তেই রজনী প্রভাত। যেমন সুখের আশায় পিতামাতার অজ্ঞাতসারে প্রেমিকের সঙ্গে পলায়ন কোত্তে চেষ্টা কোরেছিলেন, তেমনি ফল পেয়েছেন। সংসারে আজিও ধর্ম্মকর্ম্ম অছে ত; বিধাতা হাতে হাতে অতি স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিয়ে দিলেন, অভিসারিকার পরিণাম।

পঞ্চষষ্টিতম লহরী।



সকের প্রাণ!

আমার যাত্রার দিন উপস্থিত হলো। আমি আমার পূর্ব্ব প্রভুর আশ্রয়ে পুনরায় চাকরী পেয়েছি, এসংবাদ শুনে গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ মাননীয় বুল বা বিবি বুলী কোন আপত্তি কোল্লেন না। আমি যথাসময়ে হার্লসদন প্রাসাদে উপস্থিত হলেম। সেখানকার সকলই আমার পরিচিত! দুর্ভাগ্যচক্রে পোড়ে অনিচ্ছায় এমন সোনার সংসার ছেড়ে গিয়েছিলেম, এখন পুনরায় আবার পুরাতন বন্ধুগণের সন্মিলনে পরম সুখী হলেম। আমার ঘরেই আমি থাকলেম। আমার সমস্ত দ্রব্যাদি লেডী কলমন্থনা যত্ন কোরে রেখেছিলেন। আমি যেখানে যেটি রেখে গিয়েছিলেম, সেই সব জিনিস ঠিক সেই সেই স্থানেই আছে, দেখ্‌লেম। আমি আমার পুরাতন ঘরে প্রবেশ কোরে বড়ই আনন্দিত হলেম। সুখের দিন সুখে সুখেই অতিবাহিত হতে চোল্লো।

আমি এখন লেডী কলমন্থনার সহচরী। সর্ব্বদাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকা, গল্প পরিহাস করা, লেখা পড়া, এই নিয়মেই থাকি। অবসর পেলে সূচের কাজও হয়। একদিন লেডী কলমন্থনা একখানা উপন্যাস পোড়্‌ছেন, পাশে বোসে আমি একটি সূচের কাজ কোচ্চি, এমন সময় লেডী দ্বিবনপত্রা তাঁর ঘ্যান্‌ঘেনে প্যান্‌ পেনে মেয়ে দুটিকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। আমরা যথেষ্ট খাতিরযত্ন কোরে বসালেম। অনেক কথাবার্ত্তা হলো। আমার সূচীকর্ম্ম দেখে মেয়েরা নাকীসুরে কতই প্রশংসা কোল্লে! তারপর থিয়েটরের কথা। লেডী দ্বিবনপত্রা বোল্লেন "নূতন একদল থিয়েটর এসেছে, সখের থিয়েটর। বড় বড় ঘরে তারা বেশ মানসম্ভ্রম পেয়েছে। দলের সকলেই বড় বড় ঘরের ছেলে মেয়ে! শ্রীমতী কলদশদল হাইল্যাণ্ডে এই সখের থিয়েটর দিয়েছিলেন, তাঁতে তাঁর বড় মান সম্ভ্রম হয়েছে। লেডী বুগশঠও সেই রকম একটা নাম কিন্‌তে চান, তবে তাঁর স্থানাভাব। বাড়ীতে স্থান কম। তবে চেষ্টায় আছেন। তোমরাও নাকি একটা সকের থিয়েটর কোত্তে মনস্থ কোরেছ? তাই শুনেই আমার আসা। এক জন লর্ড বা লেডী যাতে

সম্মান পান, সে নামসম্ভ্রমে অন্যান্য লর্ডলেডীরা কেন বঞ্চিত থাকবেন ? আমি ত বলি, তোমাদের করাই চাই। খরচ পত্র দিবেন, লেডী বগশঠ।

লর্ড বাহাদুর এসে উপস্থিত। লেডী দ্বিবনপত্রার সহিত অনেক কথার পর থিয়েটরের কথা পাড়া হলো। লর্ড বাহাদুর সম্মত হলেন। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, লেডী কলমন্থনারও এতে সম্মতি আছে। লর্ডবাহাদুরের আর কোন আপত্তি রইল না। লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "এতে আমার অমত নাই। স্থানও এখানে প্রচুর আছে। ভোজনাগারে প্রায় পাঁচ শ ভদ্রলোকের স্থান হবে, কোন অভাবই নাই। তবে আমাদের থিয়েটরের আর আর সকলে যাঁদের যাঁদের এতে যোগ দিবার ইচ্ছা আছে, তাঁদের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক, বিষয়ও ত একরকম স্থিরই আছে। সেক্ষপীরের কোনও এক খানি নাটকই অভিনয় করা যাবে। এখন সংবাদ দিবে কে ?"

দ্বিবনপত্রা বোল্লেন "সে ভার আমার ! এসব কাজে আমার বেশ উৎসাহ আছে। বিশেষ অন্যান্য লর্ড-লেডীরা যখন কোরেছেন, তখন আমাদের তা না কোল্লেই বা মান থাক্‌বে কেন ? টেক্কা দিতে হবে। ভাল অভিনয় হওয়া চাই। আমি তবে এখন আসি।" লেডী দ্বিবনপত্রা প্রস্থান কোল্লেন।

বিকেলেই সকলে হাজির ! বেশী বেশী উৎসাহ হয়েছে কিনা, তাই এত তাড়াতাড়ি সকলেই এসে উপস্থিত। লেডী দ্বিবনপত্রা, তাঁর কন্যাদ্বয়, বিধবা বগশঠ আরও প্রায় ১০।১২ জন স্ত্রীপুরুষ এসে উপস্থিত হলেন। লর্ড বাহাদুর সকলকেই সমাদরে বসালেন। বহু পরামর্শের পর—অনেক তর্ক বিতর্কের পর, থিয়েটর করাই স্থির হলো। লর্ড বাহাদুর একাকী সমস্ত ব্যয়ভার বহন কোর্ব্বেন। কোন্ বিষয় অভিনয় হবে, তা এখন স্থির হলো না, সেটি পর দিনের জন্য রইল। এসব কথা লেডী কলমন্থনার মুখে শুনলেম।

লেডীকে বড়ই যেন দুঃখিত দেখ্‌লেম। কোথায় এই নূতন আমোদে কতই তিনি আমোদিত হবেন, কতই আনন্দিত হবেন ; তাঁর বাড়ীতে থিয়েটরের আয়োজন, তিনিই তার কর্ত্রী, অথচ সে দিকে তাঁর অধিক যত্ন দেখ্‌লেম না। সন্দেহ হলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপনার এই বিষণ্ণ ভাবের কারণ" ।—

বাধাদিয়ে লেডী বোল্লেন "তাই আবার জিজ্ঞাসা কর মেরী ? ছেলে মানুষ তুমি ; মনের সব ভাব তুমি আজও ত বুঝ্‌তে পার না। আচ্ছা বল দেখি, শত্রুকেও মিত্র বোলে ভাবা যায়, এমন শত্রু কে ? তুমি হয়ত তা জাননা। আমিই তার উত্তর দি, সে শত্রু কৃতঘ্ন প্রেমিক। ক্লাভারিং আমার সেই শত্রু। পরম শত্রু সে আমার, কিন্তু তবুও সে এ থিয়েটরে নাই ভেবে আমার কোন কার্য্যেই উৎসাহ হচ্ছে না। যদি সে থাক্‌তো, তাহলে দেখ্‌তে মেরী,

আমি কত আনন্দের সহিত এই থিয়েটরে যোগ দিতেম। আমার হৃদয় ভেঙে গেছে, স্বামীর সোহাগআদরে বুঝি তা নিরাময় হবার নয়।"

"ক্লাভারিংকে এর মধ্যে কোথাও দেখেছেন কি?"

"সামান্য দেখা। একদিন পথে যেতে যেতে দেখা। সে ঘোড়ায়, আমি গাড়ীতে; এই মাত্র! হায়; যদি আর না দেখ্‌তেম, দেখা যদি না হতো, তা হলে যেন ছিল ভাল।"

অনেক বুঝালেম, কিন্তু লেডীর মনে আর শান্তি দেখা গেলনা। বিধবা বৃদ্ধা দ্বিবনপত্রার এই বৃদ্ধবয়সে যে উৎসাহ, আমাদের লেডীর সে উৎসাহের শতাংশের একাংশও দেখ্‌লেম না। লেডী দ্বিবনপত্রার বয়স যতই কেন হউক না, তাঁর যথার্থই সকের প্রাণ।

ষট্‌ষষ্টিতম লহরী।

সকের দলের বিধান ব্যবস্থা।

দিনের পর দিন গত হলো। থিয়েটরে সেক্ষপীরের কোন্‌ নাটক অভিনীত হবে, তার আর স্থির হলোনা। নিত্যনিত্যই এই সকের দলের সভ্যগণ সভাগৃহে সমবেত হন, ৩।৪ ঘণ্টা তর্কবিতর্ক হয়, সন্ধ্যার সময় সকলেই আপন আপন বাড়ী প্রস্থান করেন, তবুও স্থির আর হয় না।

এদিকে সমস্তই প্রস্তুত। বিস্তীর্ণ ভোজনাগারের অন্যান্য দ্রব্য সরান হয়েছে। দেওয়ালের ছবি, ঘরের টেবিল চেয়ার, সব অন্য ঘরে রাখা হয়েছে। থিয়েটরী ধরণে আবশ্যকীয় সরঞ্জামে ভোজনাগার সজ্জিত হয়েছে, এদিকে সমস্তই ঠিক; কিছুরই অভাব নাই, যে অভাব এখন নাটকের।

সভা ভঙ্গ হলো। এক এক কোরে সমস্ত গাড়ীগুলিই গড়গড় কোরে গাড়ী বারান্দা হতে বেরিয়ে গেল, আমি প্রতি মুহূর্ত্তে লেডীর আগমন প্রতীক্ষা কোরে রইলেম। প্রত্যহই সভাভঙ্গের পর আমার ডাক পড়ে, আজ এত বিলম্ব কেন? সন্দেহ হলো। অধিকতর ব্যাকুল হলেম! প্রায় একঘণ্টা পরে প্রধানা কিঙ্করী এসে লেডীর আদেশ জানালে। আমি দ্রুতপদে তাঁর আপন ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। গিয়ে দেখি, লেডী পূর্ব্বের মত ম্রিয়মাণ হয়েই আছেন। বড়ই বিষণ্ণ ভাব। কি হয়েছে ভেবে, কারণ জিজ্ঞাসা কাল্লেম। লেডী বোল্লেন "আজ সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে। সেক্ষপীরের চারখানি নাটক

প্রথমে স্থির হয়। মাকবেত, হামলেট, রমিওজুলিয়েট, আর ওথেলো। রমিও জুলিয়েট আর হামলেট অভিনয়ে প্রথমেই সকলের অমত হয়; লেডী দ্বিবনপত্রা মাক্কবেত্তেও অমত প্রদর্শন করেন। তিনিটি ডাইনীর অংশের অভিনেত্রীর অভাবে অগত্যা সেটি ত্যাগ করা হলো। বাকী থাক্‌লো, ওথেলো। ওথেলো সর্ব্ববাদীসম্মত উৎকৃষ্ট নাটক। সকলেরই ওথেলোর প্রতি অধিক অনুরাগ; করি কি, আমাদেরও তাতে মতদিতে হলো।"

ওথেলোর নাম শুনে গায়ে কাঁটাদিয়ে উঠ্‌লো। মনের মধ্যে যেন একটা দুর্ঘটনার চিত্র আপনা আপনি অঙ্কিত হয়ে গেল! আগ্রহে ভয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "নাটকের কোন্ কোন্ অংশ আপনাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে?"

"তাতেই ত সর্ব্বনাশ!" লেডী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "তাতেই ত আরও সর্ব্বনাশ! আমার জন্য দেসদিমনা আর লর্ডবাহাদুরের জন্য ওথেলোর অংশ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। মেরি! আমার প্রতি ঈশ্বর প্রতিকূল। তা না হলে আমি এমন কোরে অপদস্থ হব কেন! সামান্য তামসিক নাটকের চরিত্রে আমার স্বভাব অঙ্কিত; আমি যে দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি, আমার সেই ভয়ানক ভয়ানক কার্য্যের পরিণাম! এই থিয়েটরে অন্য সকলের আমোদ হবে, কিন্তু আমি বুঝি মেরি, এই থিয়েটরচক্রে জীবন হারাব! অভিমানে হয়ত আমি মরেই যাব! লেডী দ্বিবনপত্রা কেনই যে ওথেলো নাটক স্থির কোল্লেন, তাও জানিনা। ঈর্ষাপরবশ হৃদয়ের দারুণ বিষে আমি বুঝি দগ্ধ হলেম!"

লেডী কলমন্থনার কাতরতা দেখে আমার আরও কষ্ট হলো। কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "লর্ডবাহাদুর ত এ প্রস্তাবের মধ্যে ছিলেন না! কৌশলে আপনাকে অপদস্থ করা—আপনার কৃতকার্য্যতার পুরস্কার দেওয়ার এই অভিনব পথ, তাঁর দ্বারা ত আবিস্কৃত হয় নাই?"

"নানা, মেরি! তাতে আমার বিশ্বাস নাই। তাঁর চরিত্রে সে দোষ নাই। আমিই দোষী, দুশ্চরিত্রা পাপিণী আমি! তাঁর ভালবাসার প্রতিদান আমার দ্বারা সম্ভবে না। এত ভালবাসা কতজনে বাসে? কোন্ স্বামী স্ত্রীর প্রতি এত সদয়? স্ত্রীর সমস্ত দোষ পরিহার কোরে কোন্ স্বামী আবার সেই দুশ্চারিণীকে হৃদয়ে স্থান দেয়? কার স্বামী আমার স্বামীর ন্যায় এমন দয়ালু, এমন সদাশয়, এমন মহানুভব? সে চিন্তা কোরোনা মেরী! আমার কর্ম্মফলেই কেবল এই সব বিড়ম্বনা ঘোট্‌ছে। পাপের শাস্তি ঈশ্বরই দিয়ে থাকেন, তাতে লর্ড বাহাদুরের অপরাধ কি!"

কাজটা কিন্তু ভাল হয় নাই। এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অভিনয় কতদূরে দাঁড়াবে, কতদূরে এই নাটকের যবণিকা পতিত হবে, তা ঈশ্বর জানেন। আমি কিন্তু বেশ বুঝলেম, আমার সামান্য বহুদর্শন যেন আমাকে স্পষ্ট স্পষ্ট দেখিয়ে দিচ্ছে, সেক্ষপীর

এক ওথেলো লিখে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে গেছেন, আবার এই নূতন সকের থিয়েটরে আর এক ওথেলো অভিনীত হবে; এর কীর্ত্তি কিরূপে এবং কতদিনে কি প্রকারে স্থায়ী হবে, তা ভগবান জানেন। তবে সেটি নির্জ্জীব কথার বাঁধুনীতে বাঁধা, আর এটি দেদীপ্যমান সজীব ছায়াছবি। সজীব ওথেলো-দেস্‌দিমনার অভিনয়ের পরিণাম, চিন্তার বিষয় বটে।

লেডীর বিশ্বাস, এই নাটক স্থির করার মধ্যে লর্ডবাহাদুর নাই। সভাভঙ্গের পর স্ত্রীপুরুষে অনেক কথা হয়েছে। তার মধ্যে সে ভাব প্রকাশ পায় নাই। স্ত্রীপুরুষে কথাবার্ত্তার জন্যই যথাসময়ে লেডী আমাকে আহ্বান কোত্তে পারেন নাই।

রাত্রে আপনার ঘরে এলেম। ওথেলো তিনচারবার আমি পোড়েছি, আবার নূতন কোরে একবার পোড়তে সাধ গেল। আমার কাছে পুস্তকালয়ের অবারিত দ্বার, পুস্তকালয় হতে ওথেলো এনে পোড়তে বোস্‌লেম। ওথেলো সেক্ষপীরের একখানি প্রথমশ্রেণীর নাটক। ইহার প্রতিপত্রে স্বর্গীয় চিত্রের সমাবেশ! অপূর্ব্ব নাটক।

ওথেলো হাব্‌সী। কাল রং!—বয়সেও বৃদ্ধ! মোটা ঠোঁঠ! কদাকারের একশেষ! ধনের মধ্যে সৈন্যবিভাগের ছোট খাট একটি চাকরীর সামান্য বেতন; গুণের মধ্যে জলযুদ্ধে ও অশ্বযুদ্ধে তাঁর বিশেষ দক্ষতা, তুর্ক-বিনিশ সমরে তাঁরই বিজয় নিশান আগে উড়ে ছিল! এই তাঁর কীর্ত্তি। যুদ্ধবিগ্রহের পর ওথেলো বিনিশে এলেন। সেখানে তাঁর সম্মানের ত্রুটী হলোনা। ওথেলোর আয়াগো নামে একটি অধঃস্তন কর্ম্মচারী ছিল, তাঁর সহকারীর পদশূন্য হলে আয়াগো সেই পদের প্রার্থী হয়। কিন্তু কাশিও নামে আর একটি পরম সুন্দর যোদ্ধৃ যুবক আয়াগো অপেক্ষা বহুগুণে অলঙ্কৃত ছিলেন; ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘনে ওথেলো অসমর্থ হলেন; তিনি অগত্যা আয়াগোকে প্রত্যাক্ষাণ কোরে কাশিওকে সেই পদে নিযুক্ত কোল্লেন। আয়াগোর হৃদয়ে হিংসার আগুণ জ্বোলে উঠ্‌লো। আয়াগো ওথেলোর ছিদ্রানুসন্ধানে সেই দিনই ব্যাপৃত হলো। গুণের কিছু লোপ পায়না। কুরূপ ওথেলোর জগৎ বিখ্যাত গুণের কথা শুনে পরমাসুন্দরী দেসদিমনা সুন্দরী তাঁকে পতিত্বে বরণ কোল্লেন। দেসদিমনা বড় ঘরের কন্যা, বিবাহ গোপনে হলো। পাছে দেস্‌দিমনার পিতা সকল আশা বিষাদে পরিণত করেন, পাছে এই বিবাহে তিনি অমত করেন, এই জন্যই এই গোপন বিবাহ!

রোড্‌রিগো ধনবানের সন্তান, যুবা বয়স, শুশ্রী, তিনি দেসদিমনার ভুবনমোহিনীরূপে মুগ্ধ হলেন। বিবাহের প্রস্তাব কোল্লেন, দেশদিমনার পিতার সম্মতি হলো, কিন্তু দেশদিমনা অনিচ্ছা প্রকাশ কল্লেন। আয়াগো এই সন্ধান, অনুসন্ধান কোরেই বার কোল্লে। কুটীল হৃদয় আয়াগো রোডরিগোর সহিত সম্মিলিত হয়ে দেসদিমনার পিতাকে তার কন্যার এই অবৈধ-প্রণয়ী ওথেলোর অসামান্য স্পর্দ্ধা সবিস্তারে সালঙ্কারে বর্ণন কোল্লে, পিতার হৃদয়ে রোষ

বহ্নি প্রজ্বলিত হলো ! তিঁনি এই অনর্থের প্রতিবিধান কর্ব্বার জন্য বিনিশরাজের আশ্রয় গ্রহণ কোল্লেন। দেশদিমনা ধর্ম্মাধিকরণে তাঁর অপরিসীম ভালবাসা, অভ্রান্ত বিশ্বাস অকপটে বর্ণন কোল্লেন। হিতে বিপরীত হলো! অভাগিনীর হৃদয়ের কথা পিতা বুঝলেন না, রাজা বুঝলেন না, অতি নৃশংস ভাবে ওথেলো নির্ব্বাসিত হলেন। তুর্কিরা এতদিন কেবল ওথেলোর ভয়ে নীরব ছিল, এই প্রশস্ত অবসরে বিনিশ রাজ্য বিধ্যস্থ কোরে আপনাদের বিজয়পতাকা স্থাপন কোল্লে। বিনিশরাজ্য শক্রর হস্তগত হলো।

ওথেলোর বীরত্ব জগৎ বিদিত। কুচক্কে পোড়ে সাইপ্রসে তিনি নির্ব্বাসিত হোলেন, দেসদিমনা স্বামীর অনুগামিনী হলেন। কপটতা অসাধারণ! যে আঁয়াগো ওথেলোর এই দুর্দ্দশার মূল, ওথেলো সেই নরপাংশুল আয়াগোর প্রতি যথাসর্ব্বস্ব ও দেশদিমনার রক্ষা ভার অর্পণ কোল্লেন। রোড্‌রিগোর পাপবাসনা তথনো পরিতৃপ্ত হয় নাই। সেও সাইপ্রসে উপস্থিত। কোন অব্যক্ত দোষে দোষী কোরে কাশিও ও আয়াগোর মধ্যেও কলহ-বহ্নি প্রজ্বলিত কোরে দিলেন। রোডরিগো, কাশিওকে সন্মুখ সমরে আহ্বান কোরে, আহত হলেন। ওথেলো প্রকৃত তত্ব অবগত না হতে পেরে কাশিওকে তিরস্কার কোল্লেন।

আয়াগো কাশিওকে দেসদিমনার শরণ গ্রহণ কোত্তে পরামর্শ দিলেন। কাশিও দেশদিমনার আশ্রয়য়ের জন্য প্রত্যহ তাঁর নিকট যাতায়াত করেন। ওথেলোর যে এক খানি উৎকৃষ্ট রুমাল দেশদিমনাকে উপহার দিয়েছেন, কুচক্রী আয়াগো সেই রুমাল কাশিওর নিদ্রিতাবস্থায় তার উপধানের নীচে লুকিয়ে রেখে, ওথোলর সন্মুখে তার কৃতঘ্নতার পরিচয় দেয়। দেশদিমোনা যে কাশিওর প্রেমে মুগ্ধ, একথা আয়াগো সালঙ্কারে ওথেলোর নিকট বর্ণন করে। প্রণাধিকার এতাদৃশ অবৈধ ব্যবহার শ্রবণে মুহূর্ত্তের জন্য ওথেলো যেন উত্তপ্ত হলেন। তথনি পরীক্ষা কোল্লেন। আয়াগোর কথায় কোন সন্দেহই রইল না। দেশদিমনার সর্ব্বনাশ! কুটিলের কুচক্রে পোড়ে দেশদিমনা বিনাদোষে দোষী হলেন। প্রিয়তম ওথেলোর হস্তে জীবন অর্পণ কোরে অনন্তপথে প্রস্থান কোল্লেন।

ওথেলো বুঝতে পাল্লেম, তিনি বিনাদোষে প্রিয়তমার প্রাণবধ কোরেছেন। আয়াগোও রোড্‌রিগো সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই তিনি জানলেন। তথন হতভাগ্য ওথেলো আত্মহত্যা কোরে জীবন নাটকের শেষ অংশ পূর্ণ কোল্লেন! সেক্ষপীর এই ঘটনা অবলম্বনে এই অপূর্ব্ব নাটক রচনা কোরেছেন!

ওথেলো আর লর্ড বাহাদুর, দেশদিমনা আর লেডী, প্রায়ই এই স্বভাবের। ঘটনা চক্রে উভয় চরিত্রের অনেকাংশ এক! আবার অভিনয় অংশও ঠিক ঠিক তাই। এসব অবস্থা চিন্তা কোরে বড়ই ভয় হলো! এই অভিনয় ক্ষেত্রে কোন মন্দ ঘটনা হবে না ত ?

ক্লাভারিং এই সকের দলে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। নিমন্ত্রণ হয়েছে; তিনিও এই দলের একজন। লেডী এখন কি তবে সুখী হয়েছেন? না! এতেও তাঁর আর সুখ নাই। মনে কত রকমই ভাবনা আসছে, সে সকলের মধ্যে বেশী বেশী মনে পোড়ছে, এই সকের দল।

অষ্টষষ্টিতম লহরী।

ওথেলো।

থিয়েটরের দিন সমাগত! নূতন প্রস্তুত রঙ্গভূমি উপযুক্ত সজ্জায় সুসজ্জিত। রাত ৮টায় অভিনয় আরম্ভ হবে। যাঁরা হার্লসদন পরিবারের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাঁরা সন্ধ্যার সময়েই সমাগত হলেন। সকের দলে যাঁরা যাঁরা নাটকের অংশবিশেষ অভিনয় কোর্ব্বেন, তাঁরা ত সমস্ত দিনই ব্যস্ত! ৭টার সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আস্‌তে আরম্ভ কোল্লেন। একটুই কোরে হার্লসদন প্রাসাদের সম্মুখের প্রশস্তক্ষেত্র যুড়ীগাড়ীতে পূর্ণ হয়ে গেল। সমাগত ভদ্রলোকের সংখ্যা অনুমান পাঁচশত! সব বড় বড় লোক নিমন্ত্রিত হয়েছেন, বড় লোকের নিমন্ত্রণ রক্ষা কোত্তে কেহই ত্রুটি করেন নাই। সকলেই এসেছেন। ক্লাভারিংও এসেছেন। পানভোজনের আয়োজন হয়েছে। নিমন্ত্রিতেরা আহারাদি কোরে যথাস্থানে উপবেশন কোল্লেন। আমাদের জন্য পৃথক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। স্থানটি পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা। আমি, জমিমা, আরও দুই একটি আমাদের শ্রেণীর স্ত্রীলোক সেই পর্দ্দা ঘেরা স্থানে আসন গ্রহণ কোল্লেম।

ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হলো। তার পর আবরণ পট উত্তোলন হলেই প্রথম দৃশ্য! বিনিশের রাজ পথ! কাশিও এবং রোড্‌রিগোর অংশ দুইজন সেক্ষপীরের মর্ম্মজ্ঞ অভিনেতা কর্ত্তৃক অভিনীত হলো। তার পর দ্বিতীয় দৃশ্য! বিশ্বাসঘাতক আয়াগো, তৎপরে ওথেলো। লর্ডবাহাদুর ওথেলোর অংশ অভিনয় কোর্ব্বেন, স্থির হয়েছে। লর্ড বাহাদুর রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। অতি চমৎকার সাজেই তিনি সুসজ্জিত হয়েছেন। ঠিক হাব্‌সীর পোষাকে তাঁকে যেন হাবসী বোলেই বোধ হ'চ্চে।

আয়াগোর কুটিল চক্রে দেস্‌দিমনার পিতা বিনিশের রাজার নিকট দরখাস্ত করেছেন! এসংবাদ সর্ব্বত্রই রাষ্ট্র হয়েছে। এমন কি, ওথেলো যে এই দুষ্ক্রিয়ার শাস্তিস্বরূপ নির্ব্বাসিত হবেন, তা পর্য্যন্ত লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। এই সময় সংগোপনে ওথেলো দেস্‌দিমুনায় সাক্ষাৎ।

ওথেলো।—হায় প্রিয়ে !, কি দিব সান্ত্বনা !

করাল বিপদরাশি মুর্ত্তিমান হয়ে নাচিতেছে চক্ষের সম্মুখে ;
বিপদের করবাল ঝুলিতেছে' দুলিতেছে মাথার উপর,
কখন হানিবে শিরে—কেমনে, কে জানে ?
প্রিয়তমে ! প্রাণাধিকে !
কেন তুমি এ অধমে শান্তির পাদপ ভাবি
আশ্রয় লইলে তার জ্বালাময় উত্তপ্ত ছায়ায়—
আশান্তি বিষাদ যার ছায়ারূপে ফিরে সাথে সাথে ?
কেন তুমি আঁকিলে বিনোদ ছবি
অভাগার পাষাণ পাষাণময় হৃদয় মাঝারে ?
কেন প্রিয়ে, প্রেমের সরসী মাঝে—
স্থাপিলে এ বিরহের মরুভূমি নির্জন নিরস ?
হৃদয় তোমার শান্তি প্রীতি প্রেম-দয়া-করুণার ভূমি ;
কেন বা রোপিলে তথা অশান্তির কণ্টকতরুরে,
নৈরাশ্য হতাশ যার ফল ফুল, উদ্বেগ মুকুল ?
কাজ নাই দুরাশারে পুষে প্রিয়ে হৃদয়-পিঞ্জরে !
ভেঙে ফেল খাঁচা, মুছে ফেল নয়নের মোহ ;
উড়ে যাক্ আশা-পাখী—
নিরাশার শূন্যমাঝে অবাধে অচিরে !

দেসদিমনা সকাতরে হৃদয়ের আবেগ—প্রাণের ভালবাসা বর্ণনা কোল্লেন, ঘণ্টা ধ্বনিতে পট পরিবর্ত্তন হলো।

পরদৃশ্য বিনিশের ধর্ম্মাধিকরণ। রাজা, দেশদিমনার পিতা, ওথেলো, কাশিও, আয়াগো, রোডরিগো, দেশদিমনা, সকলেই উপস্থিত। রাজা ওথেলোকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাস্তেন; কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি ওথেলোর নির্ব্বাসন আজ্ঞা প্রচার কোল্লেন। ওথেলো নতজানু হয়ে করযোড়ে বোল্তে লাগ্লেন,—

মহারাজ !
আজি জন্মশোধ বিদায়—বিদায় !
এতদিন পিতৃরাজ্য জ্ঞানে,

'প্রাণপণে রাজ্যহিত করেছি চিন্তন,
আজি তার শেষ !—
দেশ্‌দিমনা ! প্রাণেশ্বরি !
গোপনের সময় এ নয় !
কি আর বলিব প্রিয়তমে,
হৃদয়কানন মাঝে যে ফুল ফুটাতে প্রিয়ে,
করেছিলে যত্নবারি আশায় সিঞ্চন ;
আজি তার শেষ !—
যার তরে জীর্ণজরা হৃদয় তোমার,
জীবন-তরঙ্গে প্রিয়ে যারে লয়ে ভেসেছিলে উৎসাহে আদরে,
আজি তার জীবনের শেষ !—
হৃদয়-মন্দিরে যারে রেখেছিলে প্রিয়ে,
গেঁথেছিলে জীবনের মত, আজি তার শেষ !—
আসি তবে।
আসি তবে হৃদয়ের লতা ! বাসনার আশা ! জীবনরে উষা !
বিপদের ধৈর্য্য ! প্রিয়ে, বিষাদে সান্ত্বনা !
আজি এই সভাতলে, শেষ দেখা তোমায় আমায় !
অভাগার সুখের বাসনা, দরিদ্র সম্বল, সুষুপ্তির সুখস্বপ্ন,
ভেঙ্গে গেল প্রিয়ে চিরদিনের মতন !
তোমায় আমায়, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বন্ধন,
আজি তার জন্মশোধ—আজি তার শেষ !

এ বক্তৃতা অমানুষী। লর্ডবাহাদুর যে ভাবে ওথেলোর অংশ অভিনয় কোচ্ছেন, কোনও দক্ষ অভিনেতাই তেমন্ দক্ষতার সহিত অভিনয় কোত্তে পারেনা।

আবার পট পরিবর্ত্তন। ওথেলো নির্ব্বাসিত ! প্রেমভিখারিণী মর্ম্মপীড়িতা দেশদিমনা, একাকিনী—পর্ব্বতশিরে !

পাষাণ !

কি বুঝিবে মরম বেদনা মোর প্রাণের যাতনা !

কঠিন তোমার দেহমন,
তুমি কি বুঝিতে পার ব্যথিতের হৃদয়বেদন ?
উঁদাসীন তুমি ;
জগতের কঠিনকঠোর বুকে ধরে—
ত্রিকালের সাক্ষীরূপে উন্নতমস্তকে আছ সগর্ব্বে দাঁড়ায়ে,
তুমি কি বুঝিবে বল পতিতের দারুণ পতন ?
দিবানিশি নৈত্রজলে সিঞ্চিয়া মহীরে অশ্রুনদী করিনু স্‌জন,
তবু নাহি দয়া—তবু নাহি মায়া—
মুছালে না আঁখিজল, ঘুচালে না প্রাণের বেদন !

দেশদিমনার অংশ অভিনয় কালে লেডীর স্বর কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে !—যেন তিনি বড় ভয়ে ভয়ে অভিনয় কোচ্ছেন। আবার সে ভয় যেন ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে ! ক্রমে আরও কত পট পরিবর্ত্তন হলো।—ওথেলো দুরাচার আয়াগোর কুটিলতায় মুগ্ধ হলেন,—দেশ-দিমনার চরিত্রে সন্দীহান হলেন,—প্রাণান্তক যাতনায় অধীর হয়ে ওথেলো যেন উন্মাদ হলেন। ওথেলো মর্ম্মযন্ত্রণায় অধীর ! রজনী তৃতীয় প্রহর, তখনও নিদ্রা নাই ! ওথেলো চিন্তার গভীর সাগরে নিমগ্ন !—ওথেলোর ওষ্ঠপুট হতে উচ্চারিত হলো,—

ভ্রান্তি ?—মানবের নিত্যসহচর !
প্রণয়ে বিভ্রম ?—পদে—পদে পলে পলে—পলকে পলকে !
প্রকৃতি-সুন্দরী-বক্ষে শিশুর মতন
আনন্দে ঘুমায়ে ছিনু প্রাণের আবেশে,
কেন এ জাগ্রৎ স্বপ্ন ?—কেন যাপি নিদ্রাহীন নিশা,
ভ্রমের আবর্ত্তে পড়ে কাতরে বিষাদে !
এই কি সংসার !—ছি ছি !—এই কি প্রণয় !
মুদে আসে দিনের আলোক সাঁঝের বিষাদময় ছায়,
হিমমাখা বিরামের বুকে কোলাহল নিঝুমে মিশায় ;
শ্রান্ত ক্লান্ত জীবদল আবেশের মাঝে চুপ্‌চাপ্‌ নীরবে ঘুমায়,
কেন জাগি, কেন কাঁদি, প্রাণ কেন করে হায় হায় !
উড়ে যায় গগণের পাখী, বয়ে যায় সন্ধ্যা-সমীরণ,
প্রাণ মোর উড়ে যেতে চায়, যেথা সেই বাল্য-উপবন।

প্রণয়ের জ্বালাময় পাগলের খেলা, আর কেন প্রেমিকের সাজে ?
লুকাইতে চায় প্রাণ, বাল্যস্মৃতি—বাল্যপ্রেম, বালকের ধুলাখেলা মাঝে।
কুড়াইয়ে জীবনের ফুল, যার তরে গেঁথেছিনু মালা ;
পরাইতে প্রতিমার গলে, হয়ে গেল দশমীর ভরা সন্ধ্যাবেলা !
মুদে এল ফুলের পাঁপড়ী, ফুল সব হলো অশ্রুময় ;
সুখের বিনোদছবি মোর, মিশে গেল দেখিতে দেখিতে—
সীমাহীন অশান্তির ছায়াহীন আকাশের গায় !

এবার সেই দৃশ্যে। যে দৃশ্যে, ওথেলো প্রাণাধিকা দেশদিমনাকে হত্যা করেন,এ সেই দৃশ্য।

সাইপ্রস প্রাসাদ।

দেশদিমনার শয়নকক্ষ।

দেশদিমনা নিদ্রিত—অদূরে প্রাসাদ-বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত,
ধীরপদে ওথেলোর প্রবেশ।

ওথেলো।—এই তার কারণ !
মোহ মায়া—ভালবাসা—কর্ত্তব্যের পথে কণ্টক প্রাচীর !
এখনই প্রাণ যার উড়ে যাবে, হৃদয় পিঞ্জর হতে চিরদিন তরে ;
তার প্রতি মায়া ?—তার প্রতি প্রণয়ের মোহ ?
কেন ?—কিসের কারণে ?

(তরবারি নিষ্কাষণ এবং ক্ষণপরে)

ছিল !—ছিল একদিন।
এই দেহে শোণিতের প্রতিবিন্দু মাঝে,আঁকা ছিল ঐ রূপ অক্ষয়-অক্ষরে ;
কিন্তু এবে,—স্মরণেও অসহ যাতনা।
যাক্, দূরে যাক ; কাজ নাই আর—
মিছে মিছে সুপ্তমায়া—মোহ তন্দ্রা—প্রণয়ের আবেশে জাগায়ে।

(ক্ষণকাল পরে)

প্রাণেশ্বরি, কেন দিলে তাপ !
কেন এ কলঙ্ক কালি মাখিলে বদনে !

(চুম্বন)

এই সময় দেশদিমনার নিদ্রাভঙ্গ হলো। দেশদিমনা আশ্চর্য্যে প্রিয়তমের এই নিদ্রাহীন নিশা জাগরণের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন। ওথেলো উদাসভাবে উত্তর দিলেন,—

এ জীবনে যদি, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে
কোরে থাক পাপ অনুষ্ঠান ; ক্ষমা ভিক্ষা কর—
আত্মনিবেদন কর ঈশ্বর চরণে।

দেশদিমনা আরও অধীর হলেন। ওথেলোর এ উক্তির কারণ অবধারণ কোত্তে না পেরে, সকাতরে বোল্লেন,—

কেন প্রিয়তম, কেন ভাবান্তর!
কেন এ মূরতি তব, কিসের কারণে?

ওথেলো।—কুলটার শাস্তিদান অবশ্য বিহিত।

দেশ।—নারীহত্যা!—কেন নাথ, কেন এ বাসনা?

ওথেলো।—পাপপুণ্য পাগলের প্রলাপ খেয়াল।

দেশ।—বুঝেছি, বুঝেছি নাথ, সর্ব্বনাশ মাথার উপর।
একদিন দাও অনুমতি,
একদিন দাও প্রাণ দান,
এ সন্দেহ করিব ভঞ্জন।

ওথেলো। এখনি।
যে কুলটা স্বামীর হৃদয়ে—
এই—এই—তার যোগ্যপুরস্কার।

(তরবারি আঘাত)

হটাৎ একটা গোল উঠলো। সকলেই তটস্থ! সত্য ঘটনা দেখতে দেখতে একি বিষম নির্ঘাত! রঙ্গমঞ্চে গোল উঠলো! হত্যা! হত্যা হত্যা!

ক্লাতারিং ছুটে এসে বোল্লেন, "কি আর দেখছো? যাও, যাও, শীঘ্র যাও। লেডীর বড় বিপদ! হয় ত তিনি নাই!"

"বিপদ!" বিস্মিত হয়ে বোল্লেম, "বিপদ!"

"দেখবে ত যাও। বিলম্ব করে কেন?" দ্বিরুক্তি না কোরে ছুটে চোল্লেম। তত বিপদ! পায়ে পাখা বেঁধে যেন ছুটলেম। রঙ্গমঞ্চের উপরের ঘর লোকারণ্য! হার্লসদন নিজে নিজে বোল্‌ছেন "আমি উন্মাদ হয়ে গেছি।—জ্ঞান নাই আমার।"



চারিদিক্‌কেই গোল !—সকলেই সেই ঘরে প্রবেশ কোত্তে উদ্যত ! সকলের মুখেই শুনি, লেডী আর নাই ! হার্লসদন তাঁকে খুন কোরেছেন ! সত্য সত্যই খুন ! শুনে যেন আমি অজ্ঞান হলেম। লর্ড বাহাদুর আমোদ কোত্তে গিয়ে শেষে লেডীকে হত্যা কোল্লেন ? যা ভেবেছি, তাই ! টুকি দিয়ে দেখলেম, ঘর রক্তে প্লাবিত ! লেডীর অবস্থা দেখেই ত আমার মূর্চ্ছা !

অষ্টষষ্টিতম লহরী।

বিচ্ছেদের শেষ—।

চৈতন্য পেয়েই দেখলেম, আমি আমার আপন ঘরে আপন শয্যায় শুয়ে আছি। পাশে বোশে সরলহৃদয়া জমিমা আমার শুশ্রূষা কোচ্চেন। আমার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,—মাথা ঘুরচে, অত্যন্ত দুর্ব্বল। চৈতন্য হতেই আমার সব কথা মনে পোড়লো। বুকের মধ্যে যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো! হতভাগিনী কলমন্থনার দুর্ভাগ্যজীবনের দুর্ভাগ্য পরিণাম চিন্তা কোরে যেন আরও ভীত হলেম। দুঃখ হলো। বিশ্বাসই কোত্তে পাল্লেম না। জমিমার দিকে চেয়ে বোল্লেম "জমিমা, আমি কি এ সব স্বপ্ন দেখ্‌ছি ?"

"চুপ কর ! বড়ই অসুস্থ তুমি। বেশী কথা কইতে নিষেধ !"

"না না। আমার আর তেমন অসুখ কিছু নাই। যা যা ঘটেছে, সে সব আমার কাছে যেন স্বপ্ন ! যতক্ষণ সত্য কথা না জানতে পাব, ততক্ষণ আমার পীড়া যাবে না। দয়া কোরে বল তুমি।"

"একটু অপেক্ষা কর। সবই ত শুন্‌তে পাবে। কিছুইত গোপন থাকবে না। তবে আর তাড়াতাড়ি কেন ? এমন শক্ত পীড়া তোমার, আমরা ত ভেবেই সারা হয়ে গেছি। ভয়ে ভয়ে ডাক্তার কলিন্সকে পত্র লিখেছি। আরও একটু দেখে তোমার ভাইকেও পত্র লিখতেম। তোমাকে সুস্থ দেখে আর পত্র লেখা আবশ্যক হলো না। ভালই হলো।"

"কত দিন আমি এখানে আছি ?"

"প্রায় এক পক্ষ। সাংঘাতিক পীড়া হয়েছিল তোমার। জ্বরের উপর বিকার ! কতই প্রলাপ বোকেছ, কতই ছড়িভঙ্গ অসম্বদ্ধ বাক্য তোমার মুখে শুনেছি। যে সব কথা তোমার মুখে স্পষ্ট স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছিল, তার প্রায় অধিকংশ কথাই আমাদের লেডীর উদ্দেশ কোরে। বড়ই ভালবাস্‌তে। তিনিও তোমাকে তেমনি ভালবাস্‌তেন।"

"বাস্তেন!" আগ্রহের সহিত জমিমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "বাস্তেন! এখন আর তবে তিনি কি ভাল বাসেন না? তিনি কি তবে নাই?"

জমিমা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "আমি কি তোমার কাছে মিথ্যা বোলছি? মেরি! ছেলেদের শোকবসন দেখ নাই! আমরা সকলেই তাঁর জন্য শোকচিহ্ণ ধারণ কোরেছি। তোমাকেও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়েছি। চেয়ে দেখ!"

মুহূর্ত্তের জন্য আমি যেন অজ্ঞান হলেম। কি শুন্‌লেম, তা যেন ভুলে গেলেম। আড়ে আড়ে—ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখলেম, সত্যসত্যই আমি শোকচিহ্ণ ধারণ কোরেছি। অধিকতর সন্দেহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "পত্নিঘাতী লর্ড হার্লসদন এখন কোথায়?" লর্ডবাহাদুরকে এমন ঘৃণার সম্বোধন আমি আর কথনো করি নাই।

জমিমা বোল্লেন "তোমার কি বিশ্বাস? বল দেখি, তিনি এখন কোথায়?"

বুঝতে বাকী রইল না। বোল্লেম "আর কোথায়? তিনি এখন নিউ গেটের বন্দিশালে। দুষ্কর্ম্মী নরপিশাচগণের সংখ্যা বৃদ্ধি কোত্তে তিনি এখন কারাগারে! তা আমি জানি! উপযুক্ত বিচার না হলেই দুঃখ। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় ক্লাভারিং কি উপস্থিত ছিলেন?"

"না। লর্ডবাহাদুর সব কথাই ত জানতেন। তিনি বেশ জানেন, ক্লাভারিং তাঁর শান্তিময় জীবন-কাননে বিষতরু। তারই প্রলোভনে প্রলোভিত হয়েই আমাদের কর্ত্রীর এই অকালমরণ! লর্ডবাহাদুর প্রতিশোধ নিয়েছেন, কিন্তু ক্লাভারিং ত তাঁর করায়ত্ব নয়!"

"করায়ত্ব হলে তিনি সে দিকেও এই রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটাতেন। ক্লাভারিং হয়ত সেই ভয়েই এপথ দিয়ে আর হাঁটেন না। 'তা না হলে, এমন একটা কাণ্ড হয়ে গেল, লেডী তাঁর জন্যই জীবন দিলেন, তাঁরই প্রলোভনে নিজের সর্ব্বনাশ বোল্লেন, অথচ তিনি মৃত্যুকালে একবার চোকের দেখাও দেখ্‌লেন না? অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দানও কোল্লেন না? একবিন্দু শেষ নয়নজলে তাঁকে শেষ বিদায়ও দিলেন না! আমি বলি, সেই ভয়েই তাঁর এ পথ বন্ধ হয়েছে।"

"জমিমা! আমার অচৈতন্য অবস্থায় হয়ত কত কাণ্ডই হয়ে গেছে! থানাপুলিশের হাঙ্গাম, লোকজনের গোলমাল, একটা খুব সোরগোল জাঁকাল গোছই তবে হয়ে গেছে! অনেককেই বোধ হয় জবানবন্দী দিতে হয়েছিল?"

"হাঁ। আমাকেও জবানবন্দী দিতে হয়েছিল। আমি সত্যকথাই বোলেছি। মিথ্যা কথা বলায় কাজ কি আমার? আমি বোলেছি, প্রবাস-বাসের সময় স্ত্রীপুরুষে তত সদ্ভাব ছিলনা, কিন্তু প্রাসাদে এসে তাঁরা পূর্ব্বভাব ভুলে গিয়েছিলেন। দুজনেই বেশ সুখে ছিলেন। কোন রকম মনোবিবাদের লক্ষণ দেখা যায় নাই। কেন যে এমন হলো, তা আমি জানি

না। সর্কের থিয়েটার অভিনয় কোত্তে কোত্তে লর্ডবাহাদুর যেন উন্মত্তর মত হলেন, নাটকের ঘটনা সত্যসত্যই কাজে দেখালেন। নাটকের ওথেলোর প্রেতাত্মা তাঁর ঘাড়ে চেপেই যেন এই কাণ্ডটা করিয়েছিল।”

অনেক কথাবার্ত্তা হলো। তার পর জমিমা বোল্লেন “এখন তবে যাই আমি। পাশের ঘরেই আমি রইলেম। আবশ্যক হলেই ডাক্‌বে। এখন তুমি সুস্থ আছ বোলেই আমি শুতে চোল্লেম। একদিন দিনরাত একএক জন তোমার কাছে হাজির থাক্‌তে হয়েছিল।” এই বোলে জমিমা প্রস্থান কোল্লেন।

নিদ্রা কি হয়? এমন ব্যাপার দেখে শুনে—এত ভাবনা চিন্তার মধ্যে, নিদ্রা হয় কি? কত ভাবনাই যে এলো, কত রকম চিন্তাই যে কোল্লেম, তার আর সীমাসংখ্যা নাই! লর্ডবাহাদুর এখন কারাগারে। তিনি যে বৃদ্ধবয়সে এতদিন পরে স্ত্রীহত্যা কোরে কলঙ্কিত হবেন, তা আমার ধারণাই ছিল না। শুনেছেন অনেক দিন, ক্লাভারিং ও লেডী কলমন্থনা সংক্রান্ত ঘটনা, তিনি অনেকদিনই শুনেছেন!—অনেক দিনই তা জানেন। এত দিন সহ্য কোরে—এতদিন কোন কথা উত্থাপন না কোরে অকস্মাৎ তিনি যে তাঁর পুরাতন রাগ নূতন কোর্ব্বেন, পুরাতন পাপের নূতন শাস্তি দিবেন, এতদিন পরে আবার যে তিনি প্রতিশোধ নেবেন, তা কার বিশ্বাস ছিল! কোথা হতে কি কাণ্ড যে হলো, তা ভেবেই পেলেম না। কি কোরেই যে এমন ঘট্‌লো, তাও যেন স্বপ্ন! এই সব ভাবনা ভেবে ভেবে সমস্ত রাত জেগেই কাটালেম।

এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হয়ে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা কোল্লেম। এসব হাঙ্গামার মধ্যে থাক্‌তে আর ইচ্ছা নাই। যত দিন না বেশ সক্ষম হই, ততদিন কোথাও নির্জ্জনে থাকাই আমার বাসনা। জমিমাকে বোলে বাসা স্থির কোল্লেম। হার্লসদন প্রাসাদের গৃহকর্ত্রী বিবি বর্দ্ধনার বিধবাভগ্নীর বাড়ী ভাড়া নিয়ে রইলেম। রসেলষ্ট্রীটে এই বাড়ী। নির্জন বাসের জন্য এই বাড়ীতেই রইলেম।

আমার মত হতভাগিনী আর জগতে দ্বিতীয় নাই। সামান্য দিনের মধ্যেই লেডী কলমন্থনার সঙ্গে আমার জীবনের চিরবিচ্ছেদ!

উনসপ্ততিতম লহরী।

পুরাতনের সহিত নূতন সাক্ষাৎ।

বিবি বর্দ্ধনার ভগ্নী বিবি রিচার্ড! পরম দয়ালু! আমাকে তিনি সমাদরে স্থান দিলেন। বাড়ীটি বড়,—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দোতালা। নীচের তালায় তিনি থাকেন। উপরের দুটি ঘর, একটি বৃদ্ধ ভাড়া নিয়েছেন। তাঁর পরিবারও সঙ্গে আছেন। সহরের কাজকর্ম্ম সেরে তিনি দেশে যাবেন। কিছু দিনের জন্যই তিনি ঘর ভাড়া নিয়েছে। আর দুটিঘরে একটি বিধবা আর তাঁর কন্যা আছেন। কৃত্রিম ফুল তৈয়ার কোরে, তাই বেচে তাঁদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। আর একটি ঘরে একজন নৌ-বিভাগের পেন্সন প্রাপ্ত ব্যক্তির বিধবা থাকেন। অপর ঘরটি আমি ভাড়া নিলেম। বাড়ীর সকলেই সদাশয়!—কোন গোলমাল নাই!

উইলিয়ম, কাস্তিন এবং সারাকে আমার স্থান পরিবর্ত্তনের কথা জানালেম। কি কারণে যে আমি স্থানান্তরিত হয়েছি, সে কারণ গোপন রাখ্‌লেম। চাকরী নাই, আমি অনায়াসেই আসফোর্ডে যেতে পাত্তেম; কিন্তু সহরে থাকৃতেই আমার ইচ্ছা। যত দিন না শরীর বেশ সবল হয়, ততদিন আমি এই সহরে থাকৃতেই মনস্থ কোল্লেম। তাতেই আমার স্থান পরিবর্ত্তনের কথা জানালেম।

তিন সপ্তাহ আমি স্থানান্তরিত হয়েছি। এর মধ্যে জমিমা তিন চার বার দেখা কোরে গেলেন। জুনমাস!—পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার! জমিমা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এলেন। ফিরে যেতে প্রায় ৭টা বেজে গেল। জমিমা তাঁর সঙ্গে একটু যেতে অনুরোধ কোল্লেন। অনেকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে গেলেম। জমিমাকে বিদায় দিয়ে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে এসেছি, রাস্তার আলোকে দেখ্‌লেম, অজেতা! সেই ডাইনীর রাণী,—ডাকাতের সর্দ্দারণী! সেই পরিচ্ছদ, সেই বেশভূষা, সেই মাথায় রুমাল বাঁধা। দেখেই চিন্‌লেম! ছুটে কাছে গেলেম। আমাকে দেখে অজেতা বোল্লেন "মেরী প্রাইস! তুমি এখানে?" তাড়া তাড়ি হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর কোল্লেম "হাঁ! আমি এখন এই 'খানেই আছি। রসেল ষ্ট্রীটে বাসা আমার। আমি তোমাকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই।"

"আমি তা জানি।" একটু হেসে অজেতা বোল্লেন "তা আমি জানি।" বড়ই আমার আশ্চর্য্য বোধ হলো, বিস্মিত হলেম। বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা কোল্লেম "জান তুমি?—আমি তোমাকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোর্ব্ব, তা তুমি জান?"

"জানি।" তখনো অম্লানবদনে অজেতা উত্তরে বোল্লেন "জানি। প্রথম প্রশ্ন, সেই গ্রেহেমের কথা। ইতিপূর্ব্বে যে মূর্ত্তি দেখে তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে, তারই বিষয় তোমার প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, লেডী কলমন্থনার মৃত্যু। তাই ত কথা ?"

আমি অবাক! ইনি কি সর্ব্বজ্ঞ? জ্যোতিষ কি তবে সত্য? আমি বোল্লেম "হাঁ। ঐ প্রশ্নই আমার জিজ্ঞাস্য বটে। তুমি যথার্থই অনুমান কোরেছ। অনুগ্রহ কোরে বল দেখি, ব্যাপারটা কি ?"

"এখানে না।" অগ্রসর হয়ে অজেতা বোল্লেন "এখানে কথা কইবার তেমন স্থান নাই। আমার বাসায় চল। ভয় কি তোমার? একবার যখন গিয়েছ, তখন আর ভয় কি? লোকে যতটা ভয় করে, আমি ততটা ভয়ের নই। আমরা ত জীয়ন্ত মানুষ ধোরে খাইনা!" বুঝতে পেরেছি, অজেতা আমাকে ভালবাসেন। লোক যতই কেন কৃতঘ্ন হোক না, ভাল বাসার পাত্রের অহিত করে, এমন নৃশংস কেহ কোথাও নাই। আশায় ভর কোরে এগলি ওগলি, এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে ঘুরে, আবার সেই বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেম। অজেতা দরজায় ধাক্কা দিতেই নরউডের সেই ছেলেধরা বুড়ী অজেতার মাতা দরজা খুলে দিলেন। দন্তহীন মুখমণ্ডলের গাম্ভির্য্য সপ্রমাণিত কোরে—ক্ষুদ্র চক্ষু বিস্তার কোরে বোল্লেন "একে! মেরী প্রাইস? ভাল আছ ত?" অজেতা বোল্লেন "হাঁ মা! মেরীপ্রাইস ভাল আছেন।" আমরা প্রবেশ কোল্লেম। দরজা আবার বন্ধ হলো। মাতার হাত হতে আলো নিয়ে আমাকে সঙ্গে কোরে আবার সেই পূর্ব্ব পরিচিত ঘরে—যে ঘরে বোসে করকোষ্ঠি দেখিয়ে ছিলেম, সেই ঘরে অজেতা প্রবেশ কোল্লেন। দুজনেই উপবেশন কোল্লেম।

অজেতা বোল্লেন "এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর দিব। তুমি যাকে দেখে অজ্ঞান হয়েছিলে, সম্ভবতঃ তোমার পিতা বোলে যাকে দেখে ভ্রমে পোড়েছিলে, তার নাম গ্রেহেম। আমি যখন অতি বালিকা, তখন হতেই গ্রেহেমকে এই ডাকাতের দলে দেখ্‌ছি; সুতরাং তোমার যে সন্দেহ, তার কোনই মূল নাই। ভ্রম ভিন্ন আর কি হতে পারে! ভ্রমে অনেক দুর্ঘটনাও ঘটে। তার পর লেডী কলমন্থনার হত্যা! তুমি তাঁকে না জানি কতই ভালবাস্‌তে। উপযুক্ত গৃহিনীর উপযুক্ত সহচরী। যদি আমি তোমার প্রভু-পত্নীর হত্যাকারীকে দেখিয়ে দিতে পারি, প্রমাণ দিতে পারি, তবে তুমি তাকে অবশ্যই ত কারাগারে দাও! তার শাস্তিতে তুমি ত আনন্দিত হও!"

"নিশ্চয়! কিন্তু সে সব ত অপর লোকের দ্বারা হয় নাই। লর্ড স্বয়ং তাঁর পত্নীর শোণিতে তাঁর পবিত্র হস্ত কলঙ্কিত কোরেছেন! তিনি এখন কারাগারে। আমি জান্‌তে চাই, কেন তিনি এমন কাজ কোল্লেন।"

"সে অনেক কথার কথা। এখানে তুমি আর বেশী সময় থেকো না। তোমার চরিত্রের

কোনও কলঙ্ক আমি নিজের চেয়েও বেশী কষ্টকর বিবেচনা করি। আর একদিন এসব কথা হবে। সব কথাই তোমাকে আমি শুনাব। আর এক কথা। আমার গণনা সব ঠিক হয়েছে ত? ১লা নবেম্বর তোমার ভালবাসার পাত্র তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন ত? দেখ। জ্যোতিষ মিথ্যা নয়! দেখি তোমার হাত?"

দস্তানা খুলে হাত দেখালেম। বিশ্বাস হলো, জ্যোতিষ মিথ্যা নয়। স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ দেখে অজ্ঞেতা বোল্লেন "বড় অদৃষ্ট তোমার; কিন্তু শনি বক্র বোলে শুভ হতে পাচ্চে না। তোমার অদৃষ্ট-আকাশে কতকগুলি কুগ্রহ আছে, শত চেষ্টায় তোমার সুখের পথে তারা কাঁটা দিচ্চে, কিন্তু পার্ব্বে না! যে দেবতার কৃপায় উন্নতির পথে ছুটে, তাকে বাধা দিয়ে রাখা সহজ নয়; তবে বিলম্ব। আজ না হোক, দুদিন পরে মেরী, তুমি সুখী হতে পার্ব্বে। আহা! কাস্তিনকে তুমি যে ভালবাস, তা স্বর্গীয়! এ ভালবাসার তুলনা নাই! স্বর্গের ছায়া তোমার এই ভালবাসায় প্রতিভাত হয়েছে!

সহাস্যবদনে বোল্লেম "বোধ হয় ঠিক হতে পারে, কিন্তু সে ভালবাসার সংবাদ নিয়ে তোমার আর লাভ কি? স্নেহ ভালবাসা—"

"আমার লাভ? তুমি কি মনে কর, আমি ভালবাসার কোনও ধারই ধারি না? আমি কি তবে মানুষ নই? যে দেহে শোণিত মজ্জা আছে, যে মানুষ মানুষের আকারে গঠিত, সে কি ভালবাসার হাত ছাড়াতে পারে? এজগতে কে কোথায় ভালবাসা ত্যাগ কোরে বেঁচে থাকে! ভালবাসা মনুষ্যজগতের প্রাণ। ভাল না বেসে আমি কি থাকতে পারি! আমিও ভালবাসি!—আজীবন—আমরণ আমি ভাল বাসবো। বাগানে ফুল ফুটে, সূর্য্যের মধুর কিরণে স্নান কোরে হেলে দুলে মনুষ্য জগতে সৌন্দর্য্যবিস্তার করে, সেই কুসুমের সৌরভ সর্ব্বাঙ্গে মেখে লোকের নাকের কাছ দিয়ে পবন যখন ওড়না উড়িয়ে চোলে যায়, কোন্ নাসিকা সে সৌরভের ঘ্রাণ না নিয়ে থাকতে পারে? যখন আমি আকাশের নীল চন্দ্রাতপের দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই নীল সাগরে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারার মালা আমি কি দেখতে পাই না? সে শোভা দর্শনে আমার চক্ষু কি অন্ধ? আমার হৃদয়নিহিত সেই বাসনা-পাখি তখন আমার কাণে কাণে সেই মধুরভাবের ভাবপূর্ণ কথা কি শুনায় না? আমার এই দুর্ভাবনা-শিশির-নিষিক্ত হৃদয়ে যখন সুখসূর্য্য প্রতিভাত হয়, তখন তার মধুর জ্যোতির মধুর উষ্ণতা আমি কি উপলব্ধি করি না? যদি তুমি মনে কর, আমার জ্ঞান নাই, উপভোগের ক্ষমতা নাই, গুণ গ্রহণের প্রবৃত্তি নাই, তবেই তুমি বোলতে পার, আমি ভালবাসা জানি না; কিন্তু যদি তুমি বিশ্বাস কর, আমার প্রাণও অন্য স্ত্রীলোক হতে অভিন্ন, তা হলে? স্ত্রীজাতির গুণগ্রাম হতে আমি ভিন্ন হলে, তুমি বোলতে পাত্তে, আমি প্রণয়ের কিছু

জানি না ; কিন্তু বাস্তবিকই যদি বুঝে থাক, আমি প্রণয়ের সুখভোগের ক্ষমতা রাখি না, তবে ভ্রমে পোড়েছ তুমি। ভালবাসা হৃদয়ের কুসুমকোমল কুসুমকলিকা গুলিকে যখন উন্মেষিত করে, শতচুম্বনে প্রাণের সেই ছোট ছোট প্রবৃত্তিগুলিকে আদর্ করে, প্রাণের ছোট ছোট প্রবৃত্তি লহরী গুলিকে কুলে কুলে আঘাত কোরে কুল্ কুল্ রবে প্রেমের গান গায়, তখন ভালবাসা তার স্নেহের সন্তানদের অমর করে! ভালবাসা, হৃদয়ের আশাদীপের আবরণ উন্মোচন কোরে হৃদয় আলোকিত করে। মেরি, আমি কি ভালবাসার হাত হতে অব্যাহতি পেয়েছি! অনেক কথা, আজ আর কাজ নাই। আর একদিন সব কথা তোমাকে শুনাব। এখন চলো।"

উঠ্লেম। অজেতা আবার বেশপরিবর্ত্তন কোল্লেন। সম্ভ্রান্তবংশের একজন গৃহিণীর বেশে সেজে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। পথে আর কোন কথা হলো না। আমার বাসা পর্য্যন্ত এসে, তিনি বিদায় নিলেন। যাবার সময় বোল্লেন, সত্বরেই আমার পত্র পাবে। তখন অবশ্য অবশ্য দেখা কোরো। তবে এখন বিদায়।"

একি স্বপ্ন!—হাইড পার্ক!

এক সপ্তাহ অতীত, অজেতার কোন পত্র পেলেম না। নিত্য নিত্যই তাঁর পত্রের অপেক্ষা করি,—নিত্য নিত্যই হতাশ হই। তবে কি তিনি ভুলে গেলেন? তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার কালও ত গত হলো,—চিন্তিত হলেম; কিন্তু এ চিন্তায় বেশী দিন চিন্তিত থাক্তে হলো না। পরদিনই পত্র পেলেম; শিরোনামের লেখা দেখেই চিন্লেম। বেশ লেখা!—তিনি যখন লেডী কলমস্থনার উদ্দেশে আমার চরিত্রের প্রশংসা পত্র লিখে দেন, সে লেখা তখন আমি বেশ কোরে দেখেছিলেম। বড় ভাল বোলে বোধ হয়েছিল। মনে করে রেখেছিলেম। এখন পত্রখানি দেখেই চিন্লেম। পত্রে লেখা আছে,—

কল্য রাত্রি ঠিক ৯টার সময় আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব। বলা বাহুল্য যে, আমি কোনও মহাজনের স্ত্রীর পরিচ্ছদ ধারণ করিব, এবং তোমার আহ্বানার্থ আমি "বিবি সিমসেনী" নামের 'নাম পত্র" পাঠাইব, তাহাতেই তুমি বুঝিবে। আমি গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিব, আসিতে অমত করিও না।

তোমার চিরবিশ্বাসী অজেতা।

পত্র পেয়ে আনন্দিত হলেম। সমস্ত দিন এই কথাই মনে মনে আন্দোলন কল্লেম। পরদিন যথাসময়েই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কোরে অজেতার আগমন প্রতীক্ষা কোত্তে লাগ্লেম। দ্বারবান সংবাদ দিলে, বিবি সিমসেনা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছেন। কালবিলম্ব না কোরে তখনি বেরুলেম। গাড়ীতে উঠলেম, গাড়ী বেগে চোল্লো। অজেতাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কোথায় আমরা যাব?" অজেতা বোল্লেন "ভয় কি তোমার? কথা কো'য়ো না—চুপ কর।"

গাড়ী দ্রুতবেগে চোলেছে। রাস্তার পাশের বড় বড় লোহার তারের ঘেরা দেখে বুঝলেম, হাইড পার্ক! গাড়ী থাম্লে আমরা অবতরণ কোল্লেম। গাড়য়ানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে আমরা গ্রসভেনর ফাটকের পাশে অপেক্ষা কোত্তে লাগলেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "এখানে দাঁড়াবার আবশ্যক?"

"কারণ আছে!" গম্ভীরবদনে অজেতা বোল্লেন "একটি লোকের অপেক্ষা। এখনি তিনি আসবেন।" বড়ই সন্দেহ হলো! চেয়ে দেখলেম, একটি স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকটি এসেই রুক্ষ স্বরে বোল্লেন "কি এত প্রয়োজন? অত তাড়া দিয়ে পত্র লিখেছ কেন? এ আবার কে,—মেরি প্রাইস?"

স্ত্রীলোকটি আমার পরিচিত। লেডী দ্বিবনপত্রা! দ্বিবনপত্রা বোল্লেন "এ সব কি রহস্য অজেতা? আমি যে এ সবের কিছুই বুঝতে পাচ্চি না।" আমি বুঝলেম, হার্লসদনের সকের থিয়েটরের ইনিই এক জন গোঁড়া উদ্যোগী। এর দ্বারাই হয়ত লেডীর মৃত্যুর কারণ আমাকে জানাবেন বোলে অজেতার এই কৌশল।

আমরা তিনজনে একত্রে একখানি কাষ্ঠাসনে উপবেশন কোল্লেম। অজেতা বোল্লেন "মাননীয়া দ্বিবনপত্রা, কোন বিশেষ কারণে তোমাকে এখানে আমি আস্তে বোলেছি। আমার নিজের কোন কথা নয়, লর্ড হার্লসদন সংক্রান্ত কথা। এ সব রহস্য আমি মেরীকে জানাব বোলে আশা দিয়েছি।"

দ্বিবনপত্রা যেন শঙ্কুচিত হলেন! সভয়ে বোল্লেন "তা আমি মেরীকে দেখেই বুঝতে পেরেছি। আমি—আমি আবার তার কি জানি? আমি—না—কিছুই ত—ত আমি জানি না।"

অজেতা বোল্লেন "আর গোপন কর কেন? এমন সময় রাত্রে রাত্রে এই বাগানে লর্ড হার্লসদনের সঙ্গে তোমার অনেক যুক্তি পরামর্শ হয়ে গেছে। আমি গোপনে সে সব দেখেছি,—সবই আমি শুনেছি,—সবই আমি জানি।"

"বল কি?" বিস্মিত হয়ে দ্বিবনপত্রা বোল্লেন "বল কি অজেতা, তুমি সে সব শুনেছ? সর্ব্বনাশ আর কি! তা তুমি কি জান্তে চাও?"

"বোলবে আর কি ? আমি না জানি কি ? লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে তোমার পরামর্শ—আর কিছু যদি থাকে, সে বহুদিন হতে চলে আস্‌ছে। সে সব ভয়ানক ভয়ানক পরামর্শ আমি সব জানি, সবই তুমি বল। গত রাত্রের পূর্ব্বরাত্রে এই বাগানের উত্তরধারে লর্ড বাহাদুরের সঙ্গে সে সব কথা হয়েছে, তাও আমি জানি। লেডীর মৃত্যুর কারণই তুমি। তুমিই থিয়েটরের মূল,—তোমার কৌশলেই লর্ডবাহাদুরের এই কলঙ্ক ! তুমিই থিয়েটরের প্রস্তাব কর, তুমিই বিষয় স্থির কর। ওথেলো অভিনয়, কেবল তোমার কথাতেই হয়। আমি সব জানি। তুমিই ক্লাভারিংকে নিমন্ত্রণ কোত্তে পরামর্শ দাও। তুমিই ক্লাভারিংকে নিমন্ত্রণ কোরে আনাও। তুমি দ্বিবনপত্রা, লর্ডবাহাদুরকে মোহিনীচক্রে ফেলে তুমিই ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও। বিধবা বিবাহ করাতে—লেডী কলমন্থনার পরিবর্ত্তে তোমাকে হৃদয়ের অধিশ্বরী কোত্তে লর্ডবাহাদুরকে তুমিই বাধ্য করিয়েছ। নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য, তুমি লেডী কলমন্থনার সর্ব্বনাশ কোরেছ ! ক্লাভারিঙের ঘাড়ে দোষ চাপাতেই কি তাকে তুমি নিমন্ত্রণ কোরিয়েছিলে ? এখন সে সব কৌশল তোমার কোথায় ? সকলেই তোমরা পাপী !—আমি সব কথা জানি।"

দ্বিবনপত্রা কাঁপতে লাগলেন ! কাঁপা কাঁপা—ভাঙ্গা ভাঙ্গা আওয়াজে বোল্লেন "তা—তা সবই সত্য।—সত্যই সব। আমি বড়ই ভয় পেয়েছি ! মেরি ! আমাকে তুমি ক্ষমা কর। জানি বটে, আমি লর্ডবাহাদুরের ষড়যন্ত্রে ছিলেম, তাঁকে ভালবাস্‌তেম,—কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের আমি কিছুই জানি না। লর্ড নিজে——"

"দ্বিবনপত্রা, আত্মদোষ ঢাক্‌বার জন্য অন্যকে বিপাকে ফেল না ! তোমার কথাই তুমি কেন বল না।" রেগে রেগে আজেন্তা এই কথা কয়েকটি বোল্লেন। দ্বিবনপত্রার আরও যেন ভয় হলো ! তিনি যেন বেশী বেশী ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পোড়লেন ! অজেতার হাতখানি ধোরে, কাঁদো কাঁদো মুখে বোল্লেন "আমি তোমার শরণাগত, আমাকে রক্ষা কর তুমি ! এ সব কথা প্রকাশ হলে আমি মারা যাব। আমার এই কলঙ্কের কালি মেখে আমার বয়স্থা কন্যা দুটি কোন সমাজেই মুখ পাবে না, এককালে একটি পরিবার ধ্বংস হবে। রক্ষা কর তুমি।" অজেতা কথা কইলেন না। পিশাচিনী দ্বিবনপত্রা আমার দিকে চেয়ে—আমার হাত ধোরে বোল্লেন "মেরি ! আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমার প্রভুপত্নীর মৃত্যুর সমস্ত অপরাধ ভুলে যাও।—তুমি আমাকে বাঁচাও।"

হতভাগিনীর কাতরতা দেখে বড়ই দুঃখিত হলেম। দ্বিবনপত্রা ভয়ানক কাজ কোরেছে !—এক্ জনের জীবননাশের ষড়যন্ত্র কোরেছে ! তবুও তার কাতরতা দেখে দুঃখিত হলেম। অভয় দিলেম। বোল্লেম "আমি আপনার কথা গোপনে রাখতে চেষ্টা কোর্ব্ব। জানি আমি, প্রকাশ হলে আপনার নিজের ও কন্যার, সকলেরই অপমান; কিন্তু ঘৃণায় ক্ষোভে

যখন মনে হয়, আপনি আমার প্রভু পত্নীর——” আর বোল্‌তে পাল্লেম না। কণ্ঠরোধ হলো! কতক্ষণ পরে বোল্লেম “লর্ড হার্লসদন বিনাশাস্তিতে কখনই অব্যাহতি পাবেন না। যদিও দেশের সমস্ত লোক তাঁর প্রাণ ভিক্ষা করেন, তবুও তাঁর অব্যাহতি নাই। তাঁর জীবন আর কত দিন!”

“কার পদশব্দ?” অজেতা চমকিত হয়ে বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বোল্লেন “যার এ পদশব্দ, সে সবই ত শুনেছে!” সকলেই ভীত হলেম! চেয়ে দেখলেম, যথার্থই একটি লোক। লোকটি আমাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো—ক্লভারিং।

ক্লাভারিং বোল্লেন “মেরি! তুমি কি ভাব, লর্ড হার্লসদন অব্যাহতি পাবেন? না না, তা কখনই সম্ভব নয়। জীবন যাবে তাঁর! যদি এদেশে আইন থাকে, অন্ততঃ যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তাঁর আইনও লর্ড হার্লসদনকে ভোগ কত্তে হবে। একটি যুবতী, ভালবাসার পুতলিকে হত্যা—না না, কখনই তিনি অব্যাহতি পাবেন না। সত্য তিনি অবিশ্বাসিনী ছিলেন,—কিন্তু তিনিও কি সেই দোষে দোষী নন? লর্ড হার্লসদনই কি তাঁর স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস রেখেছেন? আর তুমি—তুমি লেডী দ্বিবনপত্রা, শত্রু তুমি; তুমিই কি নিরাপদে থাকবে?” গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে এই কয়েকটি কথা বোলে ক্লাভারিং দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। অজেতা অবাক! দ্বিবনপত্রা ভয়ে আড়ষ্ট!—আমারও মুখে কথা নাই! তিনজনেই আমরা অবাক! তিনজনেই জ্ঞানশূন্য! তিনজনেই যেন অচৈতন্য!—একি স্বপ্ন!

একসপ্ততিতম লহরী।



জন্মের মত বিদায়।

ক্লাভারিং প্রস্থান কোল্লেন। ক্লাভারিং যে সব কথা প্রকাশ কোরে গেছেন, তিনি যে সব ভয়ানক ভয়ানক ষড়যন্ত্রের উল্লেখ কোরে ভয় দেখিয়ে গেছেন, তাতেই দ্বিবনপত্রার চৈতন্য হরণ কোরেছে! দ্বিবনপত্রা ভয়েই আড়ষ্ট! অজ্ঞান! অচৈতন্য! অনেক চেষ্টা কোরে—শুশ্রূষা কোরে দ্বিবনপত্রার চৈতন্য দিলেম। চৈতন্য পেয়েই বোল্লেন “মেরি! অজেতা! গেছেন তিনি? ক্লাভারিং চোলে গেছেন? তবে আমার গতি কি হবে?—কি কোরে [illegible] এ বিপদে পরিত্রাণ পাব?—এই বারেই আমি গেলেম। এই বারেই আমার জীবন [illegible] হলো। পাপিনী আমি, আমার প্রায়শ্চিত্তের সময় হয়ে এসেছে!

কিন্তু লোকলজ্জায় আমি যাই যে! মেরি! অজেতা! তোমরা আমাকে অভয় দিয়েছ, রক্ষা কোর্ব্বে বোলেছ, সেই প্রতিজ্ঞা এখন রাখ তোমরা। ক্লাভারিংকে ডাক, আমার জীবন রক্ষার জন্য তাঁর অনুগ্রহ ভিক্ষা কর। অভাগিনীর প্রাণ ভিক্ষা চাও!" বড়ই কষ্ট হলো। আমরা বেরুলেম। অজেতা আমার সঙ্গে। আমাদের ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ছিবনপত্রা সেই বাগানেই অপেক্ষা কোর্ব্বেন, স্থির রইল।

ক্লাভারিং গ্রসভেনর ষ্ট্রীট দিয়ে বেরিয়ে গেছেন। আভাসে বুঝলেম, তিনি হার্লসদন প্রাসাদেই আছেন। চোল্লেম দুজনে। বেশী দূর ত নয়, অতি নিকট। প্রাসাদের ফটক খোলা ছিল, প্রবেশ কোল্লেম। প্রবেশ কোরেই বারান্দায় ক্লাভারিংকে দেখতে পেলেম। সন্দেহ ঘুচে গেল।

বিরক্ত হয়ে ক্লাভারিং বোল্লেন "তোমরা আবার এখানে কেন? এখানে তোমাদের কি প্রয়োজন? কেন তোমরা আমার সংকল্পে বাধা দিতে এসেছ?"

আমি বোল্লেম "মহাশয়! আপনি কি এ বিষয়ের সত্য প্রমাণ পেয়েছেন?"

"প্রমাণ!" ক্লাভারিং ঘৃণাপূর্ণ স্বরে—উত্তেজিত কণ্ঠে বোল্লেন "প্রমাণ? প্রমাণ না পেয়ে কে কোথায় এমন কাজে হাত দিতে যায়! তুমি কি আমাকে শিখাতে এলে নাকি!" তার পর অজেতার দিকে চেয়ে বোল্লেন "অজেতা! যাও তুমি।"

আমি বোল্লেম "আমরা একটি কথা কইতে চাই। অনুমতি দিন।"

"আচ্ছা তাই হবে। এস তুমি।" ক্লাভারিংয়ের সঙ্গে নির্জ্জনগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। যে ক্লাভারিং ঘরে এলে বুক কাঁপতো, মুখ শুকাতো, আজ সেই ক্লাভারিংকে নিয়ে নির্জ্জন ঘরে এলেম। অনুরোধ কোরে বোল্লেম "যা হবার তা ত হয়েই গেছে, আর এ সম্বন্ধে আপনি কোন গোল কোর্ব্বেন না।"

ক্লাভারিং বিকট হাস্য কোল্লেন! হেসে বোল্লেন, "ছেলে মানুষ! তোমার বুদ্ধি কি? হার্লসদন যে কাজ কোরেছে, তার শাস্তি অবশ্যই দেওয়া চাই। হার্লসদন যদি কোনও দৈব বলে শত সহস্র জীবন পায়; আমার প্রতিজ্ঞা, আমার হাতে সেই সহস্র জীবনের একটিও অব্যাহতি পাবে না। গেরপ্তার করাব,—আমি সেই জন্যই এসেছি। এখনি সেই পাষণ্ডের সাক্ষাৎ পাব। এখনি পুলিশে নিয়ে যাব। এবার আর জামিন দিলে খালাস নাই।"

"তাতে আপনারও ক্ষতি। আদালতে কোন কথাই অপ্রকাশ থাকবে না। আপনি লেডী কলমন্থনার উপপতি, আপনার ঔরসে তাঁর সন্তান, সে সন্তান প্রকৃত পিতার নামে পরিচিত না হয়ে লর্ড হার্লসদনের নামেই পরিচিত হ'চ্চে; যখন তারা এসংবাদ পাবে, ভেবে দেখুন, তাদের মনে তখন কি হবে! তারা সমস্ত জীবনই অতি কষ্টে কাটাবে। পরিচিত পিতা বা সত্যপিতা, কোনও পিতারই তারা আশ্রয় পাবে না। যদিও পায়,

তাহলেও সমাজে তারা ত মুখ পাবে না। ভেবে দেখুন, এতে আপনারই কি মুখ উজ্জ্বল হবে? আপনিই বা কি বোলে লোকের কাছে মুখ দেখাবেন?"

"তাতে আমি ভয় করিনা। আমি যা কোরেছি, তা আমি অকপটে স্বীকার কোত্তে পারি। তবে ছেলেদের বিষয়ই এখানে বিবেচনার কথা। দেখি, কি হয়।"

কথা শেষ হতে না হতেই লর্ড বাহাদুর গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। আর সে শ্রী নাই। দুমাসেই তিনি যেন তাঁর বয়সের দ্বিগুণ বৃদ্ধ হয়ে পোড়েছেন। মুখশ্রী বিবর্ণ! আমাদের দেখেই বোল্লেন "ক্লাভারিং!—মেরী প্রইস! তোমরা এখানে কেন? আমার দুর্গতি দেখতে এসেছ বুঝি?"

ক্লাভারিং বোল্লেন "ঠিক তা নয়! আমোদ দেখতে আমি আসি নাই। আমি জান্‌তে এসেছি, আপনি এখন কেমন আছেন!"

"কেমন আছি! এ রহস্য কেন তোমার? তুমি আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ, তোমার জন্যই আমার এই মনস্তাপ। আমার ভাগ্যে তুমি শনি হয়েছ। আমার সর্ব্বনাশ কোরে—আমার মাথা নীচু করিয়ে—শেষে আমি কেমন আছি, তাই বুঝি দেখতে এসেছ; কিন্তু জেনে রাখ, আমি এর প্রতিশোধ নিতে ক্রটি কোর্ব্বনা। আমি ত মজেই বোসেছি, আমার ত সর্ব্বনাশের সুত্রপাতই হয়েছে, তোমাকে আমি একটু শিক্ষা দিব।"

"নিজে আগে শিক্ষা করুন। বেশী বেশী তেজ দেখাবেন না। আমি আপনাকে ভয় করিনা। আমি সব জানি। লেডী দ্বিবনপত্রার সঙ্গে পরশু রাত্রে হাইডপার্কের পরামর্শ, আমি সব জানি। স্ত্রীঘাতীর উপযুক্ত শাস্তি দিতে আমি কখনই কুণ্ঠিত হব না। স্বীকার করি, লেডী কলমহনা আমার হৃদয়েশ্বরী, তিনি সম্মুখে আপনার স্ত্রী বোলে পরিচয় দিলেও আমারই তিনি; আমি তা স্বীকার করি। আমার হৃদয়ের অধিশ্বরী—আমার ভালবাসার পুতলি, তাকে তুমি নষ্ট কোরেছে,—প্রাণে মেরেছ, আমি তার কি প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়ব মনে কর?"

"জান তুমি সব!" কাতর হয়ে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে লর্ড বাহাদুর বোল্লেন "জান তুমি, জান তুমি সব! শুনেছ তুমি সব! তবে আর উপায় নাই। তুমি এখন চাও কি তবে? আমাকে কি তুমি পুলিশের হাতে দিতে চাও? আমার জীবন নিতে চাও তুমি?"

"না। আপনার জীবন অক্ষয় হোক। জীবন নষ্ট করি, তত নীচ প্রবৃত্তি আমার নয়। আপনি সহর ছেড়ে যেতে প্রস্তুত আছেন?"

"আছি।"

"এখনি?"

"এই দণ্ডে!"

"এক দিন দুদিনের জন্য নয়, এই রাত্রেই এখনিই আজীবনের জন্য প্রস্থান করুন। কেহ জানবে না, শুনবে না, আপনি কোথায় আছেন।"

"আমি তাতেই প্রস্তুত। চোল্লেম তবে। 'জন্মের শোধ বিদায়।'" আমার দিকে সজলনয়নে চেয়ে হতভাগ্য লর্ড হার্ল সদন বোল্লেন "মেরি! তোমাদের সঙ্গে এই আমার জন্মশোধ বিদায়।"

প্রাণের মধ্যে যেন কেঁদে উঠলো। অজ্ঞাতে চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হলো। লর্ডবাহাদুর দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। পশ্চাতে ক্লাভারিং, তার পশ্চাতে আমি।

বেরিয়ে যচ্চি, দ্বারবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ। দ্বারবান বোল্লে "জমিমাকে ডেকে দিব কি? তাঁরই কাছে আজ রাত্রে থাক তুমি। তিনি শুয়েছেন, ডেকেই দিই'না কেন?"

আমি বোল্লেম "না, আমার বিশেষ আবশ্যক। লর্ড বাহাদুর এই রাত্রেই সহর ছেড়ে যাবেন, কাল সকালেই আমি জমিমার সঙ্গে দেখা কোর্ব্ব।" এই বোলে প্রস্থান কোল্লেম।

দ্রুতপদে বাগানে এলেম। লেডী দ্বিবনপত্রা তখনো আমাদের অপেক্ষায় বোসে আছেন। সমস্ত কথা জানালেম, বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। শেষে বোল্লেম "আপনি আমার সঙ্গে অসুন। আমাকে বাড়ীতে রেখে যাবেন। একা এত রাত্রে যাওয়া, ভাল দেখায় না। এই উপকারটি আপনি করুন।" লেডী সম্মত হলেন। রাস্তার এক খানা ভাড়াটে গাড়ী ভাড়া কোরে রসেলষ্ট্রীটের বাসায় এলেম। লেডী আমাকে পৌঁছে দিয়ে, প্রস্থান কোল্লেন।

শয়ন কোল্লেম; কিন্তু নিদ্রা হলোনা। লর্ড বাহাদুরের সজলনয়ন—বিষন্নবদন যেন চোকের সম্মুখে দেখতে লাগলেম। কর্ণে তাঁর মত আওয়াজে কে যেন বোলতে লাগলো "মেরি! তোমাদের সঙ্গে এই আমার, জন্মশোধ বিদায়।"

ত্রিসপ্ততিতম লহরী।



আত্মহত্যা!

অনেক রাত্রে শুয়েছিলেম, উঠতে বেলা হলো। উঠেই দেখি, একজন বেহারা এক খানি পত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে। অজেতা এসেছেন;—সাক্ষাৎ করার জন্য অপেক্ষা কোচ্ছেন; বড়ই লজ্জিত হলেম! তখনি সঙ্গে কোরে আন্‌তে আদেশ দিলেম। অজেতা এলেন। বিষন্নবদনে অজেতা কোল্লেন "মেরি! আর এক কথা শুনেছ? কাল রাত্রে লর্ড হার্ল সদন আত্মঘাতী হয়েছেন!"

শুনেই ত আমি অবাক! লর্ড বাহাদুর শেষে আত্মঘাতী হলেন! যে পাপটুকু বাকী ছিল, আত্মঘাতী হয়ে শেষে সেই পাপ পূর্ণ কোল্লেন? শুনে আমার যেন প্রাণ উড়ে গেল! অজেতা বোল্লেন "বিষ খেয়ে মোরেছেন! সেই পাড়ারই একজন লোকের মুখে শুনে এলেম, মিথ্যা কথা নয়। কাল যে আমরা তাঁর বাড়ী গিয়ে ছিলেম, সে কথা যেন প্রকাশ না হয়। সাবধান কোত্তেই আমি এসেছি।"

"বুঝলেম। আমার দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হবার ভয় নাই। আমি একটি বিষয় জানতে চাই। তোমার পরামর্শ মতেই কি ক্লাভারিং কাল বাগানে গিয়েছিলেন? তোমার আদেশেই কি আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি সব কথা শুনেছেন?"

"না। তিনি আপনিই এসেছিলেন। তোমার হয় ত অবিশ্বাস হবে না। আমরা যে দলের লোক, ডাকাত আমরা, মিথ্যা কথাই আমাদের সর্ব্বস্ব, একথা আমি স্বীকার করি; কিন্তু তোমার কাছে আমি মিথ্যা বলি নাই। এখন তবে আমি আসি।" আজেতা বিদায় হলেন।

এখনো হাত মুখ ধোয়া হয় নাই। সকালেই এক কাণ্ড, অবসর কোথায়? হাতমুখ ধুয়ে, চা খেয়ে বোসেছি, এমন সময় জমিমার পত্র পেলেম। পত্রে লেখা আছে,—

প্রিয়তমে!

আজ তোমাকে বড় দুঃখের কথা জানাইতে হইল। লর্ড বাহাদুর নাই! তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন। যত শীঘ্র পার, আমার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করিবে। দ্বারবানের মুখে শুনিলাম, তুমি কাল রাত্রে এখানে আসিয়াছিলে এবং তাহাকে তুমি বলিয়া গিয়াছিলে, প্রভাতেই আমার সহিত দেখা করিবে। যাহাই হউক, আমি তোমার আসা পথ চাহিয়া রহিলাম। ইতি। তোমারই—

জমিমা।

কালবিলম্ব কোল্লেম না। তখনি হার্লসদন প্রাসাদে উপস্থিত হলেম। এরই মধ্যে প্রাসাদের আর তেমন শ্রী নাই! জিনিসপত্র সাজসরঞ্জাম সবই আছে। এক লর্ড ও লেডীর অভাবে, সেই সুবিশাল পুরী যেন খাঁ খাঁ কোচ্চে! ভাবতেই চোকে জল এলো। দ্বারবান আমাকে দেখেই বোল্লে "মেরি, এসেছ তুমি! আমি ত তখনি বোলেছিলেম, একটা দুর্ঘটনা হবে! এখন তাই ঘোটেছে। উপরে যাও, জমিমা তোমার জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন।"

দ্রুতপদে উপরে উঠ্‌লেম। ক্লাভারিঙের কাছে লর্ডবাহাদুর সম্মত হয়েছিলেন, তিনি চিরদিনের জন্যই বিদায় হবেন, লর্ডবাহাদুর তাঁর প্রতিজ্ঞা বিধিমতেই রক্ষা কোল্লেন। চিরদিনের মতই গেলেন তিনি।

জমিমা ছেলে তিনটিকে নিয়ে বোসে আছেন। বড়ছেলে ৭ বৎসরের, সে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে, তাদের সুখের দিন ফুরিয়ে গেছে। মেজটির বয়স ৬ বৎসর, জ্যেষ্ঠের রোদনে সেও কেঁদে আকুল। ভাই দুটিকে কাঁদতে দেখে তিন বৎসরের বেলাও কেঁদে কেঁদে সারা হয়ে গেছে। ছেলেদের কাঁদতে দেখে আমারও চোক ফেটে জল বেরুলো। জমিমা বোল্লেন "মেরি! সর্ব্বনাশ হয়েছে! লর্ড বাহাদুর আত্মঘাতী হয়েছেন! রাত ১২ টার সময় তাঁর সহচরকে বিদায় দিয়ে কি লিখ্‌তে বসেন। এক ঘণ্টা পরে সহচর ঘরে এসে তাঁকে দেখ্‌তে না পেয়ে, নীচের ঘরে তাঁর অনুসন্ধানে আসে। সেখানে না পেয়ে আবার উপরে যায়। শেষে—অনুসন্ধান কোত্তে কোত্তে শেষে দেখা যায়; একখানি সুখ-পর্য্যঙ্কে লর্ড বাহাদুর পোড়ে আছেন। প্রথমে সহচর ভাবে, লর্ড বাহাদুর নিদ্রামগ্ন, তার পরই তাঁর চেহারা দেখে স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারে, তিনি আর নাই! তখনি বাড়ীতে একটা হাহাকার পোড়ে গেল!—ডাক্তার আন্‌তে লোক গেল। ডাক্তার আসার বহুপূর্ব্বেই জীবন গেছে;—সবই নিস্ফল হলো! নিকটেই ছোট একটি শিশি পাওয়া গেল, তাতে লেখা আছে—বিষ! তাতেই জীবন নষ্ট হয়েছে। লেখাও তুমি দেখতে পার। যে পত্রখানি তিনি লিখে টেবিলের উপর রেখেছিলেন, এই দেখ, সেই লেখা।

"আমার হতভাগিনী স্ত্রীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! আমি বেশ জানিতেছি, আমি আর বাঁচিব না। যে কয়েক দিন বাঁচিব, তাহা কেবল দুর্ভর জীবনভার বহন মাত্র। বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে আমার জীবনের সুখ চিরদিনের জন্য ফুরাইয়া গিয়াছে। সেই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আমার প্রাণের কলমন্ত্রনা চিরদিনের জন্য আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আমার মতি স্থির নাই, আমি উন্মাদ! জগৎ আমার সম্মুখে যেন অলাতচক্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছে! আমি জানিনা, আমি কি ভয়ানক কার্য্য করিতে অগ্রসর হইতেছি, ঈশ্বর তাঁহার হতভাগা সন্তানকে রক্ষা করুন।

হার্লসদন।

লর্ডবাহাদুরের শেষলিপি পাঠ কোরে বড়ই দুঃখিত হলেম। জীবন-হতভাগ্য সন্তানদের অকুল দুঃখসাগরে ভাসিয়ে লর্ডবাহাদুর চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। এখন তাঁর সন্তানেরা কি অনাথআশ্রমে প্রতিপালিত হবে! রাজার সন্তান তারা, তাদের ভাগ্যে শেষে এই! হা—ভগবান!

লেডী কুশলা লর্ডবাহাদুরের ভগ্নী। ভ্রাতার এই আকস্মিক বিপদে কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি হার্লসদন প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। আমার পরিচয় পেলেন। আমার দর্বি আদালতের কার্য্য উল্লেখ কোরে প্রশংসা কোল্লেন।

বিচার আরম্ভ হলো। জুরী ও বিচারপতির সম্মুখে প্রাসাদের সকলেই জবানবন্দী দিলেন। আহারাদিও হলো। বিচারে তেমন ফল হলো না। সমস্ত বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত কোরে, লেডী ও লর্ড কোশল ছেলেদের সঙ্গে কোরে, তাঁর পল্লি-নিকেতনে যাবেন, স্থির রইল। আমি বাসায় এলেম।

কিছু দিন পরে একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ হলো,—

আত্মঘাতী লর্ড হার্লসদনের মৃত্যুতে আমরা যারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। ইংলণ্ড এতদিনে একটি উপযুক্ত সন্তান হারাইলেন। তিনি প্রেমময়ী পত্নীর প্রেমময় স্বামী, ভৃত্যের নিকট দয়াময় প্রভু, প্রজার একমাত্র বন্ধু, দরিদ্রের আশ্রয়দাতা, জনসাধারণের উপাস্য দেবতা। ১৮১৪ সালের শষ্যআইনে উৎপীড়িত পাঁচ শত প্রজাকে তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির জন্য ইনিই সরকারী প্রধান আদালতে দরখাস্ত করেন। এমন সদাশয় এবং উদারান্তকরণসম্পন্নব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়।"

আবার আর একখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো,—

আত্মঘাতী হার্লসদনের মৃত্যুতে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্বার্থক প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার এমন কোনও গুণ ছিলনা, যাহাতে আমরা তাঁহার জন্য অনুতাপ করিতে পারি। অথবা তাঁহার প্রেতাত্মার জন্য দুই বিন্দু অশ্রুজল উপহার দিতে পারি। মিথ্যা কথা, অত্যাচার, কপটতা প্রভৃতি হার্লসদনের অঙ্গভূষণ ছিল।"

সংবাদপত্রে যাই কেন প্রকাশ হোক না, আমি কিন্তু বড়ই দুঃখিত হয়েছি। বিশেষ হতভাগা সন্তানদের পরিণাম দেখে আরও কষ্ট হয়েছে। হায়! দুটি মাসের মধ্যে হতভাগারা পিতৃমাতৃহীন হলো! একি সামান্য কষ্টের কথা! লর্ডবাহাদুর এত দিন সহ্য কোরে, শেষে শেষবয়সে আত্মহত্যা কোল্লেন! সংসারে যত পাপ আছে, তার মধ্যে প্রধান পাপ কার্য্য, আত্মহত্যা।

ত্রিসপ্ততিতম লহরী।

এ মেয়েটি তবে কে?——সপ্তম অশ্রয়।

ইতিপূর্ব্বে বোলেছি, আমাদের বাসার দোতালায় এক বৃদ্ধদম্পতি থাকেন। পল্লি গ্রামেই বাড়ী, সহরে বিশেষ আবশ্যকের জন্য এসেছেন। এই দম্পতির নাম অন্ত্রবশ্। বিবি অন্ত্রবশা আমাকে বড়ই ভালবাসেন। প্রায়ই তাঁর ঘরে যাই, কথা বার্ত্তা হয়।

এই সামান্য দিনেই এই দম্পতির স্বভাব বেশ জান্‌তে পেরেছি। এই দম্পতি পরস্পর পরস্পরের ছায়া-সহচর! কোথাও যাতায়াতে—কাজকর্ম্মে—পানভোজনে শয়নেস্বপনে পরস্পর পরস্পরের ছায়ার ন্যায় যেন অনুবর্ত্তন করেন। এতে পরস্পরের কোন হিংসা নাই। হিংসার বয়সও নয়। কর্ত্তার বয়স প্রায় ৬০। ৬৫ আর গৃহিণী স্বামী অপেক্ষা ৭।৮ বৎসরের ছোট। গৃহিণীর সর্ব্বদাই ভয়, পাছে তাঁর স্বামী অসুস্থ হন। আর স্বামী ত স্ত্রীর জন্য সর্ব্বদাই কম্পিত! সহরটা যেন বড়দরের একটা গাড়ীর কারখানা! পাছে বৃদ্ধ-স্বামী সেই গাড়ীর কারখানায় মিশিয়ে যান, পাছে রাস্তার হুঁপো গুঁপো শান্ত্রির পাহারাওয়ালা তাঁর স্বামীকে নিয়ে টানা টানি করে, পাছে জুয়াচোরে ঠকায়—গুণ্ডা যণ্ডায় অঙ্গহীন কোরে দেয়, এই ভয়েই বিবি সর্ব্বদা শশাঙ্কিত।

অস্ত্রবশের এক ভ্রাতৃপুত্র বাঙ্গালা দেশের সেনাপতি। তাঁর দুই পুত্র ও স্ত্রী এখন বাড়ীতেই আছেন। সঙ্গে নিয়ে যেতে সুবিধা হয় নাই। কিছু দিনের মধ্যে সেনাপতি প্রধান প্রতিনিধির অধীনে কোনও উচ্চপদ পেয়েছেন। স্ত্রীকে ভারতবর্ষে যেতে লিখেছেন, সুতরাং ছেলেরা এখন তাদের পিতামহ পিতামহীর তত্ত্বাবধানেই থাক্‌বে, সুতরাং একজন ধাত্রীর প্রয়োজন। বিবি অস্ত্রবাশার ইচ্ছা, আমিই তাঁর সেই কার্য্যে নিযুক্ত হই। সম্মত হলেম।

বিবি বোল্লেন "মেরি, তোমাকে আমি ভালবাসি। আমাদের ইচ্ছা, তুমিই আমাদের কাছে থাক। বেশ সুখে থাক্‌বে। সহরের এত গণ্ডগোল সেখানে নাই। আজ আমরা যখন বেড়িয়ে আসি, তখন একটা লোক এত চীৎকার কোরে কি বোল্‌ছিল যে, আমি নিশ্চয়ই বোল্‌তে পারি, সে চোর—"

"আর সেই গাড়ী খানা?" মাননীয় অস্ত্রবশ্ বোল্লেন "আর সেই প্রকাণ্ড গাড়ীখানা? চাপা পোড়ে ছিলেম আর কি?"

"ওহো, আমার তা মনেই নাই। আজ তুমি রাত্রে হাতে পায়ে গরম জলের পটি বেঁধ। পায়ে কি বড় আঘাত পেয়েছিলে?"

"না প্রিয়তমে! বড় হিম। একটু সোরে বোস। বড় ঠাণ্ডা আস্‌ছে।"

বিবি বোল্লেন "তালার ফাঁক দিয়েই এত হিম আস্‌ছে। সাবধান হও। আজ বরং কিছু খেয়োনা। বেশী ক্ষুধা লাগে, একটু বরং সাগু খেয়ো।"

"সাগু? সে বিষ আমি খাব? সাগুতে এত বেশী চিনি থাকে যে, সমস্ত রাত গরমে আমার নিদ্রাই হয় না।"

"নিদ্রা হয় না? কি সর্ব্বনাশ! তা আমি ত জান্‌তে পারি নাই। সাগু ত তবে বড় ভয়ানক জিনিস! এমন বিষ আবার বাজারে বিক্রয় হয়!"

"প্রিয়তমে! বড় হিম্। যদি প্রাণ বাচাতে চাও, অনুরোধ করি, একটু ধোঁয়ে বোসো। সহরটা কি ভয়ানক স্থান। এরই নাম কি সহর, সহরে এত শীত।"

বলা বাহুল্য যে, এখন গ্রীষ্মকাল। তাড়াতাড়ি গলাবন্ধ পাওয়া গেল না, অন্তবশ—তথনি তথনি গলায় ষ্টকিন জড়ালেন। পায়ে গরম জলের পটি লাগানো হলো। এই দম্পতির জীবন যেন কর্পূরের আরক। এই আছে ত এই নাই! এত কোরে জীবন ছুটিকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে।

আমার চাকরী স্থির হলো, কালই সকালে রওনা হবার আয়োজন স্থির রইল।

ভাড়াপত্র চুকিয়ে—জমিমা ও উইলিয়মকে আমার নূতন ঠিকানার বিষয় লিখে, সকালেই রওনা হলেম।

উইন্‌চেষ্টর সহরের এক ক্রোশ দূরে—রাস্তার পাশে একটি প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বাগানবাড়ী। ছোট্ট বাড়ীটি! বেশীলোক জন নাই, জাঁকজামক নাই, কিন্তু বাড়ীখানি যেন স্বভাব সুন্দর! সেই বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী দাঁড়ালো। এত ছোট বাড়ীতে এই খুঁৎখুঁতে দম্পতি যে বাস করেন, তাই ভেবেই আশ্চর্য্য বোধ কোল্লেম। দম্পতি কিন্তু নাম্‌লেন না। বাড়ী হতে একটি আঠার বৎসরের ভুবনমোহিনী সুন্দরী বেরিয়ে এলেন! আহা! এমন ভুবন ভরা রূপ আমি আর কখনও দেখি নাই। চমৎকার সুন্দরী! বিধাতার সৃষ্টি নৈপুণ্যের যেন এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত। সুন্দরী গাড়ীর নিকটে এলেন। গাড়ীবান তাঁর হাতে একটি শক্ত কোরে বাঁধা পুলিন্দা দিয়ে বোল্লে "একশিলিং।" সুন্দরী ভাড়া দিয়ে প্রস্থান কোল্লেন, গাড়ী আবার উইন্‌চেষ্টর সহরের দিকে ছুটলো। সুন্দরীকে হুদণ্ড ভাল কোরে দেখ্‌তে পেলেমনা, বড়ই ছুঃখ রইল! আলাপ কোত্তে পাল্লেমনা, কথা কইতে পেলেমনা, এ আবার আরও ছুঃখ। হৃদয়ে কিন্তু অঙ্কিত কোরে নিলেম, এই ভুবনমোহিণীর ছবি!

সহরের একপ্রান্তে একটি বড়বাড়ীর সাম্‌নে গাড়ী থাম্‌লো। ত্রিশ বৎসর বয়সের ছুটি কিঙ্করী এসে ছেলেদের নিয়ে গেল। প্রভুর আগমনে সন্তুষ্ট হয়ে অভিবাদন কোল্লে। পুরাতন ভৃত্যের এই সানন্দ-অভিবাদন বড়ই মধুর! যেন ভালবাসা মাখা। আমরা গাড়ী হতে নাম্‌লেম। জিনিস পত্র সব নামানো হলো, ভাড়া নিয়ে ভাড়াটে গাড়ী সহরের দিকে চোলে গেল।

আমি কিন্তু তখনো সেই সুন্দরীর কথা ভুল্‌তে পারি নাই। সেই রূপ, সেইই হাসি, সেই মধুরমোহন ভঙ্গি, আমার চোখে যেন লেগে রয়েছে! আপন মনে, মনে মনে কতবারই জিজ্ঞাসা কোল্লেম, এ মেয়েটি তবে কে!

চতুঃসপ্ততিতম লহরী।

ভেল্‌কি! ভেল্‌কি! ভেল্‌কি!

বাড়ীটি অতি পরিষ্কার। যেখানকার যা, ঠিক সেই সেই স্থানেই সেটি আছে! জানালা দরজা সব হিম প্রবেশ করার দায়িত্ব নিয়েছে, সুতরাং তারা পর পর দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ আছে! বেশ সুখের সংসার বুঝ্‌তে পাল্লেম। এই সংসারে আমি বেশ সুখস্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পাব।—আশা হলো।

এক সপ্তাহের পর কান্তিনের পত্র পেলেম। আমি অন্য স্থানে এসেছি শুনে, তিনি বড় সুখী হয়েছেন, তবে আজও আমাকে পরের দাসীবৃত্তি কোরে দিনপাত কোত্তে হ'চ্চে দেখে, তাঁর যা কষ্ট। উইলিয়মেরও পত্র পেয়েছি। সেথানকার সব কুশল। মাননীয় কলিন্সের গৃহকর্ত্রী জেনকে সযত্নে রেখেছেন। সারাও তলাবৎ কুঞ্জে বেশ সুখে আছে। পার্শ্ববল ও অলিনা, তাঁরাও বেশ সুখে আছেন। এতদিন করুণাময়ী কলদারার পত্র পাই নাই, আজ সে পত্রও পেয়েছি। তাঁরা এখন ইতালিতে আছেন। তাঁর পুত্রের শরীর আজও সম্পূর্ণ সারে নাই। তবে সত্বরই আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা আছে। চারিদিকের শুভ সংবাদে একরকম নিশ্চিন্ত হলেম। শুন্‌লেম, জমিমাও লেডী কুশলার সঙ্গে গেছেন। ছেলেদের তত্ত্বাবধানের ভার তাঁরই উপরেই অর্পিত হয়েছে। এসংবাদও অবশ্য সুখের।

১টার পর বিবি অন্তরবশা এলেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন "মেরি! আজ এক তামাসা দেখ্‌তে যাবে? তুমি যাবে, আর দুজন দাসীও যাবে; একজন থাকা চাই? পাচিকাকেই রেখে যাব! বড় চমৎকার তামাসা। এই দেখ তার বিজ্ঞাপন!"

বিজ্ঞাপন খানি নিয়ে বেশ কোরে পোড়ে দেখ্‌লেম! সবই অত্যাশ্চর্য্য! হাসির কথা। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে,—

ভেল্‌কি! ভেল্‌কি! ভেল্‌কি!

জগতবিখ্যাত জাদুকর

কাউণ্ট লেবেবি উইজ্‌ ও কেভেনিয়র পিচেণ্টস্‌

কেবলমাত্র তিনদিনের জন্য একলক্ষ টাকার দায়িত্বে উইঞ্চেষ্টর থিয়েটর ভাড়া লইয়াছেন। কেবল এই তিনদিন মাত্র সময়। সহরের ধনী দরিদ্র, মুটে

মজুর, দোকানী পসারী, ধনী মহাজন, সকলেই অগ্রসর হউন। এমন সুযোগ আর হইবে না।

কি কি তামাসা হইবে শুনুন

১। কাউণ্ট একটি গাধার পিঠে সওয়ার হইবেন। গাধাটিকে এই জন্যই বহুব্যয়ে শিক্ষিত করা হইয়াছে।

২। পিচেণ্টস্ একটি সরল দড়ির উপর শৃঙ্গপদে দিয়া বিনা সাহায্যে শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবেন।

৩। উভয় জাদুকরের অদ্ভুত রণকৌশল! বাহুযুদ্ধ! শূন্যমার্গে ভ্রমণ!

৪। অত্যাশ্চর্য্য ভৌতিকদর্পণে দর্শকগণ তাঁহাদিগের স্বস্ব পতিপত্নী, এমন কি ভাবি পতিপত্নীর পর্য্যন্ত প্রতিবিম্ব দেখিবেন।

৫। একটি হাঁড়ি হইতে এক ঘর জিনিস নির্গত হইবে।

৬। নানাবিধ রূপধারণ ও দর্শকগণের অভিপ্সিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইবে।

৭। গোলকের নৃত্য।

৮। অত্যাশ্চর্য্য ঘণ্টা!—সজীব বলিয়া ভ্রম জন্মিবে।

অন্যান্য ক্রিড়ার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার এ স্থান নহে। অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার দেখিতে আসুন! স্বার্থক বিবেচনা না হয়, দাম ফিরাইয়া দিব।

এ-টি শেষ কথা।

কাউণ্ট বাহাদুর লক্ষপতির সন্তান! পিচেণ্টস্ একজন ধনবানের তনয়। কাউণ্টের স্বদেশে ৬ হাজার বিঘা ভূসম্পত্তি আছে। তাহাতে বাৎসরিক আয় ৮০০০০ আশি হাজার টাকা। এত বিষয় থাকা সত্বেও তিনি এই কার্য্যে হস্তাপণ করিয়াছেন কেন? তাহার কারণ আছে। এই অদ্ভুত বিদ্যা কেবল দেশের নীচশ্রেণীরই উপজীব্য হইয়াছে। ভদ্র সন্তান, ইহাতেও যে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনই কাউণ্ট বাহাদুরের উদ্দেশ্য। অতএব সকলে সহানুভূতি প্রদর্শন করুন।

হেসে আর বাঁচিনা। যা কখন হয় না, হবার নয়, সেই সব বিজ্ঞাপন। আমি বোল্লেম "আমি আর যাব না, আমি বরং ছেলেদের নিয়ে থাকি।"

"নানা, তা হবেনা। তোমাকেও যেতে হবে। গাড়ী ঠিক আছে। টিকিট কিন্‌তে লোক গেছে, যাওয়াই চাই।" বিবি প্রস্থান কোল্লেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরুলেম। বাড়ীর সম্মুখেই সদর রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে চোল্লেম। ছেলেরা দুর্ব্বল। ৭বৎসরের ছেলেটি চেয়ে ৫ বৎসরের মেয়েটি বরং একটু সবল! অধিকদূর গেলেম না। রাস্তার পাশেই একটি বৃক্ষতলে বোসে আছি, এমন সময় রাস্তায় সেই ভুবনমোহিনী সুন্দরী। সুন্দরী রূপের ছটায় পথ আলো কোরে চোলেছেন। পশ্চাতে একটি ছোট ছেলে কোলে, একজন ধাত্রী। মনে কতই সন্দেহ হলো। এমন সুন্দরী কোন বদলোকের কৌশলে পোড়ে বিপন্ন হন নাই ত! কত ভাবনাই ভাবলেম। কথা কইতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু কথা কইলেম না। আমর সম্মুখে বিবি অন্ত্রবশা বা তাঁর স্বামী, কেহই এঁকে মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। হয়ত এর মধ্যে কোন রহস্য আছে। আমিও কথা কইলেম না। তাড়াতাড়ি ফিরে এলেম।

গাড়ী প্রস্তুত! সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। মাননীয় অন্ত্রবশ উপরি উপরি সাতটি বনাতের পিরাণ গায়ে দিয়ে, মাথায় গলায় দশহাত দীর্ঘ ফরমাসী গলাবন্ধ জড়িয়ে, প্রকাণ্ড টুপি মাথায় দিয়ে সেজেছেন! বিবিরও হিমের ভয় আছে। তিনি একখানি মোটা কম্বল নিয়েছেন। জানি কি, রাস্তায় বিপদ আপদ আছে! পাচিকাকে গরম জল প্রস্তুত রাখ্‌বার আদেশ দিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠ্‌লেম।

মাননীয় অন্ত্রবশের জুতা পরিহিত পা দুখানি গাড়ীর পা-দানে ছিল, দেখেই ত বিবি ভেবে সারা! পায়ে এত হিম লাগিয়ে কি কোরে প্রাণ বাঁচবে, সেই ভয়েই—বিবি ভেবে আকুল! গাড়ী এসে থিয়েটরের সম্মুখে দাঁড়ালো; লোকে লোকারণ্য! সহরের এমন লোক নাই যে, এই হুজুক দেখতে আসে নাই। আমরা তাড়াতাড়ি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন কোল্লেম। চেয়ে দেখি, প্রকাণ্ড থিয়েটরের নীচে উপরে লোক ঠাসা!

যথাসময়ে ঐক্যতান বাদন আরম্ভ হলো। সে স্বরে কাণ ঝালাপালা। তার হীন বেহালা. স্পকৃহীন ফুলুট, রীডহীন কর্ণেট, তালি দেওয়া জয়ঢাক; ঐক্যতান বাদ্যের যন্ত্রের ত এই অবস্থা। বাজনাও প্রায় সেই রকম। বেহালার ভৈরবীর গত, ফুলুটে খাম্বাজ, পিক্‌লোতে বেহাগ, এই রকম। থাক, সে সব কথা ত ধর্ত্তব্য নয়। লোক ত আর বাজনা শুন্‌তে আসে নাই, আসল তামাসা দেখা নিয়ে বিষয়।

আবরণ পঠ অপসারিত হলেই দেখলেম, একটি টেবিলের উপর বড় একখানি দর্পণ, আর সেই টেবিলের পায়াতে একটি রোগরুগ্ন গাধা বাঁধা; দড়ি ঝুলান; সব সরঞ্জাম ঠিক! এক, দুই, তিনবার ঘড়ি বাজলেই, রঙ্গমঞ্চের দুই পাশ দিয়ে দুজন জাদুকর উপস্থিত! আমি ত অজ্ঞান!—অবাক্! আমি যেন স্বপ্ন দেখলেম! কতক্ষণ পরে চৈতন্য পেলেম, বেশ কোরে দেখলেম, জাদুকর আর কেহই নয়, সেই বদমায়েস তমলিন্‌সন আর আমার গুণধর ভাই, রবার্ট। এরা যে কি চমৎকার তামাসা দেখাবে, তা বেশ বুঝতে পাল্লেম। এরা যে

ফন্দি এখানে খাটিয়েছে, তাও বুঝতে বাকী থাকলো না। প্রকাশ কোল্লেম না। কতদূর কি হয়, দেখ্‌তে লাগ্‌লেম।

তম্‌লিন্‌সন হাত মুখ নেড়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন। তাতে তাঁদের অমিত বীরত্ব ও ধনের পরিচয় দেওয়া হলো। রবার্টকে লক্ষ্য কোরে বোল্লেন "এই আমার প্রিয়বন্ধু বীরের অগ্রগণ্য! রুস-প্রসিয় যুদ্ধে, ইনি ৭৬বার আঘাত প্রাপ্ত হন। ৫৩টি চিহ্ন অদ্যাপি এঁর দেহে বর্ত্তমান! আত্মপরিচয় দেওয়া অন্যায়, তথাপি কর্ত্তব্যবোধে বোলতে হলো, আমি লক্ষপতির সন্তান; স্বয়ং লক্ষপতি। কেবল তামাসা দেখতে এই সব করা, খরচা মাত্র নেওয়া। তা না হলে যে তামাসা আপনারা দেখবেন, এর তিনগুণ অর্থ না পেলে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক হয় না। ইংরাজলোক বড় ভাল মানুষ। সময় হলে, আমি এই দেশের ভিকারীদের লক্ষ টাকা দান কোর্ব্ব।"

এইমাত্র বোলে বক্তা নীরব হলেন। দুই বন্ধুতে তখন হাত ঘুরিয়ে—নূতন ইংরাজি সভ্যতার রকমারি কায়দা দেখিয়ে অন্তর্হিত হলেন। আবার সেই কাণ ঝালাপালা ঐক্যতান বাদন। আবার পটোত্তলন। আবার দুই বন্ধু এসে উপস্থিত। আবার সেই নূতন সভ্যতা আইনের একটি রকমারি ধারার অভিনয়। আবার সেই হাত মুখ নাড়া অভিবাদনঃ— আবার বক্তৃতা, চারদিকেই গোল! ভাল লোক ভদ্রলোক সব অঙ্গভঙ্গিতে বিরক্তি প্রকাশ কোত্তে লাগলেন, হিস্ হিস্ শব্দ! আর শেষ শ্রেণীর টিকিটধারী মুটেমজুরের দল, তারা সভ্যতার খাতির রাখে না, চীৎকার কোরে তামাসা আরম্ভ কোত্তে অনুরোধ—শেষে আজ্ঞা—সকলের শেষে গাল।

এত গাল; কিন্তু তামাসাওয়ালা জুয়াচোর বন্ধু দুটি আর দর্শন দিলেন না। ক্রমে সেই ঐক্যতান বেজে বেজে নীরব হলো। লোক জন সব মহাবিরক্ত হয়ে গাল দিতে আরম্ভ কোল্লে। আর কত ধৈর্য্য থাকে? দ্রুতপদে থিয়েটরের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় দেখা দিলেন। রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে চীৎকার কোরে বোল্লেন "দর্শকগণ, শ্রবণ করুন! জাদুকর দুটি টাকাকড়ি নিয়ে অন্তর্দ্ধান! বদমায়েস, জুয়াচোর, আমার ভাড়ার টাকা পর্য্যন্ত দেয় নাই। গাধা, আয়না, সব আমি বরাতে ভাড়া কোরে দিয়েছি, সে ভাড়াটাও না দিয়ে, বদমাসের সর্দ্দারদুটো গা ঢাকা হয়েছে। আপনাদের যা হবার তা ত হয়েছে, কিন্তু আমার যে এখন সর্ব্বনাশ! আমি এখন—"

আর শোনা গেল না। গোলমালে হৈ হৈ ব্যাপার! তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে মারামারি, গালাগালি, কিলোকিলি, ঘুঁসোঘুঁসি, বিস্তর হলো! রক্তারক্তি কাণ্ড! আমাদের গাড়ী ১০টার সময় আসার কথা। এখন সবে ৮টা! তবে উপায়? আমাদের জন্য ত বড় ভাবনা নয়, এই হিমে—এই পথ হেঁটে গেলে নিশ্চয়ই এই ভীতদম্পতি ভেবেই আধমরা হবেন! তখনি তাড়াতাড়ি ভাড়াটে গাড়া নিয়ে বাড়ী এলেম।

তমলিন্‌সন আর রবার্ট, এই এক নূতন ফন্দিতে বিস্তর টাকা ঠকিয়ে নিয়ে পালিয়েছে; কিন্তু দিন কি এমনি যাবে! ধর্ম্মের কল কি চিরদিনই স্থির থাকবে! আর সহরের ইতরভদ্র লোকগুলোও কি পাগল! যা হয় না, হবার নয়; সেই সব আস্‌মানী হুজুক দেখতে এত লোক! এত হুজুক! এখন পাড়ায় পাড়ায়, ঘাটে মাঠে, সকলের মুখেই ধ্বনিত হতে থাক্‌বে, "আজব সহরের আজব কৌতুক; সকলেই কথাপ্রসঙ্গে বোল্‌বে ভেল্‌কি! ভেল্‌কি! ভেল্‌কি!

পঞ্চসপ্ততিতম লহরী।

নূতন পরিচয়!—রহস্য প্রকাশ।

ভেল্‌কি তামাসার এক সপ্তাহ পরে আমি রন্ধনশালায় গেছি, পাচিকাতে আর দাসীতে কথাবার্ত্তা হ'চ্চে। পাচিকাকে বোল্‌ছে "আহা! আসুন তিনি। বড় ভাল লোক! কেন যে তাঁর এমন মতিভ্রম হলো, কেন যে তিনি এমন দুঃখের পাথারে ইচ্ছা কোরে ঝাঁপ দিলেন; তা তিনিই জানেন।"

দাসী বোল্লে "তা হোক। এতদিনে অবশ্যই তাঁর সে ঝোঁক কেটে গেছে। মাননীয় কলবন্ধন ত নিতান্ত বোকা লোক নন! বুদ্ধিবিবেচনা আছে, দয়া মায়া আছে, অবশ্যই তিনি সব বুঝতে পেরেছেন। এই দুবৎসরে অবশ্যই তাঁর মনের গতি ফিরে গেছে। আজই ৪টার সময় আসবেন তিনি। আমি তাঁর ঘরটর সব পরিষ্কার কোরে রেখেছি।"

কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। মাননীয় কলবন্ধন, লোকটা কে? এ পরিবারের সহিত তাঁর কি সম্বন্ধ, কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। হাস্‌তে হাস্‌তে মালী এসে উপস্থিত! বৃদ্ধের সাদা দাঁতগুলি যেন হাসিতে মাখা হয়ে গেছে। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লে "আরে আর শুনেছ? আমাদের কলবন্ধন যে আসছেন! আজই আসবেন তিনি। সব আয়োজন ঠিক রাখ।" এই সংবাদ দিয়ে বৃদ্ধ মালী প্রস্থান কোল্লে। চারদিকে একটা যেন সাড়া পোড়ে গেল! সকলের মুখেই শুনি, কলবন্ধন—কলবন্ধন—কলবন্ধন!

পাচিকা বোল্লে "মেরি! তুমি বুঝি কিছু জান না? জানবেই বা তুমি কি কোরে? কলবন্ধন আমাদের কর্ত্তার ভ্রাতৃপুত্র! বড় ভাল লোক।"

এই পর্য্যন্ত যা পরিচয় পেলেম। এখনি ত দেখতে পাব, তবে আর বেশী চিন্তিত হবারই বা দরকার কি? দিনটি বেশ পরিষ্কার! ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরুলেম। আজও সেই দিকে বেড়াতে গেলেম। মনে মনে আমার যে আশা, তা পূর্ণ হোক বা না

হোক, ভুবনমোহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হোক বা না হোক, তবুও কেমন যে প্রবৃত্তি, সেই দিকেই চোল্লেম। অনেক দূর এসে, রাস্তার ধারে ঘাসের উপর গাছতলায় বোস্‌লেম। বোসে বোসে ভাবতে লাগলেম, সেই হতভাগা রবার্টের চরিত্র! পাশেই দেখি, সেই ভুবনমোহিনীর ধাত্রী! ক্রোড়ে নিদ্রিত সেই শিশু! ধাত্রী বোল্লে "আমাদের মনিবদের মনে যাই থাকে, থাকুক। তাতে আমাদের কিছুমাত্র এসে যায় না। আমরা কেন কথা না কই? তোমার তাতে কিছু আপত্তি আছে কি?"

আগ্রহ সহকারে উত্তর কোল্লেম "না না। কোনও আপত্তি নাই। আমি এ সৌজন্যতায় বড়ই সুখী হলেম।"

"আমিও বড় সন্তুষ্ট হলেম। সেদিন যখন আমরা যাই, তখন আমার কর্ত্রী তোমার কতই প্রশংসা কোল্লেন। আহা! অভাগিনীর বড়ই দুঃখ! আমি জানি, বুঝতে পেরেছি, তুমি সদাশয়; তাই তোমার কাছে বোলছি, কর্ত্রীর আমার বড়ই কষ্ট! কেঁদে কেঁদেই তিনি জীবন পাত কোত্তে বোসেছেন! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে কোরে তাঁর বুকের মধ্যে হয় ত ফাঁক হয়ে গেছে!"

কাতর হয়ে সমবেদনা জানিয়ে বোল্লেম "আহা, এমন সুন্দরীর এত দুঃখ; সংসার সৌন্দর্য্যের আদর জানে না! সৌন্দর্য্য উপভোগ করে, সংসারের তেমন ক্ষমতা বুঝি নাই। জিজ্ঞাসা করি, কেন তাঁর এত কষ্ট?"

"তাঁর কষ্টের অবধি নাই। নাম তাঁর সেলিনা! তোমাদের কর্ত্তার ভ্রাতৃপুত্র কলবন্ধন, দুই বৎসর পূর্ব্বে সেলিনার রূপে মুগ্ধ হন! সেলিনাও তার প্রতিশোধ দিলেন। দুজনেই পরস্পরকে ভাল বাসলেন। সেই সময় সেলিনার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী গাত্রদার সহিত লর্ড দেবানন্দের বিবাহ হয়। সেই সময়েই সেলিনার অদৃষ্ট পুড়ে! হতভাগিনীর সকল আশা ফুরায়ে যায়! মাতা কালগ্রাসে পতিত হন। অভাগিনী সেলিনার চারদিকে বিপদের আগুন জ্বোলে উঠে। গাত্রদা, এখন যিনি লেডী দেবনন্দা, তিনি পতির সঙ্গে ইতালি গেলেন। মাতার মৃত্যু দেখলেন না, অন্ত্যেষ্টি কার্য্যেও উপস্থিত হলেন না! হতভাগিনী যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে মাতার শেষকার্য্য সমাধা কোল্লেন! ভগ্নীর এই দুর্দ্দশা, তবুও দেবনন্দা একবার ফিরেও চান না। লেডী তিনি, সহরের বড় বড় বিষয়ের অধিকারিণী, তিনিও ভগ্নীর সাহায্য কোল্লেন না। দুর্দ্দশার এক শেষ! সেই সময় আবার এই মেয়েটির জন্ম। কেঁদে কেঁদে সেলিনার দেহ সারা হয়ে গেছে। প্রায়ই আপনার ঘরে বোসে রোদন করেন, সে সময় কেবল বৃদ্ধা দাসী দানবী যেতে পায়। কষ্টের সীমা নাই। কেহই কপর্দ্দকের সাহায্য করে না। বড় লোক তাঁরা সব! অনেক দিন পরে, এই সে দিন তোমাদের গাড়ীতেই মা একটি পুলিন্দা এসেছে!"

"তবে ত বড়ই কষ্ট!—বড়ই দুঃখের কথা! বিধাতার কেমন যে বিচার, যেখানে যা কিছু ন্যায়, যা কিছু ভাল, যা কিছু আদরণীয়; তারই প্রতি তাঁর তত অত্যাচার! তা বোলে আর কি হবে? তোমার নাম কি ভাই?"

"নাম আমার নানসী! আমি তোমাকে একটি কথা বলি, কলবন্ধন এখন কোথায় আছেন, জান কি?"

"জানি। আজই তিনি এখানে আসবেন। তাঁর জন্য সমস্ত আয়োজন হ'চ্চে, আমি দেখে এসেছি।"

"তবে আর না। এ সংবাদ নিয়ে এখনি আমায় যেতে হলো। চোল্লেম তবে। মনে কিছু কোরো না ভাই। তোমার নাম আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি। মেরী প্রাইস ত তোমার নাম? তা আমি জেনেছি। তবে এখন আসি। নিত্য নিত্যই আমাদের এইখানেই তবে দেখা সাক্ষাৎ হবে।" এই বোলে নানসী অতি দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন, আমিও বাড়ীর দিকে এলেম।

৪টার সময় মাননীয় কলবন্ধন এলেন। ছেলেদের দেখবেন, তাদের আদর কোর্ব্বেন, তাই এসেই তিনি ছেলেদের ডেকে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও আসতে হলো।

কলবন্ধনও সুপুরুষ। ২৩।২৪ বৎসর মাত্র বয়স, চেহারা পরিপাটি। স্বভাব দেখেই বুঝলেম, বড় সরল, বড় মৃদু, বড় অমায়িক। মুখে ক্রোধহিংসার দাগটি মাত্র নাই, কেবল একখানা বিষাদের আঁধারে মুখের লাবণ্যটার কতক অংশ ঢেকে রেখেছে। উপযুক্তই মিলন হয়েছিল। রূপে গুণে সকল অংশে উভয়েই উভয়ের অনুরূপ। এ প্রণয় কেন যে স্থায়ী হলো না, কেন যে এমন হলো, তা ঈশ্বর জানেন!

নানসী যে কথা বোলে গেছে, সে কথার তালিম দিতে প্রধানা কিঙ্করীকে ডাকলেম। সে সব কথাই খুলে বোল্লে, তবে সেলিনার উপর তাদের জাতক্রোধ! কিঙ্করী বোল্লে "ছুড়ী ডাইনী! তা না হলে কলবন্ধনকে কি এমন কোরে পাগল কোত্তে পাত্ত! ছেলেমানুষ কলবন্ধন, তখন তার বয়স ২১ আর ও তখন ১৬। এই ত দম্পতি, এই ত মিলন! এই বয়সেই এরা না কোল্লে কি? বড় বড় পাকা পাকা নায়কনায়িকার পরিণাম ও কার্য্যাকার্য্য যেমন হয়, এদের তা চেয়েও বরং বেশী বেশী। বেশ হয়েছে! হতভাগিনী যেমন কলবন্ধনের সর্ব্বনাশ কোরেছে, তার উচিত ফলই পেয়েছে!"

কিঙ্করীর মনের ভাব যা, তাই প্রকাশ কোল্লে; কিন্তু সেই সব কথার মধ্যে সেলিনা কলবন্ধনের পরিচয় পেলেম। এঁদের সঙ্গে এই আমার নূতন পরিচয়।

ষট্‌সপ্ততরঙ্গ লহরী।

আবার তারা এখানে ?—দস্যু ! দস্যু ! দস্যু !

রাস্তার উপরেই আমার ঘর। ছেলেরা ঘুমুলে, আমি সেই ঘরের জানালায় বোসে বাহ্য শোভা দর্শন করি, আর ভাবি। বাড়ীর সামনেই বাগান, বাগানের পর রাস্তা, সেই রাস্তার পর বহু বিস্তীর্ণ হরিৎবর্ণ মাঠ! সেই মাঠের শোভা দেখে বড়ই তৃপ্তি বোধ হয়।

বেলা প্রায় ১টা। ছেলেরা নিদ্রায় অভিভূত। জানালায় বোসে মাঠের শোভা দেখ্‌ছি। রাস্তাটি প্রশস্ত, কিন্তু লোকজনের তেমন গতিবিধি নাই। সহর হতে উইঞ্চেষ্টর পর্য্যন্ত এই রাস্তা। বেশী দূরের লোক যারা, তারাই এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। বোসে আছি, রাস্তায় দেখি, সেই দস্যুদ্বয়! সর্ব্বাঙ্গে ধূলা মাখা, যেন অনেক দূর হতেই হেঁটে হেঁটে আসছে। সেই সব্রিজ আর বুলডগ! দেখেই ত প্রাণ কেঁপে উঠলো! তারা বাড়ীটির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইতে চাইতে যাচ্চে দেখে, অন্তরালে দাঁড়ালেম। দস্যুদ্বয় প্রস্থান কোল্লে। এরা তবে যায় কোথা? আমার সন্ধানেই কি তবে এসেছে; না চোরের দল, নূতন নূতন দেশে চুরী কোরে বেড়াচ্চে! কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।

অপরাহ্নে ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরুলেম। আজ আর সেলিনার বাড়ীর দিকে গেলেম না। নিত্য নিত্য গেলে, প্রত্যহই নানসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে পাছে আমার কর্ত্রী ক্ষুন্ন হন, সেই ভয়েই আজ বিপরীত দিকে চোল্লেম। উইঞ্চেষ্টরের পথ দিয়ে চোল্লেম। প্রায় এক মাইল এসে, রাস্তার ধারে একটি কুঞ্জবন দেখতে পেলেম। রাস্তার পাশেই সেই ছোট বড় গাছের কুঞ্জবন, তার পরেই একটি ছোট খাল। রাস্তার পরই ৪ হাত মাত্র বিস্তৃত পরিষ্কার ঘাস। ছেলেদের সেই ঘাসের উপর খেলা কোত্তে অনুমতি দিয়ে, কুঞ্জবনের হাওয়ায় বোসলেম; সঙ্গে একখানা কেতাব নিয়ে গিয়েছিলেম, তাই পোড়তে লাগলেম। ছোট মেয়েটি খানিক খেলা কোরেই ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পোড়লো। ভগ্নীকে নিদ্রিত দেখে ছেলেটিও আমার কোলে মাথা রেখে নিদ্রা গেল। স্থানটি বেশ নির্জ্জন, রাস্তায় তেমন লোকজনের গতিবিধি নাই, আপন মনেই পোড়তে লাগলেম। পোড়ছি, হটাৎ কুঞ্জবনের অপর দিকে দুজন লোকের কথার আওয়াজ শুন্‌তে পেলেম! চোম্‌কে উঠলেম! এ স্বর যে পরিচিত! এ যে সেই বুলডগ আর সব্রিজের স্বর! মুহূর্ত্তের জন্য যেন অজ্ঞান হলেম! কি করি, ভেবেই পেলেম না। ছেলেদের তুল্‌লেই তারা কথা কইবে, কাঁদিবে, ধরা





পোড়ে যাব ? নীচেই খাল, রাস্তা নির্জ্জন, হয় ত আমাদের মেরেই ফেলবে। এদের অসাধ্য কাজ ত কিছু নাই ; সবই পারে এরা। তার চেয়ে চুপ কোরে থাকাই ভাল। চুপ কোরেই রইলেম।

বুলডগ একটা ধমক দিয়ে বোল্লে "সব্রিজ ! বার কর না রে সেই বোতলটা ; তোর মত স্বার্থপর আর দুটি নাই। সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে মারা গেলেম, একটু মদ দিবি, তা তোর ছাই মনেই থাকে না।"

সব্রিজ যেন কাতর হয়ে বোল্লে "আরে আমি কি দিব না বোলচি ? এই ত রয়েছে। খাওনা, যত পার।" কতক্ষণ নীরব। বুঝলেম, মদ খাওয়ার এই অবসর। তারপর সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোরে বুলডগ বোল্লে "কলবন্ধন এসেছে, নিশ্চয়ই সে ঐ অন্তবশ্ নিকেতনে আছে ! সেলিনার বাড়ীতেও ত দেখে এলেম। চমৎকার সুন্দরী। দেখ, মেয়ে লোকের দিকে আমার বড় একটা দৃষ্টি ছিল না, কিন্তু এই ছুঁড়িটাকে দেখে—বুঝতে পাল্লি, আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। বল্লি, কাজটা ত কেবল কলবন্ধনকে নিয়ে ? ছুঁড়ীটাকে কোন গতিকে হাত করি না কেন ? হিল্লা !—একটা মতলব ভাঁজ ত রে !"

"তা হতে পারে। আগে আসল কাজের কি ? যে জন্যে আসা, তার ত একটা কিনারা করা চাই ? তার পর সব রঙ্গরস।"

"তুই তবে আগিয়ে যা। সেলিনার বাড়ীর সব সুলুক সন্ধান নিয়ে আয়। আমি অন্তবশের বাড়ীর সন্ধান নি। রাত্রে ত আর সব ঠিক পাওয়া যাবে না ? আর এ সহরে পুলিশের নাকি ভারি কায়দা। সুঁড়িখানায় নাকি থাক্‌তে পাওয়া যায় না। থাক্‌তে ত হবে ? আমাদের মত সুপুরুষ আর সুপরিচ্ছদ দেখলে, কোথাও আমাদের স্থান হবে না। বেশ পরিবর্ত্তন চাই। আচ্ছা, সে সব হবে এখন, যা তুই। আগে তুই যা চোলে।"

সব্রিজ চোলে গেল। পাতার শব্দে বুঝলেম, সব্রিজ প্রস্থান কোল্লে। তার পর ১০ মিনিট পরে বুলডগও প্রস্থান কোল্লে। নিরাপদ হলেম। তারা সদর রাস্তায় না গিয়ে পাশের মাঠের রাস্তা দিয়ে গেল। ছেলেদের তুলে দ্রুতপদে সদররাস্তা দিয়ে বাড়ী এলেম। সন্ধ্যা তখনো হয় নাই।

এসেই, ছেলেদের খাবার দিয়ে, মালীর কাছে তাদের রেখে,উপরে গেলেম। কলবন্ধনকে অনুসন্ধান কোল্লেম। তিনি আপন ঘরে বোসে কি কেতাব দেখছেন। কেতাব দেখছেন, কি জেগে জেগে কত সব সুখস্বপ্ন দেখছেন, তা তিনিই জানেন। আমি যেতেই চোম্‌কে উঠে বোল্লেন "মেরি ! তুমি এখানে ?"

"বিশেষ আবশ্যক আছে। দুজন বদমায়েস আপনার আর কুমারী সেলিনার গতি অনুসন্ধান কোচ্চে। কে কখন কোথায় থাকেন, কি করেন, তাই জানাই—তাদের

উদ্দেশ্য! দস্যু তারা, চিনি আমি তাদের, অতি বদ লোক। জানেন কি, কেন তারা আপনাদের তত্ব নিতে এসেছে?"

কলবন্ধন ত অবাক! বিস্মিত হয়ে বোল্লেন "মেরি, বল কি তুমি! আমি ত কারও শত্রুতা করি নাই! আর সেই, সেই তিনি, যাঁর নাম তুমি কোল্লে, তিনিও ত নির্দ্দোষী, কেন তবে আমাদের তত্ব নিতে তারা এসেছে? আমার যে বিশ্বাসই হ'চ্চে না। বিশ্বাসই বা না হবে কেন? আমি তোমাকে বেশ জানি। খবরের কাগজে তোমার কথা আমি বেশ মনোযোগ দিয়ে পোড়েছি। তুমি যখন বোলচো, তখন আর অবিশ্বাস করার কি আছে। আচ্ছা, কাল আবার যেও। আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে থাকবো। ভয় কি তোমার? বন্দুক থাকবে আমার সঙ্গে।—যেও তুমি।"

আমি সমস্ত ঘটনা জানিয়ে প্রস্থান কোল্লেম। মালীর কাছ হতে ছেলেদের নিয়ে ঘরে এলেম। আহারাদি সেরে শয়ন কোল্লেম। নিদ্রা আর হলো না। এই এক নূতন চিন্তায় পোড়ে, নিদ্রা আর হলো না। কাজেই সমস্ত রাত জেগে জেগে—ভেবে ভেবেই কাটালেম।

সপ্তসপ্ততিতম লহরী।

দুর্ভাগ্যজীবনের ইতিহাস!

গত রজনীর পরামর্শ অনুসারে বাল্য-ভোজের পর, ছেলেদের নিয়ে আবার সেই কুঞ্জবনের নিকটে উপস্থিত হলেম! ছেলেদের খেল্‌তে দিয়ে, কাল যে স্থানে উপবেশন কোরেছিলেম, আজও সেই স্থানে উপবেশন কোল্লেম। চেয়ে দেখলেম, কলবন্ধনও প্রস্তুত হয়ে আসছেন। তাঁর আগমন দর্শনে সাহস হলো। চেয়ে চেয়ে দেখলেম, কোথাও তারা নাই! বুলডগ ও সব্রিজের কোন নিদর্শনই পেলেম না।

ধীরে ধীরে কলবন্ধন এসে আমার পাশেই উপবেশন কোল্লেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন, উত্তর দিলেম, 'কেহই এখানে নাই।' দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে হতভাগ্য যুবা বোল্লেন "কেনই বা তারা আমার অনুসরণ কোচ্চে! এই হতভাগাকে কেনই বা লোকে জ্বালাতন কোত্তে উদ্যোগী হয়েছে! আমি ত কারও কোনও অনিষ্ট করি নাই! মেরি! আমি তোমার পরিচয় জানি। তাই তোমাকে বোলছি, আমার মত হতভাগা আর এ সংসারে দুটি নাই! আমি অধম, পাতকী, নারকী, অবিশ্বাসী! পাপের প্রতিমূর্ত্তি আমি! আমার

অনুতাপ জীবনের সঙ্গে সঙ্গে গাঁথা। এ পাপজীবন না গেলে বুঝি সে অনুতাপের বহ্নি নির্ব্বাপিত হবে না। কি কুক্ষণেই যে ভাল বেসেছিলেম, কি কুক্ষণেই যে পরস্পরের সাক্ষাৎ; তা ঈশ্বরই জানেন। মেরি! সত্য বল, সেলিনাকে কি তুমি দেখেছ?"

"দেখেছি।" আমি উত্তরে বোল্লেম "তাঁকে আমি দুবার দেখেছি। এমন সুন্দরী আমি আর কখনো দেখি নাই। উপযুক্ত পাত্রী তিনি। পরস্পরের ভালবাসা থাকা সত্বেও কেন আপনারা এ কষ্টভোগ করেন?" এতটা স্বাধীনতা লজ্জার মাথা খেয়ে নিলেম।

"সে অনেক কথা মেরী—সে একটা ইতিহাস। আমার অসার জীবনচরিত শুন্‌তে যদি ইচ্ছা কর, শোন তবে। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা বিখ্যাত সওদাগর ছিলেন। আমার শিক্ষা বিষয়ে অর্থব্যয় ও যত্নের ক্রটী করেন নাই। অল্প বয়সেই মাতৃ-হীন আমি, পিতার স্নেহ আদরে মাতার অভাব ভুলে গিয়েছিলেম। বাল্যকালে মধ্যে মধ্যে অন্তবশ-নিকেতনে আস্‌তেম! কুমারী সেলিনা ও তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতেন, একত্রে খেলাধূলা কোত্তেম, তামাসা কোত্তেম, রহস্য গল্প কোত্তেম। সেই দেখাই আমার কাল! কালে বড় হলেম, বাল্যকালের সেই ভালবাসা যৌবনে বরং বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ালো। প্রাণের সহিত সেলিনাকে ভাল বাসলেম। পিতার যখন মৃত্যু হয়, তখন আমি ২১ বৎসরের, আর সেলিনা ১৬ বৎসরের ভুবনমোহিনী বালিকা। সেলিনার জ্যেষ্ঠা আমার সমবয়সী ছিলেন। তাঁর বিবাহের বয়স হলো। লর্ড দেবানন্দ তাঁর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হলেন। সেলিনার মাতা তাতে কতই আনন্দিত। আমিও সর্ব্বদাই সেলিনার বাড়ী যেতেম। দুই ভগ্নীর বিবাহ, দুজন ধনবানের সহিত নির্দ্দিষ্ট হ'চ্চে দেখে, সেলিনার জননীর কতই আনন্দ। মেরি, সেলিনাকে আমি যে কত ভাল বেসেছিলেম, তা বুঝাতে গেলে তোমার আমার হৃদয়ের বিনিময় কোত্তে হয়। হৃদয়ের সেই ভালবাসা কুসুমটি শুকিয়ে গেছে, কিন্তু তার সৌরভ আজও হৃদয় হতে যায় নাই কেন? সেলিনার সৌন্দর্য্য অপরিসীম। সে সৌন্দর্য্যসাগরে হৃদয় একবার ডুবালে, আর ত তা ফিরে পাওয়া যায় না! আমি তাকে কখনই পৃথিবীর মানুষ বোলে ভাবি নাই; তার কথা আমার কাছে বীণাধ্বনি! সেলিনা যখন কথা কইত, আমার বোধ হতো, যেন কোনও দেববালা মধুরধ্বনিতে প্রেমগীত গাচ্চে! জীবনের সেই মোহময় সময়—সেই আধ জাগ্রত আধ সুষুপ্তি,—আধ লজ্জা, আধ মুক্তকণ্ঠতা; আধ বাসনা, আধ নিবৃত্তি; আধ হাসি, আধ মলি-নতা, হৃদয়ের সেই থাকি থাকি হারাই হারাই ভাব, আমার জীবনের সঙ্গে যেন মিশে আছে। যদি জীবন দিলেও—হৃদয়ের সেই ভাবটি আবার মুহূর্ত্তের জন্য ফিরে পাই তা হলে মেরী, তাতেও আমি কুণ্ঠিত নই!"

বোল্‌তে বোল্‌তে মর্ম্মাহত যুবক দীননয়নে সেই উদ্যান-বাটিকার দিকে দৃষ্টিপাত

কোল্লেন। যেন ঐ উদ্যান-বাটিকার অভ্যন্তরে তাঁর সুখেরলতাটি বিশীর্ণ হয়ে লুকায়ে আছে। তাঁর সকল সুখের নিদান, তাঁর বাসনার আশা, তাঁর জীবনের সকল সুখশান্তি যেন ঐ উদ্যান-শৌধ-মধ্যে সজ্জিত আছে। তাঁর জীবন যেন কোন্ অলক্ষ্য অস্ত্রের অনমুভবনীয় সুখের শৃঙ্খলে বাঁধা পোড়ে গেছে। সতৃষ্ণনয়নে বারম্বার একদৃষ্টিতে সেই উদ্যান-বাটিকার দিকে দৃষ্টিপাত কোরে, কলবন্ধন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোল্লেন। সে নিশ্বাসে যেন তাঁর বক্ষঃস্থল শূন্য হয়ে গেল! হৃদয়ের রুদ্ধবায়ু নির্গত হলে, কথঞ্চিৎ যেন প্রকৃতস্থ হয়ে আবার বোল্‌তে লাগলেন,—

"সেলিনার জ্যেষ্ঠা সহোদরা গাত্রদা সুন্দরী। উভয় ভগ্নীই সুন্দরী, কিন্তু আমার চক্ষে উভয়ের সৌন্দর্য্য যেন কেমন পৃথক পৃথক বোলে বোধ হতো। গাত্রদা পৃথিবীর মানুষ, পৃথিবীর বক্ষে পালিত, পৃথিবীর লোকের সঙ্গে মিশে যেতে ভালবাসে; সেলিনা যেন এ পৃথিবীর নয়, এ পৃথিবীর সঙ্গে সেলিনার যেন কোনও সম্বন্ধ নাই, সংসার তার যেন পান্থশালা। দুদিনের জন্য সে যেন এখানে উপনিবেশ স্থাপিত কোরেছে, তার প্রকৃত বাসস্থান অন্য কোথাও যেন আছে। সে স্থান সুষুপ্তির সুখস্বপ্নময়! গাত্রদা, সযত্ন রোপিত উদ্যান-কুসুম, তার সৌরভ সম্ভোগ করার অনেকে আছে; নূতন নূতন শিক্ষিত মালীর দ্বারায় সজ্জিত স্তবকে আরোহণ কোরে, উদ্যান-কুসুম ধনবানের বিলাস-কুঞ্জও আলোকিত করে; আর সেলিনা বনকুসুম! সৌরভ উপভোগের কেহ নাই, যত্ন কোত্তে কেহ নাই, দেখবার কেহ নাই; কুসুম তবুও আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য প্রতিপালন করে, আপনি ফুটে আপনার সৌরভে বনভূমি সুরভিত করে! পবনদেব সেই সুবাস মেখে দীনদরিদ্র, ধনী নির্ধনের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হন! আপনার কুসুমবাসিত অঞ্চল দুলিয়ে নাসিকায় সেই মধুর গন্ধের অস্তিত্ব উপলব্ধি করান। উদ্যানকুসুম ধনবানের জন্য, আর বনকুসুম সাধারণের জন্য। পাত্রাপাত্র বিচার নাই; নিজের ধন দান কোরে বিলিয়ে বন-কুসুমের যেন ক্লান্তি হয় না। আমি ভাগ্যক্রমে সেই বনকুসুমের কুসুমমালা হৃদয়ে ধারণ কোরেছিলেম, গলায় পোরেছিলেম, কিন্তু হায়! সে সুখসাধ আমার ফুরিয়ে গেছে! সে সুখস্বপ্ন আমার হতাশার অনিদ্রায় মিশে গেছে!"

এই পর্য্যন্ত বোলে, মর্ম্মবেদনায় অধীর হয়ে কলবন্ধন নিরব হ'লেন! কতক্ষণ পরে আবার বোলতে লাগলেন "পিতার মৃত্যুর পর, আমি বিষয়কার্য্য দেখতে অবসর পেতেম না। দিন রাত কেবল হৃদয়ের নিভৃত দেশে এই সুখের ছবি আঁকতেম! যে সুখের সাগরে দেহ তরণী ভাসিয়েছিলেম, তাতেই দিন রাত ভেসে ভেসে বেড়াতেম; কে জান্‌তো মেরি, যে সেই সুখতরণী আমার ভেসে ভেসে, শেষে চিরদিনের জন্য ডুবে যাবে! কে জান্‌তো মেরি যে, এমন কোরে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হবে!"

"কাপ্তেন তালমুথ নামে একজন যুবক উইঞ্চেষ্টরে এলেন। বড় অমায়িক লোক তিনি। সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব, সকলের সঙ্গেই প্রীতিপ্রণয়, সকলের সঙ্গেই তাঁর ভালবাসা! কাপ্তেন বৃদ্ধবৃদ্ধার সঙ্গে রাজনীতির কথা, দরিদ্রদুঃখীর নিকটে ধনোপার্জ্জনের কথা, অবিবাহিত যুবকযুবতীর কাছে কত ভালবাসার কথা, নূতন নূতন পাত্রপাত্রীর নিকটে রহস্য কথা কইতেন; কাপ্তেন সকল দলেরই বন্ধু। সকল দলেই তিনি আদরের সহিত গৃহীত হ'তেন। তিনি সেলিনার বাড়ীতেও যাওয়া আসা কোত্তেন। তাতে সন্দেহের কোন কারণ ছিল না। অবিবাহিত ধনবান যুবক, দয়ার সাগর—স্নেহের ভাণ্ডার, সহৃদয়তার উৎস। তখন ত আর সংসারের কিছু জান্‌তেম না, সংসারের ভীষণ আঘাত যে কি ভীষণ, তখন ত তা জান্‌তেম না। হয়ও এমন। সংসারজ্ঞানশূন্য বিদ্যালয়ের যুবক কোন্ সৎকার্য্যেই বা প্রাণ খুলে যোগ না দেয়। তখন তাদের হৃদয় ঈশ্বরের পূর্ণদৃষ্টিতে এতই পূর্ণ থাকে যে, সংসার তখন তাদের চক্ষে যেন আনন্দের নিকেতন, শান্তির নন্দন! এই সংসারে তখন তারা কতই না উচ্চ কল্পনার কল্পনার করে,কতই না দেশহিতব্রতে ব্রতী হয়; সংসারের যত মলামাটি, যত কলঙ্ক নিন্দা, সব যেন তারা হৃদয়ের শোণিত দিয়ে ধৌত কোত্তে বাসনা করে। জীবন দিয়ে যেন সংসারের সকল বাদবিসম্বাদই তারা সমন্বয় কোত্তে ইচ্ছা করে। সংসারের সকল ফাঁসিতেই, তারা ফাঁসিকাঠের নিকটে নিকটে ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছা, নিজে সেই ফাঁসিতে ঝুলে সংসারের উপকার করে; কিন্তু যখন সেই ফাঁসির হেঁচ্‌কা টানের অনুভব, তখন কি মনে হয় মেরী? তাতে যারা ভুক্তভোগী, তারাই তা বুঝে। অন্যের নিকটে তা বোলেও বুঝান যায় না। আমিও তাই ছিলেম। অবিশ্বাস, কুটিলতা, হিংসা; এ সকল যে কি, তা তখন ধারণাই ছিল না। তালমুথকেই বা তবে অবিশ্বাস কি কোরে হবে? বরং তিনি হৃদয়ের বন্ধু বোলে সম্বোধন কোত্তেন, আমিও তাঁকে তাইই ভাবতেম। বন্ধুর প্রতি ত আর অবিশ্বাস আসে না, আমিও তাঁকে ভাল বাসতেম; কিন্তু সকল বন্ধু ত আর বন্ধু হতে পারে না, সকলের হৃদয়ের ত তেমন প্রশস্ততা নাই, সকলে ত বন্ধুর মর্য্যাদা রাখতে জানে না, তাতেই মেরি, এ সংসারে এত হাহাকার! এত অশ্রুজল! এই ঘোরতর প্রাণান্তক অশান্তি!

"৬ মাস পরেই আমার সহরে যাবার আবশ্যক হলো। পিতার বিষয়সম্পত্তি সকলের বন্দোবস্ত করা; তত্ত্বাবধাণ করা, তখন আমার উপরেই নির্ভর কোচ্চে। অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও সহরে গেলেম। পরস্পর পরস্পরকে নেত্রজলে অভিশিক্ত কোরে, নেত্রজল উপহার দিয়ে বিদায় নিলেম। সর্ব্বদাই চিঠিপত্র লিখতেম, চিঠিপত্র পেতেম। সেলিনার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হয়ে গেল। তাঁরা ইতালী পরিভ্রমণে গেলেন। এসব সংবাদ সেলিনার পত্রে পেলেম। প্রায় ৬ মাস পরেই মাননীয় অম্বরশের পত্রে জান্‌লেম, সেলিনা

পীড়িতা হয়েছেন, জীবনের কোনও আশা নাই! পত্র পেয়েই ত আমি অচৈতন্য হলেম! তখন আমার হাতে যে সব কাজের ভার, তাতে এক দণ্ডও না থাক্‌লে চলে না। মহা বিপদেই পোড়লেম। আগামী সপ্তাহের মধ্যে কাজকর্ম্ম একরকম বন্দোবস্ত কোরে সেলিনাকে দেখতে যাব, স্থির কোল্লেম। সমস্ত আয়োজন ঠিক কোরেছি, কল্য যাত্রা কোর্ব্ব, এমন সময় মাননীয় পিতৃব্যের পত্র পেলেম। ভয়ানক ভয়ানক—সাংঘাতিক সাংঘাতিক কথা তাতে লেখা ছিল! পত্রে লেখা আছে, "সেলিনার সেরূপ পীড়া নয়, ডাক্তারের চিকিৎসার পর, সেলিনা একটি কন্যা প্রসব কোরেছে! সমস্ত দোষ কাপ্তেনের উপর চেপেছে। কাপ্তেন গতিক অসুবিধা দেখে পলায়ন কোরেছেন।" এদিকে এই দুর্ঘটনা, তার উপর আবার সেলিনা বিশ্বাঘাতিনী! এই উভয় চিন্তাতেই অবসন্ন হলেম। কিছুই যেন ঠিক পেলেম না। যে সেলিনা আমা ভিন্ন কাকেও জান্‌তো না, সেই সেলিনা অবিশ্বাসিনী? এ চিন্তা বড়ই মর্ম্মান্তিক! যাওয়া স্থগিত রাখলেম। গিয়ে আর লাভ কি! যাকে দেবী বোলে জান্‌তেন, সে পিশাচিনী; যাকে আদর্শনারী বোলে জ্ঞান ছিল, সে এখন বারবণিতা! এ চিন্তা বড়ই মর্ম্মান্তিক; বড়ই দুঃসহ! যন্ত্রণায় হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেল! সেই হতে আমার জীবনের সুখশান্তি মেরী, এ জীবনের মত ফুরিয়ে গেছে! এখন বুঝতে পেরেছি, সেলিনাকে আমি কি ভ্রমের বশেই হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেম! যাকে অবিশ্বাসিনী বোলে ভেবেছিলেম, সেই সেলিনা আজও—এখনো আমাগত প্রাণা; আজও আমাকেই সে হৃদয়ের অধীশ্বর বোলে জেনে রেখেছে! আমি যে কৃতঘ্ন, পাপী! তাই অনুতাপে দগ্ধ হচ্চি। তিন বৎসর দুর্ভর জীবনভার বহন কোরে, আমি আবার এখানে এসেছি; কেন এলেম মেরী? তাও কি আবার বোলতে হয়? কত চেষ্টা কোরেও এই তিন বৎসরের মধ্যে, আমি সেলিনার পবিত্রমূর্ত্তি ভুলতে পারি নাই!"

"মনে কোরেছিলেম মেরি, এ সংসারে আর মুখ দেখাব না! আত্মহত্যা কোর্ব্বো না, মর্ম্মদাহে দগ্ধ জীবনকে আর পাপে ডুবাব না, সংসারের এমন এক দেশে চোলে যাব, যে দেশে মানুষ নাই! এই দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত হাহাকার,—আর কত সহ্য হয়! এই মর্ম্মান্তিক দাহে সম্পূর্ণ দগ্ধ হয়ে শেষে ভষ্ম হয়ে যেতে আর কতদিনই বা লাগে? সেই নির্জ্জন দেশে, সেই মনুষ্য জিহ্বার আন্দোলন বিরহিত প্রদেশে, সেই দিবারাত্রি কর্কশ কণ্ঠের চীৎকার বিরহিত প্রদেশে, এই জীবনের শেষ সময়টা অতিবাহিত কোর্ব্বো। যে আঘাত পেয়েছি, হৃদয়ের মধ্যে যে ক্ষত হয়েছে, সে ত আর চিকিৎসার নয়। সে চিকিৎসার ঔষধ এ সংসারে ত জন্মায় না; এ সকল চিকিৎসক ত সে চিকিৎসা জানে না; কাজেই এই পীড়াতেই ত মৃত্যু। তাই মৃত্যুর সময় জনশূন্য স্থান প্রার্থনা, কোরেছিলেম, কিন্তু কতদিন সে ইচ্ছা বলবতী থাক্‌তে পারে? প্রাণ এক, যুক্তি আর। প্রাণের আকর্ষণ



যেখানে, যুক্তি ত আর সেখানে থাকতে পারে না। যুক্তি তখন কথার বোঝা ভিন্ন আর ত কিছুই নয়। প্রাণের আকর্ষণ, তাই না আবার এখানে এলেম। প্রাণের আকাঙ্খা আছে, তাই না পূরণের চেষ্টা।”

কলবন্ধনের সুদীর্ঘ জীবনী শ্রবণ কোরে বড়ই দুঃখিত হলেম। বুঝলেম, তিনি হৃদয়ে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ কোচ্চেন! দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেম “সেলিনা যে নির্দ্দোষী, আমারও তাই বিশ্বাস। এমন নিরীহ প্রণয়ীযুগলের প্রতি অত্যাচার কোত্তে, লোকের এত চেষ্টা কেন? এ সম্বন্ধে সেলিনা কি কিছু জানেন?”

“বোধ হয় জানেন। মেরি! বেশ কথা বোলেছ তুমি। আমার এই উপকারটি কর। একবার সেলিনার সঙ্গে দেখা কর, জিজ্ঞাসা কর, জেনে এস, তিনি কি বলেন।”

“যেতে আপত্তি নাই, কিন্তু ভেবে দেখুন, যারা যারা আপনাদের তত্ত্ব নিতে নিযুক্ত হয়েছে, তারা অবশ্যই আমার এই গমন সংবাদ জান্‌তে পার্ব্বে! এমন ঘটেওছে বারম্বার! তাই বলি, আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। দূরে দূরে থেকে আমার অনুসরণ কোর্ব্বেন; নিকটে গিয়ে, ছেলেদের আপনার কাছে রেখে, আমি দেখা কোরে আসবো।”

“সেই যুক্তিই স্থির যুক্তি। তবে তাই হবে। এখন আমি চোল্লেম, তুমিও এসো।” মর্ম্মাহত যুবক এই মাত্র বোলে অগ্রসর হলেন। আমিও একটু তফাতে তফাতে তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। একবার হার্লসদন প্রাসাদে এক দুর্ঘটনা ঘটে! জমিমার হাত হতে বেলা চুরী যায়! এবার সেই ভয়েই কলবন্ধনকে সঙ্গে যেতে বোল্লেম।

যথা সময়ে বাড়ী এলেম; আহারাদি সেরে শয়ন কোল্লেম। জেনে রাখলেম, শুনে রাখলেম, কলবন্ধন বড়ই যন্ত্রণা ভোগ কোচ্চেন।

অষ্টসপ্ততিতম লহরী।

দুঃখিনী।—সেলিনা ত্রিম্পলা!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরুলেম। কথামত কলবন্ধনও আমার অনুসরণ কোল্লেন। সেদিন মাননীয় অন্তরবশদম্পতি বিশেষ কোনও কার্য্য উপলক্ষে উইঞ্চেষ্টরে গেছেন। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবারও কোন সম্ভাবনা নাই। হয়েছে ভাল। সেলিনার সেই সুপরিচ্ছন্ন কুটিরের অনতিদূরে, ছেলেদের রক্ষাভার কলবন্ধনের উপর দিয়ে, আমি দ্রুতপদে কুটির প্রবেশ কোল্লেম। নানসী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। সহাস্য বদনে সাদর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট কোরে, তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। নানসীর

বিশ্বাস, আমি তাঁরই সঙ্গে, সাক্ষাৎ কোত্তে এসেছি। কৌশলে শিষ্টাচারে নানসীর ভ্রম অপনোদন করার আবশ্যক হলো। আগমন ব্যাপার সত্বর জ্ঞাপন করার উদ্দেশে, তাড়াতাড়ি দুচার কথার পর, নানসীকে আমার মনের ভাব জানালেন। নানসী যেন বড়ই বিস্মিত হলেন! সে বিস্ময়ের ভাব তাঁর মুখে প্রকাশ পেলে না, মুখের ভাবেই বুঝলেম।

নানসী আমাকে সঙ্গে কোরে সেলিনার ঘরে নিয়ে গেলেন। ছোট একটি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে উপবেশন কোরে বিষাদিনী এক বিষাদের কবিতা-কথা পাঠ কোচ্চেন। তাঁর হৃদয়ের মর্ম্মদাহ—হৃদয়ের যন্ত্রণা যেন অক্ষর রূপে সেই পুস্তকের পত্ররাজিতে আঁকা রয়েছে! সেলিনার ভুবনভরা রূপ, প্রাণভরে দর্শন কোল্লেম। রূপ আর গুণ, এ দুয়ের কোনও সংযোগবাহী আকর্ষণ আছে কি? আছে বৈকি। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেই খানেই কমনীয়তা; যেখানে মাধুর্য্য, সেইখানেই শান্তি; যেখানেই আনন্দ, সেই স্থলেই আহ্লাদ। যে কুসুম স্বভাবসৌন্দর্য্যে জগৎ আলোকিত করে, তারই আবার দূরামোদী সৌরভ থাকে। যে কুসুম নয়নানন্দ দানেই প্রস্ফুটিত, স্পর্শ কোরে দেখ, সে কুসুমে কি অনুপম কমনীয়তা। স্বায়ত্নে কুসুম উদ্যানে ভ্রমণ কর, কি প্রাণানন্দ শান্তির বাতাস। তবে কি সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে এত নিকট সম্বন্ধ? সর্ব্বত্রই কি রূপগুণের একত্র এমন মোহন মধুর সমাবেশ? তাও নয়।—কিংশুকেও সৌরভ নাই, গন্ধরাজেও সৌন্দর্য্য নাই; পল্লবহীন বটবৃক্ষও শীতলছায়া দান করে, ঘনপল্লবীত তিন্তিড়ী-তরু বিষবায়ুতে আশ্রিতের পরমায়ু হ্রাস করে। বিধাতার রাজ্যে এ বিধান চিরন্তণ। তবে কি রূপ গুণ এক স্থানে থাকে না?—থাকে; কিন্তু যেখানে গুণ নাই কেবল রূপই আছে, সেখানে সে রূপ বড় তীব্র—বড় ছায়াহীন। কিংশুক সুন্দর; কিন্তু সৌন্দর্য্যে তীব্রতা আছে; ফুল যখন হয়, তখন পাতা ঝ'রে পড়ে, বৃক্ষের ছায়া থাকে না। আর যেখানে গুণ ও সৌন্দর্য্যে মিলন, সেখানে সেই সৌন্দর্য্য যেন একটু গম্ভীর, যেন একটু উপান্তকঠিন অন্তঃসরল। পাছে কেহ মনে করে, সেলীনার সৌন্দর্য্য সেই তীব্রতা মাখা; তাই বিধাতা এই বিষাদ দিয়ে যেন সে সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যের ব্যবস্থা কোরেছেন। সেলিনার প্রসন্নবদন অপেক্ষা এই বিষণ্ণবদন, দর্শনের জিনিস। এ বিষাদটুকু না থাক্‌লে, সেলিনার সৌন্দর্য্য যেন তেমন মানাত না। তবে কি এ বিষাদ বিধাতার অভিপ্রেত? তবে কি এ বিষাদ সেলিনার মঙ্গলের নিদান? ভগবান জানেন। তবে প্রার্থনা, ভগবান যেন তাই করেন। এ বিষাদ যেন পরিণামে সহস্র ধারায় প্রসন্নতা বর্ষণ করে!

প্রথমে আমিই কথা কইলেম। বোল্লেম "আমি তোমার অপরিচিত। অসময়ে সাক্ষাৎ কোত্তে এসে অপরাধী হয়েছি, সে জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

সেলিনা সরল ভাবে বোল্লেন "আমি তাতে বড়ই সুখী হয়েছি। তোমাকে যে দিন

আমি প্রথম দেখি, তখনি আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার মুখখানি অসাধারণ প্রতিভার দর্পণ! তখনি তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল! যাক, সে সব কথায় আর কাজ নাই,এখন তোমার আগমনের কারণ?"

"ছুজন বদমায়েস লোক তোমাদের গতি পরীক্ষা কোচ্চে। তোমরা কখন কোথায় থাক, তাই তারা দেখতে এসেছে। একজন তোমারই বাড়ীর নিকটে, আর একজন আমাদের বাড়ীর নিকটে থেকে গোপনে গোপনে সব তত্ত্ব নিচ্ছে। জান কি,এরা কে? কার লোক?"

"সে কি কথা! আমার তত্ত্ব নিতে লোক এসেছে? গোপন অনুসন্ধান হ'চ্চে? এসব কি কথা মেরী? কে তাঁদের নিযুক্ত কোরেছে?"

"তাই ত আমি জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছি। সেই তত্ত্ব নিতেই ত্ত কলবন্ধন—আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন!"

কলবন্ধনের নাম শুনেই বিষাদিনী সেলিনার বিষাদ-সমুদ্র যেন উৎলে উঠলো। সজল নয়নে বোল্লেন "মেরি! সত্য বল, তোমাকে কি তিনি—তিনিই—পাঠিয়েছেন? আঃ—ঈশ্বর! তুমি কোথায় আছ প্রভু! দুঃখিনীর কথা কি তোমার চরণতলে উপস্থিত হয়েছে! মেরি! এসব কথা তাঁকে—তাঁকে বোলেছ?"

"তিনি সবই জানেন। সবই তাঁকে আমি বোলেছি। আমি ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে গিয়ে, চোরেদের গুপ্ত পরামর্শ স্বকর্ণে শুনে এসেছি। সবই তিনি জানেন।"

"আঃ মেরি! যথার্থই তুমি আমার বন্ধু! বিষাদিনীর ত জগতে আর কেহ নাই! কেহ ফিরে চায় না, অভাগিনীর নয়নজল কেহ দেখে না; কেহ আহা বলে না! দেখলেই হাসে—তামাসা করে, টিটকারী দেয়! সংসারের শতসহস্র পদাঘাত সহ্য কোরে আমার বুক যে ভেঙে গেছে!"

অভাগিনীর নেত্রপথে অবিরল জলধারা প্রবাহিত হলো। কথঞ্চিৎ মনোবেগ সম্বরণ কোরে আবার বোলতে লাগলেন, "মেরি! আমি তোমাকে দু একটি কথা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই! না না, তাতে এখন আর কাজ নাই। মেরি! প্রিয়তমে, বল, তিনি—কি আজও মনে করেন? যে ঘটনা হয়ে গেছে, যেরূপে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে, তা কি তিনি আজও মনে রেখেছেন? তাঁর মুখে এখনো কি বিষাদের কালিমা আছে মেরী? বহুদিন—কতদিন তা মনে হয় না। যেন কত যুগযুগান্তর, কোটি কোটি বৎসর সে মুখখানি দেখি নাই! ঈশ্বর সাক্ষী! মাথার উপর পরমেশ্বর! তাঁকে সাক্ষী রেখে বোলতে পারি, আমি নির্দ্দো—। মেরি! হতভাগিনী যে কি যন্ত্রণার ভার হৃদয়ে বহন কোচ্চে, কি বিষাদে পাপিনীর দিবানিশি অতিবাহিত হচ্চে, কেমন চিন্তা স্রোতে বিষাদিনীর জীবনতরি ভেসে ভেসে চোলেছে, তাকি জান তুমি? তাকি তুমি বুঝতে পার?"

"আচ্ছা মেরি, আমার কি দোষ? এ সংসারে জ্ঞানকৃত আমি ত কখনও কারও অনিষ্ট করি নাই! তবে কেন আমার এ শোচনীয় দুর্দ্দশা? আমি কেন এ দুর্দ্দশা ভোগের জন্য বেঁচে আছি? আমাকে এ দুরবস্থায় ফেলে কেন এ সংসারের লোকেরা এত সন্তুষ্ট? আমি কোরেছি কি? এই বিধাতার রাজ্যে বুঝি সুখ নাই! এ সংসারে বুঝি শান্তি নাই! যে সংসার লোকের চক্ষের জল মুছাতে পারে না, সে কিসের সংসার? যে সন্তানের হৃদয়ের ব্যথা দূর কোত্তে পারে না, সে কিসের বিধাতা? যাকে শত ডাকে উত্তর মিলে না, নয়নজলের তরঙ্গ যার চরণতলে পৌঁছে না, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় প্রাণ উদাসকর দীর্ঘ নিশ্বাসে যার সিংহাসন টলে না, সে কিসের ঈশ্বর? দেখ মেরি, এ সংসারে যারা যারা পাপী, এ সংসারের বুকে বোসে যারা মুখ-অগ্নি করে, লোকের প্রাণের মধ্যে যারা অনর্থক অপবাদের অঙ্কুর গজাতে, তাতে প্রাণপণে কলঙ্কের কাল জল সেচন করে; তারাই এ জগতে সুখী।—তারাই এ জগতে শান্তির সন্তান।—তাদেরই জন্য সংসার। এ সংসার ত আমাদের মত হতভাগা হতভাগিনীদের জন্য নয়! আমরা তৃষিত, নদীকূলে যেতে না যেতে নদী শুকায়ে যায়; অতৃষ্ণাতেও সুবাসিত নদী তাদের জন্য অপেক্ষা করে। মেঘ চাহিতে তাদের ভাগ্যে বারিবর্ষণ হয়; বারিবর্ষণে আমাদের দেহে অগ্নি বর্ষণ হয়। কেন যে তবে আমাদের জন্ম; কেন যে এ দুর্ভর জীবনের ভার বহন, কেন যে দিনে রেতে শয়নে স্বপ্নে—হাহাকার, তা ত কিছুই বুঝি না! বুঝবার হয় ত ক্ষমতাই আমাদের নাই। তত কুটিলতার মধ্যে আমরা কি যেতে পারি!"

বিষাদিনী সেলিনা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে আবার বোল্লেন "মেরি! যাও তুমি। আর কোন কথা আমার বলার নাই। যতক্ষণ তুমি আমার সামনে থাক্‌বে, ততক্ষণই—ততক্ষণই আমার প্রশ্ন ফুরাবে না; কাজ কি আর তাতে? যাও তুমি। তিনি ভিন্ন—তাঁর কথা ভিন্ন আমার আর কথাই বা কি আছে? সত্য বলি মেরি, মর্ম্মদাহে পুড়ে পুড়ে, যন্ত্রণার ছুরিতে হৃদয় বিধে বিধে, মর্ম্মে মর্ম্মে যুদ্ধ কোরে কোরে, আমি অবসন্ন হয়ে গেছি। বল, বুদ্ধি, সাহস, ধৈর্য্য,—আমার আর কিছুই ত নাই। অত্যাচার যন্ত্রণার প্রখর দহনে দগ্ধ হয়ে এমনও মনে কোরেছিলেম, ভুলে যাই! যাতে এত হাহা-কার—এমন মর্ম্মদাহ—তা ত সুখের নয়! কেন সে দুঃখের অনুষ্ঠানে চিরজীবন দুঃখে দুঃখে অতিবাহিত করি?—ভুলে যাই। এখন দেখছি, সে আমার পাগলামী। তাঁকে ভোলা, সেকি মেরি, সহজ কথা? তা ত পাল্লেম না। পাল্লেম না বোলেই আজ না এত কষ্ট! অভাগিনী জননী নাই, কার কোলে আর মুখ রেখে, আমার এ সহস্রমুখী দুঃখের প্রবাহ দেখাব? মেরি, আমার আর ত কেহ নাই। পথের ভিখারী যে, তারও হয় ত এ জগতে কেহ না কেহ আছে। সারাদিন ভীক্ষা করে, সেই ভীক্ষার ধন হয় ত সে এক-

জনের হাঁতে দিয়ে—দিনের পরিশ্রমে শান্তি পায়, হয় ত তার সে ভিক্ষা, তথন ভিক্ষা বোলেই মনে থাকে না। আমিও সেই পথভিকারী, কিন্তু ভিকারীর যেটুকু শান্তি, অভাগিনী আমি, আমার যে তাও নাই। দিদি, আমার জ্যেষ্ঠা সহোদরা, যিনি এখন রাজার রাণী, ঐশ্বর্য্যের সাগরে যিনি এখন সুখতরণী ভাসিয়েছেন, অর্থের যাঁর এখন অভাব নাই, আমার মঁত শত শত দাসী প্রতিপালন না কোল্লে, এক দিনও যাঁর মানসম্ভ্রম রক্ষা হয় না, ভগ্নী আমি তাঁর, দাসী বোলেও একবেলা খেতে ডাকেন না। অভাবে পোড়েছি বোলে বোলছি না, এক পিতার ঔরসেই ত দুজনার জন্ম; এক মায়ের এক ক্রোড়েই ত দুজনে পালিত হয়েছিলেম; সে শোণিতের মায়া, যা অতি ইতরজীবজন্তুরও অতি প্রচুর পরিমাণে আছে, দিদির আমার তাও নাই। এক ঔরসে এক গর্ভে জন্মগ্রহণ কোরে তিনি বিলাসিতার সুখপর্য্যঙ্কে সুখনিদ্রায় নিদ্রিত, আমি অনাহারে দারুণ শয্যা-কণ্টকীতে সমস্ত রজনী জেগে কাটাই। লণ্ডনের বিখ্যাত বিলাস-ব্যবসায়ীরা তাঁর ফরমাস মত বিলাসের দ্রব্য যোগাতে তটস্থ; আমার পরিধানে গ্রন্থি-বস্ত্র। এমন বিপরীত কেন হলো মেরী? আমি হিংসা কোরে বোলছি না, দিদি রাণী হয়েছেন, মহারাণী হোন্, কিন্তু গরীবের অদৃষ্টে,এক বেলা আধপেটা পোড়া রুটিখানিও কি নিত্য যুড়তে নাই? তোমার সঙ্গে আমার তেমন জানাশুনা নাই, আমার এ শূন্যহৃদয়তা—এ অনধিকার চর্চ্চা দেখে, হয় ত তুমি মনে মনে আমার চরিত্রের কত নিন্দাই কোচ্ছ, কিন্তু নিন্দা কোরো না। নিন্দা করার স্বভাবও তোমার নয়, তাই মনের কথা—প্রাণের ব্যথা আমি না জানাতে ইচ্ছা কোরেও কথা প্রসঙ্গে মনের আবেগে—অনেক কথাই বোলে ফেলেছি। মনে কিছু কোরো না। দুঃখিনী আমি, আমার কথা আর ত কেহঁ শোনে না। সুখী লোক তাঁরা, দুঃখীর দুঃখ কথা তাঁরা শুন্‌বেন কেন? শুন্‌লেই বা বুঝবেন কেন? তাই কারও কাছে কিছু বলি না। কিন্তু না বোল্লেও, প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা দমবন্ধ হবার মতন হয়ে আসে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তথন ডাক্ ছেড়ে না কেঁদে থাক্‌তে পারি না। আর কত কাল যে এমন ভাবে যাঁবে, তা এখন ভাবতে গেলেই আত্মহারা হয়ে যাই! যা হবার নয়, এমন আশা তথন কতই যে মনের মধ্যে জেগে উঠে, তাইতেই প্রাণের যন্ত্রণা যেন নেমে যায়।—কিন্তু সে ত অসম্ভব। যাক, এখন যাও তুমি।” মর্ম্মযাতনায় অধীর হয়ে সেলিনা এই কথা কয়েকটি উচ্চারণ কোল্লেন। উত্তরে বোল্লেম “না, তা হবে না। এমন অবস্থায় তোমাকে আমি ছেড়ে যেতে পারি না। আমার এখনো অনেক জিজ্ঞাস্য আছে। আমি জন্‌তে চাই, যারা যারা তোমাদের তত্ত্ব নিতে এসেছে, তারা কি তোমার পরিচিত?”

“না। তারা আমার পরিচিত নয়, কিন্তু তাতে আমার ভয় কি? আমার জীবনের সুখশান্তি শুষ্ক কুসুমকলির মত শুকিয়ে গেছে! আর প্রস্ফুটিত হবার আশা নাই, সৌরভ

নাই, কিছুই নাই। মেরি! একটি, একটি মাত্র কথা রাখ আমার!—তাঁকে—। তাতে আর কাজ কি! আমি বিষাদের উপাসনায় জীবন পাত কোত্তে বসেছি। মৃত্যু যন্ত্রণা আমি জানি, মৃত্যু অচীরেই আমার সকল যন্ত্রণা হতে মুক্তি দান কোর্ব্বে! মৃত্যুতে আমার আশঙ্কা নাই, কিন্তু কলঙ্ক নিয়ে যাওয়া, সেই কষ্টই যে আমার অধিক হয়েছে! হতভাগিনীর তনয়াকে জারজ বোলে লোকে যখন লজ্জা দিবে, তখন তার দীর্ঘনিশ্বাস, আমার নরক যন্ত্রণা দ্বিগুণিত কোর্ব্বে! ভীষণ নরক তখন যে আমার পক্ষে ভীষণতর হয়ে দাঁড়াবে! মেরি! আমার মতি স্থির নাই। আমি পাগল হয়েছি। অনুরোধ করি মেরি, তাঁকে যেন আমার এসব কোনও কথা বোলো না! একে ত আমি তাঁর ঘৃণার পাত্রী, তার উপর এই সব কথা বোল্লে, তুমি যেন তাঁর ঘৃণা বৃদ্ধি কোরো না।”

“তা তুমি মনেও স্থান দিও না। বেশ পরীক্ষা কোরে দেখেছি, তিনি তোমার জন্যই উদাসীন! তোমার প্রতিমূর্ত্তিই তাঁর হৃদয়ে আছে বোলে, তিনি আজও বেঁচে আছেন! তাঁর দুঃখকাহিনী সেলিনা, তোমার এ বিষাদকাহিনী হতেও দুঃখজনক! দিন কিছু এমন যাবে না। প্রাণের আশা ভগবান একদিন পূর্ণ কোর্ব্বেনই কোর্ব্বেন। কাতর হয়োনা!—চঞ্চল হয়ো না! এখন উপস্থিত বিপদে পরিত্রাণ পাবার চিন্তা কর। তোমাদের দুজনে কখন সাক্ষাৎ হয়, দস্যুরা তাই দেখবার জন্যই ব্যগ্র আছে।”

“তাতেই বা আমার কি? তাদের সে অনুসন্ধান কি নিষ্ফল নয়? আর কি সম্মীলনের সম্ভাবনা আছে? সে যে নিতান্তই অসম্ভব! সে আশা আমার নাই। যে আশা বুকে কোরে আমি এতদিন বেঁচে আছি, সে মূর্ত্তি আমার হৃদয়ের সিংহাসনে বিরাজিত রয়েছে, আমার পক্ষে ভগবানের সেইটুকু কৃপাই যথেষ্ট! এই চিন্তার ধ্যানেই যদি জীবন যায়, তা হলেও মেরি, আমি কৃতার্থ জ্ঞান করি। তবে এই দুঃখ যে, তাঁকে আমার হৃদয়ের কথা জানাতে পাল্লেম না। তাঁর চরণ ধোরে—নেত্রজলে তাঁর চরণ অভিশিক্ত কোরে আমি জানাতেম,—আমি হৃদয়ের দ্বার উন্মোচন কোরে দেখাতেম, সেখানে আজও কোন্ মূর্ত্তি আঁকা আছে। তিনি আমাকে ক্ষমা কোল্লেন, এইটুকু শুন্‌বার জন্যই আজও এ জীবন আছে; কিন্তু সে আশা যে নিতান্তই দুরাশা! মেরি! তিনি তবে আজও মনে করেন! আজ তুমি যে কথা শুনালে, তাতেই আমি অধৈর্য্য হয়েছি! তিনি তবে অভাগিনীকে ভুলেন নাই! অভাগিনীর জন্য তিনি আজ উদাসীন! আমার জন্য তিনি বন্ধুসমাজে নিন্দিত, পূজনীয়গণের বিরাগভাজন; আত্ম-সুখে বঞ্চিত। কেন মেরি, কেন অভাগিনীর তবে জন্ম? আমার জন্য তিনি এত যন্ত্রণা পাচ্ছেন? মেরি, তুমি কত দেশ ভ্রমণ কোরেছ, জান কি, কি উপায়ে এ প্রাণের যন্ত্রণা নিবারণ হয়! আমি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রাণ আমার, এ প্রাণ দিলেও বুঝি তাঁর প্রাণের যন্ত্রণা ঘুচে না! আচ্ছা, ভেবে দেখ দেখি, কি কুক্ষণে আমার

জন্ম। আমি কতটুকু, কত ক্ষুদ্র! আমি জোনাকী, সূর্য্যকিরণে আপনার ক্ষীণ আলো মিশাতে গিয়েছিলেম, দগ্ধ হলেম; সূর্য্য তাতে মলিন কেন? আমি শিশিরবিন্দু, মহাসমুদ্রে মিশ্‌তে গিয়েছিলেম, অর্দ্ধ পথে শুকিয়ে গেলেম, কিন্তু এই শিশিরবিন্দুর অভাবে মহাসিন্ধুতে চড়া কেন? আমি ক্ষুদ্র লতা, দুরারোহ পর্ব্বতে উঠতে গিয়েছিলেম, অসমর্থ হয়ে পতিত হলেম,—দলিত হলেম, নির্জ্জিত হলেম; কিন্তু পর্ব্বতের এ চাঞ্চল্য কেন? আমি লতা, সে পর্ব্বত যদি অচলে রাখতে পার্ব্বো, তবে কি এ যন্ত্রণার আগুণে আত্মসমর্পণ করি? কিন্তু মেরি, তোমাকে অনুরোধ কোরে বলি, হাতে ধোরে বলি, এসব কথা যেন তাঁকে বোলো না। সংসারের লোকের মত ত তুমি নির্দ্দয় নও, আর যেন তাঁর দুঃখভারে অবসন্ন হৃদয়ে দুঃখের বোঝা দিয়ো না। কত জনের জীবন দিয়েছ তুমি, কত দুঃখী দুঃখিনীর নেত্রজল মুছিয়ে দিয়েছ তুমি, তুমি আমার এ অনুরোধ রক্ষা কোর্ব্বে, জানি। অনেকক্ষণ কষ্ট দিলেম, আজ আর না। দুঃখী লোকের দুঃখের কথা যে অফুরণ! বোলে কি তা ফুরাতে পারে? সে যে অনন্ত দুঃখ। তাই বলি, আজ আর কাজ নাই। অনুরোধ করি, আর একদিন এস তুমি। আর একদিন অভাগিনীকে দেখা দিয়ে যেও। আমি তোমার আগমন পথ চেয়ে রইলেম। দেখো, যেন ভুলে থেকো না। সংসার আমার প্রতিবাদী, সংসারের বিষনয়নে পোড়েছি আমি, তুমি আমাকে দয়া কোরো! আমি তোমার কৃপার ভিখারিণী!”

মিষ্ট কথায় সন্তুষ্ট কোরে বিদায় হলেম। অধিক বিলম্ব হয়েছে, দ্রুতপদে বাইরে এলেম। কলক্রন তখনো ছেলেদের নিয়ে যথাস্থানে অপেক্ষা কোচ্চেন। আমাকে দেখেই আগ্রহে আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেন “মেরি! দেখা হয়েছিল ত? তিনি—সেলিনা কি আমার কথা কিছু বোলেছেন? আমি তোমাকে পাঠিয়েছি শুনে সন্তুষ্ট হয়েছেন কি? সেলিনাকে কেমন দেখলে তুমি? বেশী বেশী রুগ্ন হয়েছেন কি? নাঃ—তত রুগ্ন নয়! কেমন? মেরি, মর্ম্মযাতনায় বিষাদিনী এখন কেমন আছেন?”

“কেন আর সে কথা জিজ্ঞাসা করেন? আপনি কি তা এখনো বুঝতে পারেন নাই? সেলিনার দুঃখকাহিনী বর্ণনার বিষয় নয়!”

“অনুতাপেই বোধ হয় তাঁর হৃদয় দগ্ধ হয়ে গেছে! কেমন?”

“অনুতাপেই তিনি দগ্ধ হ’চ্ছেন সত্য! তাঁর স্বভাবের যে রহস্য, তাঁর হৃদয়ের যে যন্ত্রণা, তা আপনি বুঝেন না। এখন আর অধিক বলার অবসর নাই। হতভাগিনী সেলিনার দুঃখকাহিনী—আপনি একবারে ভেবে দেখ্‌বেন! নির্জ্জনে—মনের সঙ্গে বেশ ঐক্য করে ভেবে দেখ্‌বেন; তখন বুঝ্‌বেন, অভাগিনী কি দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা—কি প্রাণান্তক দুর্দ্দশা, তার উপর কি শোচনীয় দুরবস্থায় পতিত হয়েছেন! আহা, বিশীর্ণা স্বর্ণলতা, বিশীর্ণা হয়েও বেঁচে থাকতে পাত্ত, কিন্তু আশা বারিবিন্দুর অভাবে সে লতা বুঝি শুকায়! তিনি নিজের

চিন্তাতেই অস্থির—নিজের নেত্রজলেই তিনি পথ দেখ্‌তে পান না, নিজের ভাবনা চিন্তাই ভেবে চিন্তে তাঁর সময় ফুরায়, তিনি দস্যুর ভাবনা ভাবেন কখন? দস্যুদের কথা তিনি কিছুই জানেন না।”

সংক্ষেপে এই পর্য্যন্ত বোলে বাড়ী এলেম। ছেলেদের আহারের আয়োজন ঠিক ছিল। তাদের আহার করিয়ে শয়ন করালেম, আমিও আহার কোরে শয়ন কোল্লেম। জেনে রাখলেম, সেলিনা অতি দুঃখিনী।

ঊন-অশীতিতম লহরী।



বিপদ পদে পদে।—অন্যায় সন্দেহ!

একসপ্তাহ অতীত! দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ অতীত! এই এক সপ্তাহ ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি! একটিবারও বাড়ীর বার হবার সুবিধা হলো না। সেলিনার কোন সংবাদ পেলেম না। কলবন্ধন এই এক সপ্তাহের মধ্যে একদিনও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। যা দুই একবার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাতে কথা কইবার অবকাশ হয় নাই!

এক সপ্তাহের পর আকাশ বেশ পরিস্কার হলো, বেড়াতে বেরুলেম। যদি কলবন্ধনের কিছু বক্তব্য থাকে, যদি তিনি আমার সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ কোত্তে যান, এই অভিপ্রায়ে বেড়াতে যাবার সময় তাঁর সম্মুখ দিয়ে এলেম। আস্‌বেন কি না, কিছু বক্তব্য আছে কি না, তাঁর মুখের ভাবে—দৃষ্টির ভাবে সে সব কিছু প্রকাশ পেলেম না! তথাপি আশা রইল, বেরুলেম। যদি কলবন্ধন আসেন, যদি তাঁর কিছু বক্তব্য থাকে, তা হলেও তিনি সেলিনার বাড়ীর দিকে যাবেন না। পিতৃব্য মহাশয়ের অমতে, তিনি প্রকাশ্য ভাবে সে পথ দিয়ে যাতায়াত কোর্ত্তে পারেন না। সেই জন্য সেলিনার বাড়ীর দিকে গেলেম না। উইঞ্চেষ্টরের সদররাস্তা দিয়ে চোল্লেম।

প্রায় আধ মাইল এলেম। পেছুনে ফিরে চেয়ে দেখলেম, কলবন্ধন আস্‌ছেন! আনন্দিত হলেম! ধীরে ধীরে অগ্রসর হোলেম। কলবন্ধন এসে যোগ দিলেন। দু একটি মাত্র কথা হয়েছে, এমন সময় একটি সুন্দর যুবা মাঠের পথ দিয়ে সদররাস্তায় উঠলেন।

যুবার দীর্ঘ দেহ, পরিণত চেহারা, চমৎকার গোঁপ। অতি বিলাসীর বেশভূষা। দেখলেই বোধ হয়, যুবা বিলাসীতার রাজ্যের একজন বিখ্যাত অভিনেতা। বিলাসের

জন্যই তিনি যেন বিব্রত। আত্ম-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য—তিনি যেন আত্মজীবন উৎসর্গ কোত্তেও কাতর নন। যুবার ভঙ্গীভাবে যেন বিলাসীতা মাখা।

যুবক কলবন্ধনকে দেখেই বোল্লেন "কে, কলবন্ধন যে?"

কলবন্ধন যুবার দিকে চেয়ে ক্রোধে অধীর হলেন। বজ্রগম্ভীর স্বরে বোল্লেন "কাপ্তেন তালমুখ নাকি?"

চিন্‌লেম, জান্‌লেম, লোকটা কে! সেলিনার কলঙ্ককাহিনীর, সরলহৃদয় কলবন্ধনের সুখশান্তির কালরাহু, এই কাপ্তেন তালমুখ! কলবন্ধন দ্রুতপদে কাপ্তেনের হস্ত ধারণ কোল্লেন। উচ্চৈস্বরে বোল্লেন "দস্যু! লম্পট! বদমায়েস! আমার হাতে আর তোমার পরিত্রাণ নাই। আজ হয় তোমার, না হয় আমার জীবনের শেষ দিন!"

"তোমার বাসনা কি?" ধীরভাবে কাপ্তেন জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তোমার তবে বাসনা কি?"

"বাসনার কথা আবার জিজ্ঞাসা কর তুমি? তোমাকে আমি গুলি কোর্ব্বো। জীবন নেব তোমার।"

আমি ত অবাক! একটা যে ভয়ানক বিপদের পূর্ব্ব লক্ষণ, তা যেন বেশ বুঝতে পাল্লেম। কলবন্ধন বোল্লেন "যাও মেরী! চোলে যাও তুমি। ছেলেদের নিয়ে ঘরে যাও। আমাদের এসব কথা যেন প্রকাশ না হয়।"

সভয় সকাতরে বোল্লেম, "এ দ্বন্দ্বযুদ্ধ না হলেই কি নয়?"

"না মেরি, তা হয় না। ভদ্রতার অনুরোধে—নামসম্ভ্রমের খাতিরে এ সংসারে যখন সকল সদসৎ কার্য্যই কোত্তে হয়, তখন এ যুদ্ধ আহ্বান কি ত্যাগ করা যায়? যাও তুমি, বাড়ী চোলে যাও।"

এ কথার কোনও উত্তর দিতে আর আমার সাহস হলো না। কাঠের পুঁতুলের মত অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেম।

কাপ্তেন বোল্লেন "তাতেই আমি প্রস্তুত, কিন্তু আমি এখন নিরস্ত্র! চল, অন্যস্থানে বল পরীক্ষা হবে। এখানে আমাদের চিন্‌বে কে? আমাদের যুদ্ধের বিচার করে কে? চল বরং অন্যত্র যাই! উইঞ্চেষ্টরের হোটেলে চল। লোকজন নিয়ে—উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, তখন উভয়ের বল পরীক্ষা হবে। আমি নিরস্ত্র, তুমি অবশ্যই নিরস্ত্রের প্রতি অস্ত্র ত্যাগ কোরে আত্মচরিত্র কলঙ্কিত কোর্ব্বে না। কেমন? এতে তোমার সম্মতি আছে ত?"

"আছে। এখনি চল।" কাপ্তেনের সঙ্গে কলবন্ধন দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। কোন্ স্থান এই বিষম পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হলো, বুঝতে পাল্লেম না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবে, ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চোল্লেম। এখনি যে

একটা দুর্ঘটনা ঘোটবে, এখনি যে একজনের জীবন চিরদিনের জন্য নষ্ট হবে, তা ত নিশ্চয়! বাড়ীতে প্রকাশ কোর্ব্ব না, স্বীকার কোরেছি। প্রকাশ কোরেই বা লাভ কি? কোথায় এখন কলবন্ধনের সন্ধান পাওয়া যাবে? প্রকাশ না করাই ভাল। এই যুক্তি স্থির কোরেই বাড়ী ফিরে এলেম।

বাড়ীর দিকে অস্‌ছি।—এত বড় একটা ঘটনা চক্ষের সম্মুখে ঘোটে গেল, তার চেয়েও গুরুতর আর একটা ঘটনা যে সংঘটিত হবে, তাও যেন বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। দেখ্‌তে পাচ্ছি কি; ঘোট্‌বেই নিশ্চয়। হয় নৃশংসহৃদয় ভণ্ডচূড়ামণি কাপ্তেন, না হয় মর্ম্মাহত কলবন্ধন আজ গুরুতর আহত হবেন। হয় ত দুজনের মধ্যে একজনের প্রাণই যাবে। ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়!

আঘাত পেতে কলবন্ধনই পাবেন। জীবন দিতে—এই প্রেমের আগুণে আত্মাহুতি দিতে কলবন্ধনই দিবেন। এ যে পাপের রাজ্য! পাপীরাই এ সংসারে দেখ্‌তে গেলে সুখী। তারাই এ সংসারের রাজা। এ সংসারে এসে যত দিন জ্ঞান হয়েছে, তাতে পাপের প্রতিফল যে নাই, তা বলি না; কিন্তু পাপীরা সংসারের ক্ষতি করে বিস্তর। পাপীরা পাপের আগুণ জ্বালে, পুড়ে মরে তাতে শত শত নিরীহ সরলপ্রাণ নরনারী। বড় ভয় হলো!

আর এক কথা মনে পড়ে গেল। কাপ্তেন এদেশে ছিলেন না। দুরপণেয় কলঙ্করাশির মোচন কোত্তে শুনেছিলেম, কাপ্তেন পলাতক। ইনি তবে এখানে আবার এলেন কেন? কলবন্ধন এসেছেন,—এ সংবাদ কাপ্তেন জানেন। সেলিনা যাতে এ জীবনের মত দুঃখের সাগরে ভেসে ভেসে—কোনও অজ্ঞাত অপরিচিত বিষাদের আঁধারে ডুবে যায়; কলবন্ধন চিরদিনের জন্য মর্ম্মদাহে দগ্ধ হয়ে হয়ে, শেষে আত্মনাশ করেন, এই যেন কাপ্তেনের বাসনা! এই সরলহৃদয় দুটিকে চিরদিনের জন্য দগ্ধ কোত্তে, বিধাতা যেন এই কাপ্তেনকে নিযুক্ত কোরেছেন। এদের অদৃষ্ট আকাশে কাপ্তেন কালরাহু! সব্রিজ আর বুলডগ, তারা যে কাপ্তেন কর্ত্তৃকই নিযুক্ত হয়েছে, তাও যেন বেশ জান্‌তে পাল্লেম। বেশ যেন বিশ্বাস হলো; কাপ্তেন ভিন্ন সেলিনা কলবন্ধনের এ জগতে আর ত দ্বিতীয় শত্রু নাই। এরা তবে তাঁরই নিয়োগে সেলিনা আর কলবন্ধনের গতি পরীক্ষায় নিযুক্ত হয়েছে। ভগবান কি এই অবিতৃপ্ত কুমার কুমারীর সহায় হবেন না?

এসেছি মাত্র, এমন সময় শুন্‌লেম, বিবি আমার জন্য অপেক্ষা কোচ্চেন। তখনি ছেলেদের প্রধানা কিঙ্করীর কাছে রেখে সভাগৃহে উপস্থিত হলেম। দেখলেম, অস্ত্রবশ দম্পতি সর্ব্বাঙ্গে মোটামোটা কাপড় জড়িয়ে বোসে আছেন। আমি যেতেই বিবি বোল্লেন "মেরি, আমি জানি, তুমি কখন মিথ্যা বল না। আমি যা জিজ্ঞাসা করি, সত্য বল। কলবন্ধনের সঙ্গে গোপনে গোপনে তোমার কি পরামর্শ হয়েছে? একদিন কুঞ্জবনে ঘাসের উপর বোসে

তোমাদের কি কি কথা হয়েছে? একদিন তাঁর কাছে ছেলেদের রেখে, কোথা গিয়েছিলে তুমি?" এই মাত্র বোলে বিবি স্বামীর দিকে চেয়ে বোল্লেন "আবার তুমি কম্বল হতে পা বার কোরেছ? সর্ব্বনাশ ঘটাবে তুমি! এত কোরে হিম লাগলে মানুষ বাঁচে কি!" মাননীয় অন্তবশ পত্নীর আজ্ঞা তথনি প্রতিপালন কোল্লেন। শ্রীমতী আবার আমাকে লক্ষ্য কোরে বোল্লেন "বল মেরী। গোপন কোরো না। দেখা হয়েছিল কি না, বল।"

মিথ্যা কথা বলায় আমার আবশ্যক কি? বোল্লেম "হাঁ মা! কলবন্ধনের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু—কিন্তু"

"কিন্তু কি? সে কথা বোল্‌তে তোমার কি কিছু আপত্তি আছে?" অন্তবশ এই কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন। উত্তরে বোল্লেম, "না। আপত্তি নাই; তবে গোপন রাখতে স্বীকার কোরেছি, তাই।" এমন সময় একটা গোল উঠলো! বাড়ীর সামনেই গোল! ৫।৭ জন কৃষক ধরাধরি কোরে কলবন্ধনকে বাড়ীর সামনে এনেছে! দেখেই বুঝলেম! কলবন্ধন তবে কি নাই! তথনি তিনজনেই দ্রুতপদে নেমে এলেম! দেখলেম, জীবিত আছেন; তবে আঘাত গুরুতর।

বিবি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন "আমার কলবন্ধন! আজ তোমার এ কি? একি দেখি বৎস? কলবন্ধন! প্রাণাধিক! কেন তোমার এ দুর্গতি? কোন্ নৃশংস—কোন্ দয়াহীন তোমার প্রতি এ শত্রুতা সাধন কোর্‌ছে? কে তোমার প্রাণকে বাতাসে মিশিয়ে দিতে এমন মর্ম্মান্তিক ষড়যন্ত্র কোরেছে? সংসারে এমন নির্দ্দয় কে, কে এমন পাতকী পামর, কে এমন মায়ামমতা হীন নিষ্ঠুর, কে এমন স্নেহদয়াহীন পাষণ্ড, যে তোমার শরীরে গুলির আঘাত কোরেছে? প্রাণাধিক! প্রিয়তম আমার, কথা কও, কোন্ হতভাগ্য তার আত্মনাশের জন্য এমন গর্হিত ঘৃণিত কার্য্য কোরেছে, বল। কোন্ হৃদয়হীন তোমার প্রতি এমন নৃশংস ব্যবহার কোরেছে, নাম কি তার? ভগবান! দয়াময়! পতিতপাতকী যে, পাপী তাপী যে, সেও ত প্রভু তোমার নামে পাপতাপে পরিত্রাণ পায়; ভগবান্, রক্ষা কর, আর্থায়ের জীবন দান কর। ভিক্ষা করি, আমার কলবন্ধনের প্রাণদান দাও প্রভু! হায় হায়! কলবন্ধন! কেন তুমি গৃহের বাইরে গেলে! কেন তুমি প্রাণ হারালে!" শ্রীমতীকে সান্ত্বনা কোল্লেম। ডাক্তার এসেছেন, জীবনের আশা দিলেন। তথাপি পুনঃ পুনঃ শ্রীমতী মর্ম্মান্তিক উচ্ছ্বাস ভরে জিজ্ঞাসা কোর্‌তে লাগলেন "কলবন্ধন! প্রাণাধিক! বল বৎস! কে তোমার এ দুর্গতির মূল?"

অতি কষ্টে মুখ ফিরিয়ে কলবন্ধন বোল্লেন "সব মেরী জানে।" তথনি সকলেই আমার দিকে চাইলেন, তখন কোন কথা প্রকাশ কোল্লেম না। ধরাধরি কোরে আহতকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেম। কৃষকদের পুরস্কার দিয়ে বিদায় করা হলো। ডাক্তার রবার্টসন সঙ্গে

এসেছিলেন, তিনিই সেই ঘোর বিপদে রক্ষা করেন। কৃষকেরা বোল্লে "তিনজন লোক। একজন গুলি করে, আর দুজন দাঁড়িয়ে ছিল। গুলি কোরেই তারা পালিয়ে যায়। আমরা ডাক্তার ডেকে আনি।" বুঝলেম, এ ক্ষেত্রে বুলডগ আর সব্রিজ কাপ্তেনের সহযোগী। ঔষধপত্রের ব্যবস্থা কোরে, ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে, আমরা সভাগৃহে এলেম। বিবি সমস্ত কথা বোল্‌তে অনুরোধ কোল্লেন। আমিও সব কথা খুলে বোল্লেম। যাঁর নিষেধ ছিল, তাঁরই অনুমতি পেয়েছি, তবে আর প্রকাশ কোত্তে বাধা কি? সবই বোল্লেম। শেষে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "দস্যুদের গেরেপ্তার করার কি কোনও সুবিধা নাই? তারা কি অমনি অমনি নিষ্কৃতি পাবে?"

ধীরভাবে অন্তবশ বোল্লেন "এখন সে সব কিছু বলা যায় না। অবশ্যই তারা এখন নিকটে নাই। বিবেচনা কোরে দেখে, যা হয় করা যাবে। যে হিম! এতে কোন গোল মাল কোত্তে গেলে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। যা হয়, পরে হবে।"

আমি আপন ঘরে এলেম। কতই ভাবতে লাগলেম। ঈশ্বরের এ কি বিধি! এ সংসারে যারা নিরীহ, সংসার থেকে যারা দূরে দূরে বাস কোত্তে চায়, তাদেরই কি বিপদ পদে পদে!

অশীতিতম লহরী।



দেখ্‌তে পাবেন ত?—বিষম উপসর্গ!

এই দুর্ঘটনা ঘটিবার দিন, সন্ধ্যা ৭টার সময় আমি আমার নিজের ঘরে বোসে আছি, বিবি একখানি পত্র হাতে কোরে সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। সস্নেহবচনে বিবি বোল্লেন "মেরি! এই চিঠিখানি এসেছে। একজন কৃষক, মালীর হাতে এই পত্র খানি দিয়ে বিনা-বাক্যব্যয়ে প্রস্থান কোরেছে। মালীর জিজ্ঞাস্যের কোন উত্তরই সে দেয় নাই। কিসের পত্র এ, কোথা হতে এসেছে, আমি তা কিন্তু অনুভবেই বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার অনুমান সত্য কি না, আমি যা বুঝেছি, তা ঠিক্ ঠিক্ মিলে যায় কি না, এখনি বুঝ্‌তে পার্ব্বে। পত্রখানা খুলে পোড়ে দেখ, এখনি বুঝ্‌বে।"

পত্রখানি খুলে দেখলেম। নীচের নাম সই দেখে চিন্‌লেম, সেলিনার পত্র। পত্রে লেখা আছে,—

প্রিয়তমে!

আমি তোমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চাই। তুমি আমাকে আশা দিয়াছ, কৃপা করিয়াছ, তাহাতেই আমার এই সাহস, তাহাতেই আমার এই আশা! আশা পূর্ণ করিয়া অনুগৃহীত রাখিতে ভুলিও না। অভাগিনী আমি, তোমার আগমন পথ চাহিয়া বসিয়া রহিলাম। আমার মাথার ঠিক নাই, তথাপি আমাকে অভাগিনী বলিয়া দয়া করিও। করুণাময়ী তুমি, বোধ হয় আপত্তি করিবে না। অনুরোধ করি, প্রার্থনা করি, এখনি একবার দেখা দিয়া যাইও। ইতি— সেলিনা।

পত্রখানি পাঠ কোরে শ্রীমতীর হাতে দিলেম। তিনি আগ্রহের সহিত পাঠ কোল্লেন। জিজ্ঞাসা কোল্লেন "আমার স্বামীকে দেখতে পারি কি?" কোন আপত্তি জানালেম না। তখনি তিনি প্রস্থান কোল্লেন। ফিরে আস্‌তে আধ ঘণ্টাও হলো না। এসেই বোল্লেন,

"যদি তোমার নিজের কোন আপত্তি না থাকে, যাও তুমি। যাওয়াই উচিত। আর্থার সমস্ত রাত কাল সেলিনার নামই কোরেছে। জান্‌তে পেরেছি, সেলিনা তার জীবনের সঙ্গে গাঁথা আছে। সেলিনার আশা দুরাশা! নির্ব্বোধ বালিকা, দুরাশাকে বুকের মধ্যে চিরদিনের মত প্রতিষ্ঠা কোরে, তারই চিন্তায় জীবন পাত কোত্তে বোসেছে। বালিকা সে, কতটুকু বুদ্ধি তার! নির্ব্বুদ্ধিতার যে বিষময় পরিণাম, অপরিণামদর্শীতার যে বিষম সন্তাপ, সেলিনা একা নয়; আমার আর্থারও যথেষ্ট ভোগ কোচ্ছে। সে ভোগের বিরাম দান মানুষের হাত নয়! বড় অন্যায় কাজ হয়েছে! অভাগা অভাগিনী না বুঝে বিষের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, প্রাণই যাবে তাদের! তাতে আমাদের হাত কি! আমরা সেলিনার উপর অন্যায় অত্যাচার কোত্তেচাই না। যাও তুমি! দেখা কোরে এস। ডাক্তারেরও এই মত।"

"ডাক্তার! তাঁকেও কি এ পত্র দেখিয়েছেন?" কথাটা বড় ভাল বোলে বোধ হলো না। ডাক্তার তিনি, এতই কি বিশ্বাসী? তাতেই জিজ্ঞাসা করা। বিবি বোল্লেন "তাতে কোন বাধা হবে না। তিনিই সেলিনার সূতিকাগারের বন্ধু, সবই তিনি জানেন।"

কোনও একটা রহস্য প্রকাশ পাবার অভিপ্রায়ে ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "কুমার কলবর্দ্ধন? তিনি কি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন? রোগীর শয্যা পার্শ্বেই কি এ সকল কথা হোয়েছে?"

ঈষৎ সহাস্য বদনে শ্রীমতী বোল্লেন "তাও কি কখনও হয়। তুমি কি এমনই অসাবধান বোলে আমাকে মনে কর? অতি নির্জ্জন ঘরে—অতি নির্জ্জনে তিন জনে এই সব কথা-বার্ত্তা। ডাক্তার বড় সদাশয়—বড় দয়ালু! তিনি আগ্রহ সহকারে বোলেছেন, এমন কি আমাকে অনুরোধ কোরে বোলেছেন, "মেরীর এখনি—এই মুহূর্ত্তেই সেলিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত।" তিনি আমাকে অনুরোধ কোরে তাড়াতাড়ি পাঠাতে বোলেছেন। যাও মেরি, যাও তুমি।"

"আর একটি কথা। ডাক্তার সবই ত জানেন।—সকলকেই ত চিনেন, কুমার যখন আহত হন, যখন তিনি এই নির্ঘাত আঘাতের সংবাদ পান, তখন ঘটনা স্থলে তিনি কি কাকেও দেখেছিলেন ? কুমারকে যে আঘাত কোরেছে, তাকে কি ডাক্তার দেখেছিলেন ?"

"স্পষ্ট নয়।—আঘাত সংবাদ যথাসময়েই তিনি পেয়েছিলেন, সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রেই ছুটে ঘটনা ক্ষেত্রে এসেছিলেন, কিন্তু ঘটনার স্থান হতে তাঁর বাড়ী নিকট নয়। তাই কাকেও দেখতে পান নাই। তবে দূরের আব্‌ছা আব্‌ছা দেখায়, তিনি বিশ্বাস কোরেছেন, কুমারের এই দুর্দ্দশার মূল—সেই ভণ্ড কাপ্তেন তালমুখ।"

সন্দেহ গেল। তাড়াতাড়ি বেরুলেম। দ্রুতবেগে চোল্লেম। সেলিনার বাড়ীতে পৌছিতে ১৫ মিনিটের বেশী সময় লাগলো না। নানসী দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কলবন্ধন কেমন আছেন ? গুরুতর আঘাত পেয়েছেন কি ?" উত্তর কোল্লেম "কোন ভয় নাই। গুলি যদিও এখনো হাত হতে বার কোত্তে পারা যায় নাই, তা হলেও ভয়ের তেমন কোন কারণ নাই।" এই মাত্র বোলে উপরে উঠলেম। সেলিনা আমারই আগমন পথ চেয়ে বোসেছিলেন. আমি যেতেই দাঁড়িয়ে উঠে, আমার হাত ধোরে সজলনয়নে বোল্লেন "বল, সত্য বল মেরী, তিনি কি বেঁচে আছেন ? আমার—না, তোমাদের কলবন্ধন এখনও কি জীবিত আছেন ? দুরাচার পাষণ্ডের আঘাতে তিনি ত প্রাণ হারাণ নাই ?"

তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেম। নানসীকে যা বোলেছিলেম, একেও তাই বোল্লেম। হত-ভাগিনীর বুকের পাষাণ যেন সরে গেল! বোল্লেন "আঃ! এমন ভাগ্য আমার হবে! তিনি কি বাঁচবেন! ঈশ্বর! আর কি প্রার্থনা কোর্ব্ব, যদি তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস থাকে, যদি আমি নির্দ্দোষী হই, সেই পুণ্যবলে আমার—তিনি কলবন্ধন—যেন জীবিত হন! মেরি! আজ তুমি যে সংবাদ দিলে, আমি এ জীবনে তোমাকে কখনই ভুলে যাব না। তোমাকে আমি মাতার ন্যায় ভক্তি কোর্ব্ব! ভগ্নীর ন্যায় ভালবাসবো। জীবন ত আর অধিক দিন স্থায়ী হবে না, কিন্তু—একবার শেষ দেখা—। মেরি, বুঝ্‌তে পেরেছ কি, প্রাণে যে হতাশার ঝড়, মেরি, তুমি তা অনুভব কোত্তে পেরেছ কি ? যদি তা বুঝে থাক, বল মেরি,—সত্য বল, এমন বুকের বোঝা নিয়ে মানুষ কি বাঁচ্‌তে পারে ?—না। মেরি! সেই পাষণ্ড কাপ্তেন তখনি হয় ত পালিয়ে গিয়েছিল ? দুজনে যে সব কথা হয়েছিল, তার কিছু জান কি তুমি ? সেই প্রশ্নোত্তরে এই হতভাগিনীর কোন কথা ছিল কি ? বুঝতে পেরেছি আমি, সেই দস্যু দুটি এরই দলের! কাপ্তেনের কোন কথা তুমি শুনেছ কি ?"

"না। এক বর্ণও আমি জানি না। বিবাদের সূত্র কেবল জানি। তার পর যেটুকু জান্‌তেম, তাই বোল্‌লেম।" সেলিনার মর্ম্মযাতনা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হলো। অতি কাতরকণ্ঠে বোল্লেন "মেরি! ঈশ্বর তাঁকে রক্ষা করুন; কিন্তু যদি তাঁর বিপদ ঘটে, যদি হতভাগিনীর

আশাতরু চিরদিনের জন্য নষ্ট করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে আমার অনুরোধ রক্ষা করো। একবার এসো, অনুরোধ করি, হাতে ধোরে বলি, একবার এসো। আমি তাঁর শেষ কথা শুনে যাব। আমি তাঁর চরণে মাথা রেখে, চরণ যুগল নেত্রজলে অভিসিঞ্চিত কোরে, আমার শেষ প্রাণের কথা জানাব। মেরি! আমার এ দুঃখ কাহিনী শোনবার তিনি ভিন্ন আঁর যে এ জগতে কেহ নাই? যাব আমি! লোকলজ্জায় আর আমার ভয় কি? শতবাধা তুচ্ছ কোরে, সমাজের সহস্রপদাঘাত বুক পেতে নিয়ে, আমি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে যাব। একবার শেষ দেখা দেখবো। যেতে দেবেন না? সদয়হৃদয় অন্নবশ দম্পতি আপত্তি কোর্বেন? পায়ে ধোরে সাধলে কাঁদলেও কি তাঁদের দয়া হবে না? একবার শেষ দেখা দেখাবেন না? অবশ্যই দেখাবেন। মেরি! স্বীকার কর৹ তুমি, যখন হোক, আমাকে তাঁর শেষ কথা জানাবে? যদি তিনি এত শীঘ্রই পৃথিবী ছেড়ে যান, যদি এত শীঘ্রই তাঁর ইহসংসারের লীলা খেলা ফুরায়, তথাপি তাঁকে আমার শেষ কথা না শুনিয়ে কি যেতে দিতে পারি! তিনি অভাগিনীর শেষ কথা না শুন্‌লে,—হায়—সে কথা বলাই বা কেন?

"জানাব।" হতভাগিনীর আগ্রহের প্রতিকূলে দাঁড়াতে পাল্লেম না। আপনা হতেই উত্তর কোল্লেম "জানাব।"

সেলিনা হাত দুখানি ধোরে আনন্দ ভরে বোল্লেন, "জীবনের বন্ধু তুমি আমার, কিন্তু—না, আর বিলম্ব কোরো না। তিনি এখন কেমন আছেন, দেখ গে যাও।—তাঁর এ বিপদে কে সেবা সুশ্রূষা করে!"

সম্মতি জানিয়ে—প্রতি নমস্কার জানিয়ে গাত্রোত্থান কোল্লেম। বাড়ীর দরজায় আস্‌তে না আস্‌তে, প্রধানা কিঙ্করী বরাবর উপরের তলব সংবাদ জানালে। আমিও উপরের বৈটকখানায় দর্শন দিলেম। প্রবেশ কোরেই দেখলেম, বিষণ্ণবদনে মাননীয় অন্নবশ আর ডাক্তার রবার্টসন বোসে আছেন। আমি প্রবেশ কোর্‌তেই কর্ত্তা গম্ভীর বদনে বোল্লেন "অপেক্ষা কর। গিন্নীকে আস্‌তে দাও।"

দশ মিনিট অপেক্ষা কোত্তেই গৃহিণী শ্রীমতী অন্নবশা সভাগৃহে দর্শন দিলেন। আদেশ লাভ কোরে, সমস্ত ঘটনা বর্ণন কোল্লেম। সেলিনা যখন যে ভাবে যে কথা বোলেছেন, যথাসাধ্য তদনুকরণে—যত্ন কোরে তেমনি স্বরে বোল্লেম। শ্রীমতী বোল্লেন "ডাক্তার, এটা কি অতি বিস্ময়ের নয়?"

এতক্ষণ ডাক্তারের দিকে নজর করি নাই। এখন চেয়ে দেখলেম, ডাক্তার যেন একমনে আমার প্রত্যেক কথা গুলি শুনেছেন, কিন্তু এখন সে সব মনে আস্‌ছে না। মনে কোর্‌তে যত্ন কোচ্ছেন, পার্‌ছেন না। এমন একটা আঁধার তাঁর মুখে লেগে গেছে, সেটাকে ডাক্তার

যেন চেষ্টা করেও টলাতে পাচ্ছেন না।—গলা শুকিয়ে গেছে। তার প্রমাণ পেলেন। ডাক্তার গৃহিনীর প্রশ্নের উত্তর—অতি শুষ্ককণ্ঠে—ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় দিলেন "হাঁ! বাস্তবিক বড়ই বিস্ময়ের কথা।"

গৃহিণী যেন উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেন "ভাল ডাক্তার; যখন সেই দুঃখের ঘটনাটা ঘটে, তুমি ত তখন সেখানে ছিলে; তুমি ত তার সবই জান। মনে কোরে দেখ না। সে সব ইতিহাস শুন্‌লে, হয় ত আমাদের মনের আঁধারটা কেটে যায়। বল না কেন? তত বড় ঘটনা, অবশ্য মানুষে কখন ভুল্‌তে পারে না।"

ডাক্তার ম্লান মুখে বোল্লেন "আমি যথার্থই বোলছি, আমি তার বিন্দু-বিসর্গ জানি না। তোমরা মিছে সন্দেহ কোর্‌ছো। আমি ডাক্তার, রোগীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক। গেলেম—রোগী দেখে চ'লে এলেম, তা আমি—" অপরিসমাপ্ত কথা মুখে কোরে ডাক্তার গৃহের বাইরে চোলে গেলেন। সন্দেহটা আরও পেকে দাঁড়ালো। চিন্তিত হলেম।

ডাক্তার বেরিয়ে যেতেই গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কলবন্ধন এখন কেমন আছেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে গৃহিণী উত্তর কোল্লেন "কৈ মেরি, তেমন উপশম ত কিছু দেখ্‌ছি না, বরং ক্রমেই বৃদ্ধি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি! যেমন জ্বর, তেমনি বিকার; তৃষ্ণা, গাত্রদাহ, প্রলাপ! তবে আর ভাল কি কোরে? ডাক্তার কাল সমস্ত রাত্রি জেগে ঔষধ খাইয়েছিলেন, তাতেই অভাগার প্রাণটা যেন বেঁধে রাখা গেছে! হায় মেরি, একি দুর্দৈব!"

অনেকক্ষণ উত্তর প্রত্যুত্তরের পর বিদায় নিলেম। পরিশ্রম বোধ হলো, বস্ত্র পরিবর্ত্তন কোরে—কিছু খেয়ে সকালে সকালে নিদ্রা গেলেম।

প্রভাতেই উঠেছি। তাড়াতাড়ি রোগীর গৃহের উদ্দেশে চোল্লেম! দেখ্‌লেম, ডাক্তার যাই কেন বলুন না, অবস্থা দেখ্‌লে বাঁচার কোন সম্ভাবনাই মনে উঠে না। ফিরে এলেম। বৈকালে ডাক্তার হাতের গুলি অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা নির্গত কোরে দিলেন, কিন্তু তাতে বরং কুফল ফলে গেল। একে ত রোগী অতি ক্ষীণ, তার উপর অস্ত্রচিকিৎসায় পরিমাণাতীত রক্তস্রাবে রোগী আরও অবসন্ন! একবারে কণ্ঠাগত প্রাণ! সকলে তাড়াতাড়ি হাওয়া কোরে, ঔষধ প্রলেপের ব্যবস্থা কোত্তে, রক্তস্রাব বন্ধ হলো,—কিন্তু রোগীর অবসন্নতা এদিকে ক্রমেই বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো!

সন্ধ্যার একটু পরেই গৃহিণী এলেন, চলনভঙ্গীতেই বুঝ্‌লেম, বড় বিষণ্ণ! মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, চক্ষে জল! বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠ্‌লো। সেই কম্পকে বৃদ্ধি কর্ব্বার জন্য বিষাদিনী গৃহিণী বোল্লেন "না মেরি, আশা নাই!" ঘরের চারদিকে গৃহিণীর বিষাদ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি উঠ্‌লো" আশা নাই!" চার দিকে যেন কেমন একটা হাহাকারের ঝড় চোলে গেল! গৃহিণী তদ্রূপ ভাবেই বোল্লেন "ডাক্তার যতই কেন

আশা দিন্না, জীবনের আশা আর আমি করিনা! প্রাণের মধ্যে একবারও এ বিশ্বাসকে দাঁড় করাতে পাচ্ছি না যে, কলবন্ধন আমার, এক দিনের পরমায়ুও ভগবানের কাছে মঞ্জুর পাবে। তবে আর আশা কি আছে?"

ক্ষণকাল স্থির ভাবে থেকে—বিষাদিনী আবার বোল্লেন, "দেখ মেরি, আশা ভঙ্গের কি শোচনীয় মনস্তাপ! সেই অবোধ বালিকা,—সেই অভাগিনী সেলিনা, সেও ত এই শোচনীয় মনস্তাপ ভোগ কোচ্ছে? তবে আর কাজ কি? তার শেষ আশা পূর্ণ কর তুমি। অভাগিনীর শেষ আশা পূর্ণ হলে, যদি সে শান্তি পায়, তাতে বাধা দেওয়া পাপ। যাও তুমি। স্বীকার কোরে এসেছিলে, তোমার সে প্রতিজ্ঞা তুমি পালন কর। এখনি যাও। তাকে তুমি নিয়ে এস।"

আমি উত্তরে বোল্লেম, "আমি তবে এখনি যাব কি?"

বাধা দিয়ে গৃহিণী বোল্লেন "দেখ মেরি, সেই যা আশা! জীবনের কোনও আশাই আর নাই; তবে নিরাশার মধ্যে সেই এক বিন্দুপ্রমাণ যা আশা! কাল সমস্ত রজনী আর্থার আবার প্রলাপ বোকেছে! তার মধ্যে এ জগতের আর কারও কথা নয়—আর কোন বিষয়েরই কথা নয়; সকল কথাই তার সেলিনা—সেলিনা—সেলিনা! তাই মনে কোরেছি, যদি সেলিনার দেখা পায়, তা হলে হয় ত এই প্রিয়সমাগমে তার রোগপীড়া নিরাময় হতে পারে! কেমন মেরি, একি সুযুক্তি নয়?"

আমি বোল্লেম, "ঠিক যুক্তি। যদি সেলিনা আসেন, যদি পরস্পরের সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হলে শতচিকিৎসা অপেক্ষাও অধিক ফল হবে। এই আমার বিশ্বাস!"

গৃহিণী আত্মপ্রশংসায় কৃতজ্ঞ-লজ্জিত হয়ে বিদায় দিলেন। আমি তখনি তাড়াতাড়ি বেশভুষা কোরে সেলিনা দর্শনে চোল্লেম। গৃহিণী বোলে দিলেন, পরীক্ষা নিয়ে বিবেচনা কোরে কথা কইতে। তাই আন্দোলন কোত্তে কোত্তে চোল্লেম।

তাড়াতাড়ি যাচ্ছি কিনা, পনের মিনিটের মধ্যেই আমি সেলিনার উদ্যান-কুটীরে উপস্থিত হলেম। আমার আগমনে অধিকতর ব্যগ্র হয়ে সেলিনা বোল্লেন "কুশল? অধিক কথায় কাজ নাই, উত্তর দাও, কলবন্ধন—কুশল?"

আমি মনের ভাব বুঝে, তদপেক্ষা সংক্ষেপে অতিদ্রুত উত্তর দিলেম—"হাঁ।"

সেলিনার বুকের উপর থেকে যেন একটা পাহাড় নেমে গেল। স্থির হয়ে বোসিয়ে অতি কাছাকাছি দুজনে বোসে রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছে, এমন সময় বড় বড় ঘোড়া যোতা একখানি মূল্যবান আন্‌কোরা নূতন গাড়ী দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল।—চক্‌চোকে চাপরাস বুকে বাঁধা পিছুড়ী সইস দুজন ত টপ্ কোরে নেমে একজন তেজী ঘোড়ার লাগাম গিয়ে ধোল্লে, একজন তাড়াতাড়ি গাড়ীর দরজা খুলে দিলে।—ঝল-

মলে পোষাকে জৌলস ক্যেরে একটি সুন্দরী গাড়ী হতে অবতরণ কোল্লেন। বিষাদিনী সেলিনার আঁধার মুখে আরও একখানা খুব কাল মেঘ এসে দাঁড়ালো। অতি কোমল স্বরে কেবল মাত্র উচ্চারিত হলো—"দিদি।"

এমন সময় যেন বিরক্তিঘৃণামাখা কথায় নেপথ্যে শুন্‌তে পেলেম, নিশ্চয়ই দেবনন্দা বোল্‌ছেন "আমার ভগ্নী?—তিনি সর্ব্বদাই কি এখন গৃহে থাকেন?"

দেবনন্দার এ শ্লেষবাক্য বুঝে বৃদ্ধা দাসী দানবী উত্তর দিলে "আজ্ঞা হাঁ। আপনার জন্য দিবারাত্রিই অপেক্ষা কোরে সেলিনা বোসে আছেন।"

নেপথ্যপ্রসঙ্গ শেষ হতেই আমি উঠে দাঁড়ালেম। সেলিনাকে উদ্দেশ কোরে বোল্লেম "আমি তবে এখন আসি?" সেলিনা উত্তর দিলেন না।—আমিও উত্তরের প্রতীক্ষা না কোরে বেরিয়ে এলেম। বারান্দায় দুজনে দেখা। দেবনন্দা একটা তীব্র দৃষ্টি দিয়ে আমাকে যেন খর্ব্ব করার অভিপ্রায়ে চাইলেন। আপাদমস্তকে তাঁর তীব্রদৃষ্টি সঞ্চালিত কোল্লেন। গ্রাহ্য না কোরে বেরিয়ে এলেম। কোনও কথা বলা হলো না!—বাড়ী ফিরে এলেম।

অন্য ঘরে না গিয়ে একবারে বারান্দায় গেলেম। দেখ্‌লেম, কেবল কর্ত্তা বোসে আছেন। সর্ব্বপ্রথমেই লেডী দেবনন্দার আগমন বার্ত্তা জানালেম। এই কথা বোল্‌তেই ডাক্তার এসে উপস্থিত হলেন। কর্ত্তা সে সব কথাও জানালেন। সমস্ত কথাবার্ত্তার পর মাননীয় অন্তবশ বোল্লেন "দেখ ডাক্তার, তোমার ভাবভঙ্গিতে যেন বেশ বোধ হয়, তুমি এই রহস্যের অনেক কথা জান।" এই কথা শুনেই ডাক্তার নিরুত্তরে বাইরে গেলেন। আমিও বিদায় হলেম।

ডাক্তারের এ লুকাচুরীর মধ্যে যেন একটা খুব বড়দরের রহস্য লুকান আছে! আমি যেন এটা দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম। জানেন যদি, তবে এ জীবহত্যা কেন?

ঘরে এসে শুলেম। শুনে এসেছি, কলবন্ধনের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়; এদিকে যে জন্য সেলিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাওয়া, তারও কিছু হলো না; চারিদিকেই গোল! এই সব ভাবতে ভাবতে নিদ্রা গেলেম।

তন্দ্রা এসেছে মাত্র, দরজায় কর্ত্রীর কণ্ঠস্বর! তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ কোরে দ্বার খুলে দিলেম। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কর্ত্রী বোল্লেন "যা একটু আশা ছিল, তাও বুঝি ফুরাল! যাই হোক্, তুমি আর একবার শেষ চেষ্টা কর। লেডী দেবনন্দাকে আমার নাম জানিয়ে বোল্লে, সে অবশ্যই আমার অনুরোধ রক্ষা কোর্ব্বে। যাও তুমি। একটু বিলম্বও আর এখন সয় না। কি কোর্ব্বে বল? যদি একটা প্রাণীর প্রাণদান দিতে পার, যদি আমার আর্থারকে বাঁচাতে পার, তা হলে পরম পুণ্য তোমার। যাও তুমি, লোক সঙ্গে কোরে আর একবার দেখে এস।"

তখনি বিদায় নিয়ে যাত্রা কোল্লেম। যেতে যেতেই বোল্লেম—

"কারও আসবার প্রয়োজন নাই। আমি একাকীই যেতে পার্ব্ব।" এই মাত্র বোলে তাড়াতাড়ি বেশ পরিবর্ত্তন কোরে বেরুলেম। প্রাণপণে ছুটে ছুটে চোল্লেম। ভয়ানক অন্ধকার! আলো নাই। নির্জ্জন রাস্তা। তবুও ভয় নাই। কিসে প্রতিজ্ঞা পালন কোত্তে পারি, কিসে এই বিমুগ্ধ প্রণয়ীদ্বয়কে একবার শেষ দেখা দেখাতে পারি, তাই এখন আমার প্রধান চিন্তা। কেবলই ভাবছি, সেলিনা এসে, এখন একবার শেষ দেখা দেখতে পাবেন ত?

একাধিক অশীতিতম লহরী।

অপূর্ব্ব মিলন!—সেলিনার গুপ্তকথা!

আশায় বুক বেঁধে যথাসম্ভব দ্রুতপদেই চোলেছি। রাত্রি গভীর হয়ে এসেছে। চার দিক অন্ধকার! রাস্তায় জনমানবের গতি বিধি নাই। প্রাণে ভয়ও আছে, উৎসাহও আছে। গৃহিণী যা বোলেছেন, সে কথা সুযুক্তি বোলে বোধ হয়েছে। সেলিনাকে পেলে, বহুদিনের অদশনের পর প্রিয়সমাগম হলে, কলবন্ধন হয় ত এ যাত্রা রক্ষা পেলেও পেতে পারেন। সন্তোষেই মানুষ বাঁচে, বিপদে মানুষ ভেবে ভেবে শুকিয়ে যায়। আত্মহারা হয়ে চিন্তার আগুণে আত্মাহুতি দিয়ে, বিষাদের প্রাণ চিরদিনের মত নষ্ট হয়ে যায়। প্রগাঢ় যন্ত্রণার ঝটিকায় ক্ষীণতর প্রাণবায়ু দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিশিয়ে যায়। আনন্দ থাক্‌লে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। কলবন্ধন সেলিনাকে পেলে যে আনন্দ লাভ কোর্ব্বেন, তা আশার অতীত।—সুতরাং বাঁচ্‌লেও এ যাত্রা বাঁচতে পারেন। এই আশায় নির্ভর কোরে দ্রুতপদে সেলিনার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেম। উপরের ঘরে আলো দেখে, বেশ বুঝ্‌লেম, তাঁরা এখনো জেগে আছেন। সেলিনা জেগে থাকেন, এটা প্রার্থনীয়; কিন্তু লেডী দেবনন্দা, তিনি কি এখনো জেগে আছেন? তাঁর চক্ষে কি নিদ্রা নাই?

দ্রুতপদে সেলিনার বাড়ীর সম্মুখে এলেম; তখন লেডী দেবনন্দার কথা মনে হলো! যদি তিনি সেলিনার আগমনে বাধা দেন, তাহলেই বা কি! ভাবতে ভাবতে দরজায় আঘাত কোল্লেম। সেলিনা তখনো জেগে ছিলেন। তখন রাত্ প্রায় ১২॥ টা! দরজায় আঘাত কোত্তেই সেলিনা এসে দরজা খুলে দিলেন। ব্যগ্র হয়ে বোল্লেন "আর বোল্‌তে হবে না! বুঝ্‌তে পেরেছি, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে!" এই বোলে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে

সেলিনা উপরে গেলেন। লেডী দেবনন্দা বোল্লেন "কি হয়েছে সেলিনা?" সেলিনা কোন উত্তর দিলেন না, নীচে নেমে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবনন্দাও এসে উপস্থিত! অতি রুক্ষস্বরে বোল্লেম "সেলিনা, কোথায় যাও তুমি?" সেলিনা সরোদনে উত্তর দিলেন "এখনি আস্‌ছি।"

"না না। এরাত্রে তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। কোথাও তুমি যেতে পাবে না! এটি কে! ওঃ!—একটু আগে যাকে দেখেছিলেম, সেই ত এই? এর সঙ্গে সেলিনা তোমার কাজ কি?"

"কাজ আছে। সে সব কথা আমি এখন বোল্‌তে পারি না।"

"পার না? কখ্খনই তুমি যেতে পার্ব্বে না। আমি সবই তোমাদের বুঝ্‌তে পেরেছি। একি চরিত্র তোমার সেলিনা? ছেলে মানুষ তুমি, তোমার এ প্রেমের নেশা কেন? কপালে আগুণ লেগেছে তোমার। তুমি অভিসারে যাবে? আমি উপস্থিত আছি; জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আমি তোমার; আমার সম্মুখে তোমার এত বেয়াদবী?—এত লজ্জাহীন তুমি কত দিনে হয়েছ? এমন মুখ হাসাতে তোমার কি লজ্জা হয় না? কখনই যেতে দিব না। আমার প্রাণ থাক্‌তে কোম মতেই তুমি যেতে পাবে না।" এই বোলে সেলিনাকে জড়িয়ে ধোরে বাড়ীর মধ্যে পুরে গম্ভীর স্বরে আমার প্রতি লক্ষ্য কোরে বোল্লেন "যাও পাষণ্ডের ধাত্রী, চলে যাও। কৃপা কোল্লেম তোমাকে আমি। সেলিনা তোমার সঙ্গে যাবে না।"

এই বোলে—আমাকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ কোরে দিলেন। করি কি, ফিরে এলেম। শূন্য মনেই ফিরে আস্‌ছি, ফাটক পর্য্যন্ত এসেছি, দেখি, পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে সেলিনা বেরিয়ে এসেছেন। কথার অবসর 'না দিয়ে—দ্রুতগমনে ইঙ্গিত কোরে সেলিনা অগ্রগামিনী হলেন, আমিও পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম।

দ্রুতপদে দু-জনাই যেন ছুটে ছুটে চোলেছি। পথ অপথ গ্রাহ্য না কোরে দু-জনে সাধ্যমত দ্রুতপদেই চোলেছি। যেতে যেতে অস্ত্রবশ-নিকেতনের আলোক-রেখা দেখে বিষাদিনী সেলিনা বোল্লেন "ঐ দেখ মেরী, আলোক! ঐ আলোকই বুঝি তাঁর ঘর হতে বেরিয়েছে? মেরি, দেখ, আলোক রেখা কি স্নিগ্ধ।—কি উজ্জ্বল মধুর আলোক দেখ। সুন্দর যে, দেবতারাই তাঁর সেবা করেন। দেবতার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই তিনি আরোগ্য লাভ কোর্ব্বেন। কি বল মেরি, তোমার কি এতে বিশ্বাস হয়?"

উত্তর দিলেম "হয়। আমার বেশ বিশ্বাস আছে, তুমি তাঁকে জীবন দান কোর্‌তে পার্ব্বে। তোমার সুশ্রুষায় তিনি এখনি হয় ত অর্দ্ধেক যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবেন। পীড়া ত তিনি গ্রাহ্য করেন না। তাঁর মুখেই শুনেছি, তিনিই অকপটে বোলেছেন, "তোমাকে পেলে তিনি এমন শত গুলির আঘাত বুক পেতে নিতে পারন। যথার্থই তা পারেন তিনি। তিনি

বীরপুরুষ, তাঁর এটা অসম্ভব নয়, কেবল তোমার অভাবেই তাঁকে না পীড়িত হতে হয়েছে। নতুবা তাঁর কিসের পীড়া ?"

"যথার্থ বোলেছ মেরি, নতুবা তাঁর কিসের পীড়া? আমি কাছে থাকলে তাঁর আবার কিসের পীড়া ? চল মেরি, আরও বরং একটু দ্রুত চল। কষ্ট হচ্ছে কি ?—তা হোক, আর একটু দ্রুতপদে—কি জানি, কপাল ত তেমন নয় ; একবার দেখতে পেলে—চল চল আরও একটু চলে চল।"

যাচ্ছি, দ্রুতপদে দেবনন্দা এলেন। তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে—সেলিনার হা[illegible] দুই ভগ্নীতে বিষম টানাটানি পোড়ে গেল ! সেলিনা যেন উন্মাদিনী !—ভগ্নীকে পরাস্ত কোরে সেলিনা দৌড় দিলেন ! রুদ্ধশ্বাসে দৌড় ! আমিও পশ্চাতে। ছুটে ছুটে ফাটকের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। চঞ্চলহস্তে দরজায় আঘাত কোল্লেম, বিবি স্বয়ং এসে দরজা খুলে দিলেন। দুজনেই ভিতরে প্রবেশ কোরে দরজা বন্ধ কোল্লেম। দেবনন্দা দরজার বাইরে থাক্‌লেন ! প্রতিশোধটা হাতে হাতেই হয়ে গেল !

ছুটে ছুটে দু জনেই বেদম হয়ে পোড়েছি ! ঘরে এসে হাঁপ জিরুতে অনেকক্ষণ লাগ্‌লো। জল খেয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে, সেলিনা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "আমার আর আশা ছিল না যে, এবাড়ীর দরজার ভিতরে আর আমি কখনও আস্‌তে পাব। মা! আমি তোমার সন্তান, নির্দ্দোষী আমি।"

"সেলিনা ! কোন চিন্তা নাই তোমার, আমি তোমাকে একটি সুখের সংবাদ শুনাতে চাই। আমার আর্থার এখন বেশ আছেন। জ্বর ছেড়ে গেছে !—প্রকৃতিস্থ হয়েছেন ! কোন ভাবনা নাই আর। এখন কেবল তোমার আশা পথ চেয়ে আছেন তিনি।"

"তবে আর বিলম্ব কেন মা ? দয়া যখন কোরেছেন, তখন নিয়ে চলুন আমাকে।" ব্যগ্রভাবে সেলিনা বিবির অনুমতি প্রার্থনা কোল্লেন, সরলহৃদয়া বিবি অস্ত্রবশা বোল্লেন "একটু বিলম্ব। আমি আগে তাকে বোলে আসি। একবারে বেশী আনন্দ অনিষ্টজনক।" বিবি প্রস্থান কোল্লেন। আনন্দিত হয়ে সেলিনা বোল্লেন "মেরি ! তুমি যা কোল্লে, এমন কাজ কেহ কখনও করে না। ধন্য তুমি !"

বিবি এলেন। সেলিনাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতে আমাকে অনুমতি দিয়ে, তিনি অন্য দিকে প্রস্থান কোল্লেন। সঙ্গে কোরে সেলিনাকে নিয়ে, রোগীর গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। সেলিনা দ্রুতপদে কলবর্দ্ধনের শয্যা নিম্নে করযোড়ে হাঁটু পেতে বোসে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন "প্রিয়তম আমার ! এসেছি আমি ! নির্দ্দোষী আমি !—অপরাধ মার্জ্জনা কর আমার। আমি নির্দ্দোষী ! ঈশ্বর সাক্ষী, আমি নির্দ্দোষী !"

"নির্দ্দোষী তুমি ?" গভীর উচ্ছ্বাসে কলবন্ধন বোল্লেন "সেলিনা! প্রাণাধিক প্রিয়তমে! তুমি নির্দ্দোষী! এও কি সম্ভব ?"

ডাক্তার পাশের ঘরেই ছিলেন। দ্রুতপদে পীড়িতের গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরে বোল্লেন "সম্ভব। যদি ঈশ্বর সত্য হন, তবে এও সম্ভব। আমিই তার প্রমাণ!"

উৎফুল্ল হয়ে—মুহূর্ত্তের জন্য শরীরের শোচনীয় অবস্থা ভুলে, কলবন্ধন বাহু বিস্তার কোল্লেন। হু হু শব্দে ক্ষত স্থানে শোণিত শ্রাব হলো,—ভ্রুক্ষেপ নাই! উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেন "সেলিনা! নিকটে এস; বক্ষে এস আমার! আমি পাপী, অন্যায় সন্দেহে তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। ক্ষমা কর সেলিনা!"

কলবন্ধনের বুকে মাথা রেখে, সেলিনা কতই রোদন কোল্লেন। সে রোদনে বড় মানুষের বাড়ীতে একটা যেন অনেন্দের ঝড় প্রবাহিত হলো! বিবি আদর কোরে বোল্লেন "মেরি! স্বার্থক জীবন তোমার। যে উপকার তুমি কোল্লে, তা মানুষে কখন পারে না। লোকের জীবন দিবার জন্যই বিধাতা তোমাকে এ সংসারে পাঠিয়েছেন!"

বৃদ্ধ অস্ত্রবশ্ ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। তিনিও আমার প্রশংসা কোল্লেন। ডাক্তার বোল্লেন "আর এখানে বেশী জনতা ভাল নয়। সকলে অন্য ঘরে যাও।" সেলিনা প্রিয়তমের শুশ্রূষা করেন, এই তাঁর বাসনা; ডাক্তার তাতে নিষেধ কোল্লেন। বিবি অস্ত্রবশা সমাদরে সেলিনাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন।

এতদিন পরে সেলিনা, সুখী! এত দিনের পরে কলবন্ধন, সুখী। যে দুঃখের আঁধারে এঁরা পোড়েছিলেন, তাতে আশা ছিল না, এঁরা আবার সুখের মুখ দেখ্‌তে পাবেন। যে মর্ম্মযন্ত্রণায় কুমারকুমারী দগ্ধ হতেছিলেন, তাতে আশা ছিল না যে, এ দহনে তাঁদের ভস্মকণাও পাওয়া যাবে; কিন্তু পাঠক! আজ অস্ত্রবশ-নিকেতনের উপরের ঘরে—যথায় কলবন্ধন ও সেলিনা প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—সুখসাগরের লহরী গণনা কোচ্ছেন, সেই খানে একবার দৃষ্টিপাত কর। এমন সুখের স্রোত—এমন শোভার ভাণ্ডার, এমন বাসনার পূরণ, অতীব দুর্লভ। এ সুখ আদর্শপ্রেমের স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ। এ সুখের তুলনায় জগৎ তুচ্ছ, জগতের ঐশ্বর্য্য ধূলিসার। বড়ই আনন্দিত হলেম। এমন আনন্দ আমি বহুদিন উপভোগ কোত্তে পাই নাই। অবিতৃপ্ত প্রেমিক প্রেমিকা পরস্পরের অবলোকনে যেমন সুখী, আমরা এই কুমার কুমারীর মুগ্ধভাব দর্শনে তদ্রূপ সুখী। মাননীয় অস্ত্রবশদম্পতি ভ্রম বুঝেছেন; সেলিনাকে কন্যার ন্যায় যত্ন আদর কোরেছেন!—আশীর্ব্বাদ কোরেছেন!—কলবন্ধন যেন কতই না সুস্থ। তিনি যে পীড়িত আছেন, একথাই যেন তাঁর মনে নাই।

লেডী তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি বোলেছিলেন,

"সেলিনা কলবন্ধনের সাক্ষাৎসন্দর্শন শত চিকিৎসা হতেও ফলপ্রদ হতে পারে।" হয়েছেও ঠিক তাই। তিনি এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না।

ডাক্তার যেন সব রহস্য জানেন। তিনি যেন তা প্রকাশ কোচ্ছেন না। ভদ্রলোক, অর্থলোভে কাপ্তেন তালমুখের পরামর্শ অনুসারে রোগীর সেবা কোরেছেন,—চিকিৎসা পথ্যের ব্যবস্থা দিয়েছেন, একজনের জীবন চিরদিনের জন্য সংসারের লোকের চরণ তলে নিক্ষেপ কর্ব্বার জন্য, একজনের দোষ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়াছেন।—এখন লজ্জায় ডাক্তার ম্রিয়মাণ!—মুখে কথাটি নাই! এখনও সকল কথা প্রকাশ পায় নাই, ভিতরের আসল তত্ত্ব এখনো কেহ জানতে পায় নাই, ভাব ভঙ্গিতে—অবস্থা আলোচনায়—আর সেলিনা এবং ডাক্তারের বাক্যের অসম্পূর্ণ কথা গুলি শুনে, আমরা সকলেই আসল ব্যাপারের একটা ছায়াছবি—মনের মধ্যে গেঁথে ফেলেছি; তাই নাড়া চাড়া কোরে—তাতে পাঁচটা সম্ভবের অলঙ্কার দিয়ে এক রকম মতলব মত সত্য ঘটনার কল্পনা কোরে নিয়েছি। সব ঠিক ঠাক, এক কথা কেবল তার মধ্যে গোল!—তালমুখ তবে কলবন্ধনকে গুলি কোল্লেন কেন? তাঁর দেশ এখানে নয়!—এদেশের সঙ্গে তাঁর তেমন বৈষয়িক সম্বন্ধও কিছু নাই, তাঁর এ অন্যায় চেষ্টা কেন! কোথাকার তিনি, দু দিনের জন্য এদেশে এসেছিলেন, ভণ্ডামীবিদ্যায় পারদর্শীতা দেখে—কতক গুলি সরলপ্রাণে দাগা দিয়ে—কতকগুলি লোকের প্রাণের মধ্যে যন্ত্রণার চিতা সাজিয়ে দিয়ে—তাতে বেশ কোরে অগ্নি সংযোগ কোরে চলে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন যদি, তবে আবর ফিরে এলেন কেন? সেলিনা কলবন্ধনের গতি পর্য্যবেক্ষণে দুজন বড়-দরের ডাকাত নিযুক্তই বা কোল্লেন কেন?—দ্বন্দযুদ্ধে আহ্বান কোরে তিনজনে পোড়ে কলন্ধনকে এ গুরুতর আঘাত কোল্লেন কেন? কিছুই বুঝতে পাল্লেম না! এই চিন্তাই তখন আমার প্রধান চিন্তা হলো, কিন্তু মীমাংসা হলো না।

রাত আর বড় অধিক নাই, প্রায় প্রভাত। তাড়াতাড়ি শয়ন কোল্লেম, নিদ্রা হলো না। আনন্দে বিস্ময়ে, উৎসাহে পরিশ্রমে, শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হলো, কিন্তু নিদ্রা হলো না!

শুয়ে শুয়ে আঁধারটা কাটিয়ে নিলেম।—ডাক্তার নিজে বোলেছেন, সেলিনার প্রসব কালে তিনি কাপ্তেন কর্তৃক নিযুক্ত হন। কাপ্তেন যদি নির্দ্দোষী, তবে এত তাঁর মাথা ব্যথা কেন? হয় ত লোকলজ্জায় পোড়ে—মানের দায়ে, তিনি ডাক্তার নিযুক্ত করেছিলেন। যাই হোক, সেলিনা যে নির্দ্দোষী, এই কথাই নয়।

দ্বিঅশীতিতম লহরী।

আত্মোৎসর্গ।

সেলিনা তাঁর নির্দ্দোষীতা প্রতিপন্ন কর্ব্বার জন্য, জীবনের গুপ্তকথা প্রকাশ কোত্তে প্রস্তুত হলেন। এ গুপ্তকথায় অনেক রহস্য আছে! সকলেই শুন্তে ব্যস্ত। কলবন্ধনের গৃহে, কাস্তবশ্ দম্পতি, আমি ও ডাক্তার একত্রিত হলেম। সেলিনা তাঁর গুপ্ত কথা বোল্তে লাগ্লেন।

"আমাদের সঙ্গে কাপ্তেনের পরিচয় হবার পরই, দিদি কাপ্তেনের স্বরূপ দর্শনে মোহিত হন। কাপ্তেন দেখ্তে অতি সুপুরুষ, কথায় বার্ত্তায় বড়ই পাকা পোক্ত, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, অভ্যাস সভ্যতা, সকলেরই তিনি গুরু স্থানীয়। তাঁর অজানা বিষয় ছিল না, অচেনা স্থান ছিল না, অপরিচয়ে লোক ছিল না। দিদি কাপ্তেনের রূপে মুগ্ধ হলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমাদের সঞ্চিত অর্থ অতি সামান্য ছিল, পিতা যে সরকারী বৃত্তি পেতেন, তাঁর মৃত্যুতে তাও বন্ধ হয়ে গেল। মা বড় কষ্টে পোড়লেন। এই দুঃসময়ে কাপ্তেন সাহায্য কোত্তে আরম্ভ কোল্লেন। সৈন্যবিভাগের তেমন চাকরী তাঁর নয়,—সামান্য বেতন!—কিন্তু আদর অপেক্ষা কোত্তে লাগ্লেন, রাজকুমারের চেয়েও কিছু বেশী বেশী।—তেমন সাহায্য নয়—উপঢৌকনের সাহায্য। এজগতে এমনও সভ্যতা আছে। এমনও সভ্যতা দেখাতে হয়। প্রকাশ্য ভাবে সাহায্য কোল্লে, যিনি সাহায্যপ্রার্থী, তাঁর মান হানী হবে। এদিকে যেমন সাহায্য না কোল্লে উপবাস ব্রত, অন্য দিকে তেমনি মানের নাড়া; সুতরাং সাহায্যপ্রার্থীর যা প্রয়োজন, তার মূল্যটা হাতে হাতে না দিয়ে বিনামূল্যে তাঁর সেই সব প্রয়োজনীয় বস্তু স্বয়ং খরিদ কোরে পাঠান!—কাপ্তেন তেমনি ধরণের সাহায্য আরম্ভ কোল্লেন। আমাদের তখন নাকি বড়ই অভাব, তাই কাপ্তেনের যাতায়াতে মা সন্তুষ্ট ভিন্ন দুঃখিত হতেন না। ক্রমে বিবাহ প্রস্তাব!—দিদির মত ত সম্পূর্ণই,—অমত কেবল মাতার, প্রতিবেশীর আর আত্মীয়স্বজনের। সকলেই বুঝ্লেন, এ বিবাহে অভাব হবে। হিতাকাঙ্ক্ষী যাঁরা, তাঁরা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলেন, "যে এত সামান্য বেতন পায়, বেতন ভিন্ন একটি তামার পয়সাও যার উপার্জ্জন নাই, সে পরিবার প্রতিপালনে কি কোরেই বা সমর্থ হবে?—সুতরাং অভাব ত আছেই। অভাবে দুঃখ—মনস্তাপ, আরও কত কি!

সুতরাং এ বিবাহ হতে পারে না।” এ মত তখন সকলেই শিরোধার্য্য কোল্লেন। বিবাহে বাধা পোড়ে গেল!—বিবাহ বাধা পোড়লো; কিন্তু যাতায়াতে কোনও বাধা পোড়লো না। যাতায়াত বরং তখন আরও কিছু বেশী বেশী। কালে এমন দাঁড়ালো, তিলার্দ্ধ দুজনে তফাৎ নাই। সারাদিনরাত দুজনে নির্জ্জন ঘরে একাকী। সকলের সে ঘরে “প্রবেশ নিষেধ।” সত্য সত্যই এই প্রেমিকপ্রেমিকার জঘন্য গুপ্ত-প্রেম, যথাসাধ্য গোপনে রাখ্‌বার জন্য, টিনের চাদর কাটা সাইন বোর্ড, সেই নিজ্জন ঘরের সম্মুখ দ্বারে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। আঁকা বর্ণমালায় চিত্রিত টিনের চাদর, যথাসাধ্য দর্শকগণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌লো—“প্রবেশ নিষেধ।” প্রবেশ নিষেধ, ত প্রবেশ নিষেধ! কেই বা যাবে সে দিকে? সুতরাং চারদিকেই প্রবেশ নিষেধ। এমন প্রায় বৎসর ঘুরতে গেল। পাপ কত দিনই বা গোপনে থাকে? দিদি সেই কাপ্তেনের সহিত কিরূপ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছেন, বিধাতা তা তাঁর দেহেই দেখিয়া দিলেন। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল! চার দিকে চুপ্ চুপ্!—সকলেই চুপ্ চুপ্—সুতরাং চারদিকেই চুপচুপের মহা রোল, সুতরাং অচীরে পল্লির গৃহেগৃহে সেই চুপচুপের তরঙ্গ উপস্থিত হলো, সকলেই জান্‌লে,—পাপিনী গাত্রদা কুলটা। এখন উপায় কি?

“লর্ড দেবানন্দ, আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর রূপে মুগ্ধ হন। দেবানন্দের সহিত গাত্রদায় পরিচয় হবার পূর্ব্বেই, কাপ্তেন আমাদের বাড়ীতে যাতায়াত কোত্তেন। দিদি কাপ্তেনের প্রেমে মুগ্ধ হন। দিদি জানতেন, কেবল মাত্র কাপ্তেনী উপজীবিকায়, তাঁকে বিবাহ কোল্লে তাঁর কোন সুখ হইবে না। তবুও তিনি ভালবাসার খাতিরে কাপ্তেনের বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। তার পরেই লর্ড দেবানন্দের সহিত দিদির পরিচয়। লর্ড বাহাদুর নিত্যনিত্য যাতায়াত আরম্ভ কোল্লেন! মাতার তাতে বড়ই আনন্দ! লর্ডঘরে তাঁর কন্যার বিবাহ হবে; দুঃখে পোড়েছি, দুঃখ দূর হবে; পিতা মৃত্যুকালে যে সব সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, তাতেই কষ্টে সংসার নির্ব্বাহ হয়, মাতার মৃত্যুর পর সে টাকাও বন্ধ হবে। তখন আমরা দাঁড়াবার স্থান পাব না। যদি লর্ড বাহাদুর তাঁর জামাতা হন, তবে আর কোন চিন্তা থাক্‌বে না। এই জন্যই মাতার এত আনন্দ!

“সত্য কথা বোল্‌তে কি, আমি তখন স্থির কোরেছিলেম, কলবন্ধনের সঙ্গেই আমার বিবাহ হবে। মাতারও তাতে সম্মতি ছিল। কিছু দিনের পর লর্ড বাহাদুর প্রবাসের বিষয়সম্পত্তির বন্দোবস্ত কোত্তে প্রায় ৮ মাসের জন্য প্রস্থান করেন। এসেই বিবাহ হবে, এমন সব পাকা বন্দোবস্ত হয়ে থাক্‌লো। কলবন্ধনও তখন বিদেশে গেলেন। দুই ভগ্নীর একত্রে বিবাহ হবে, স্থির রইল।

"কাপ্তেনের ঘন ঘন যাতায়াত তখন আরও বেশী বেশী দেখা গেল। তার পরই দিদির গর্ভ হলো, প্রসব হলেন—কন্যা, চারদিকে গোল পোড়ে গেল! কাপ্তেনই নিজের পয়সায় নিজে উদ্যোগী হয়ে ডাক্তার নিযুক্ত কোরে দিলেন। ডাক্তার রবার্টসন উপস্থিত আছেন, ইনিই দিদিকে প্রসব করান। দিদির লেডী হবার আশা ফুরিয়ে গেল! মাতার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো! মা বোল্লেন, সেলিনার মেয়ে হয়েছে বোলে ঘোষণা করা হোক। ডাক্তারকে অনুরোধ কোরে—প্রকৃত কথা গোপন রাখ্‌বার জন্য বিধিমতে অনুরোধ কোরে—শেষে এই সর্ব্বনাশের প্রস্তাব উঠলো! মা বোল্‌লেন, "যদি আমি স্বীকার না হই, তা হলে তিনি আমার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হবেন।" কন্যা অকুল দুঃখ পাথারে ভাস্‌বে,—মুখ হাস্‌বে, লোকে টিটিকারী দিবে,—জীবনের যে ভবিষ্য অবলম্বন. তা হতেও বঞ্চিত হতে হবে; এই সব ভেবে মা আমাকে স্বীকার করাতে বিধিমতে চেষ্টা পেলেন। লর্ড বাহাদুরের ধনের চক্রে মা আমার সর্ব্বনাশের কথা তুল্‌লেন! কিছুতেই স্বীকার পেলেম না। শেষে দিদি বোল্লেন "সেলিনা! আমাকে তুমি রক্ষা কর। আমার সুখ দুঃখ এখন তোমার উপর। স্বীকার কর। তোমার আমার সন্তান কি ভিন্ন? আমাকে সুখী দেখ্‌তে—মাকে সুখী দেখ্‌তে তোমার কি ইচ্ছা হয় না? যদি তুমি অসম্মত হও, তবে জান্‌ব, আমার সুখ-তরু তুমিই নির্ম্মূল কোরেছ!" দিদির এই কথায়—অগত্যা স্বীকার হলেম। আমার তুচ্ছসুখের জন্য দিদির সুখ নষ্ট কোর্ব্বো! তাতেই বা আমার সুখ কি? আমার সুখ ত তুচ্ছ। দিদির কথাতেই স্বীকার গেলেম, অচীরে চারদিকে ঘোষণা হলো, সেলিনার কন্যা হয়েছে! সেই দিন হতে আমার সকল আশায় ছাই পোড়েছে! লোকের কাছে কলঙ্কভাগিনী হয়েছি, সমাজে মুখ পাই না, শেষে আমি কলবন্ধন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছি।

"দিদির বিবাহ হলো! তখন তিনি লেডী দেবনন্দা হলেন। আমি অধঃপাতে চোল্লেম। সময় গুণে মাতৃহীন হলেম। পিতার গচ্ছিত টাকার সুদ আসাও বন্ধ হলো। দিদি মধ্যে মধ্যে যা কিছু সাহায্য করেন, তাতেই কোন গতিকে দিনপাত হয়! দানবী বাড়ীর পূরাতন দাসী, সকলই সে জানে; আমাকে কতবার একথা প্রকাশ কোত্তে অনুরোধ কোরেছে, আমার রোদনে দাসী দানবী কতই কেঁদেছে, আমি কিন্তু তা প্রকাশ করি নাই। হতভাগিনীর কথা তখন কে বিশ্বাস করে?

"দিদির এই সব কারণেই এত ভয়। যদি আমি প্রকাশ করি? যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে, যদি তাঁর গুপ্তকথা গোপনে রাখ্‌তে নাই পারি, সেই ভয়েই দিদি তাড়াতাড়ি এখানে এসেছেন। প্রকাশ হলেই ত সর্ব্বনাশ! যে লর্ড দেবানন্দ তাঁকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বেসেছেন, যে ভালবাসার বিনিময়ে তিনি তাঁকে রাজ্যেশ্বরী কোরেছেন, তিনি

কি মনে কোর্ব্বেন? তাঁর প্রাণে তখন কি হবে? যিনি তাঁকে বিশ্বাস কোরে আপনার জীবন উৎসর্গ কোরেছেন, তার প্রতিদান দিদি কি দিবেন? তাঁর আর আছে কি?—কলঙ্ক! দিদি কি কোরে লর্ডবংশের বংশধর—সম্মানের শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন লর্ড বাহাদুরের মুখে সে কলঙ্ক কালি মাখিয়ে দিবেন? তাতেই দিদির ভয় হয়েছে।—কেবল ভয়; কেবল আত্মসুখে বঞ্চিত হবার ভয়, পাছে লেডীর লেডীত্ব নষ্ট হয়, এই ভয়! নতুবা অনুতাপে নয়। তিনি আপনার সুখের জন্য প্রাণাধিকা সহোদরার সর্ব্বনাশ কোত্তে বোসেছেন; আপনার পাপ, এক জন নিষ্পাপের মাথায় চাপিয়ে দিয়েছেন; আপনার দোষ পরের উপর দিয়ে নিজে সাধু হয়ে দাঁড়িছেন, এতে তাঁর বিন্দুমাত্রও অনুতাপ হয় নাই। কেবল ভীত হয়েছেন মাত্র।

"দিদির বড় ভয়, পাছে আমি এ রহস্য প্রকাশ করি। এই জন্যই তিনি সব্রিজ, বুলডগ ও তাঁর পুরাতন প্রণয়ীকে পাঠিয়েছিলেন। কলবদ্ধন বাড়ী এসেছেন। এবার নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ হবে, সবই হয় ত প্রকাশ হয়ে যাবে। দিদি এঁদের দিয়েও বিশ্বাস পান নাই, তাই আজ তাড়াতাড়ি স্বয়ং এসেছেন। মেরী যাবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যাতে আমি প্রকাশ না করি, তারই অনুরোধ প্রসঙ্গ চোল্‌ছিল। তার পর মেরী আমাকে নিয়ে আসেন। তাতেও তাঁর কত আপত্তি! এই আমার গুপ্তকথা, এখন বিচার করুন, আমি দোষী কিং নির্দ্দোষী।"

সকলেই এক বাক্যে স্বীকার কোল্লেন, সেলিনা নির্দ্দোষী! সকলেই আনন্দিত হলেন। আমি বেশ কোরে শুনে রাখ্‌লেম, সেলিনার গুপ্ত কথা!

ত্রি-অশীতিতম লহরী।

জন্মভূমি।—লেডী দেবনন্দা।

সেলিনা তাঁর দুঃখের কাহিনী যথাসাধ্য বর্ণনা কোল্লেন। সকলেই সেলিনার ধৈর্য্যের,—সদাশয়তার;—মহত্ত্বের প্রশংসা কোল্লেন। ডাক্তার রবার্টসন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বোল্লেন "আমিই পাপী। সেলিনার এ দুঃখের প্রধান কারণই আমি। বুদ্ধির দোষে—একদেশদর্শিতায় আমি সেলিনার এই মহাদুঃখের কারণ হয়েছি। সেলিনা, ক্ষমা কর আমাকে। এ দোষে আমিও সম্পূর্ণ দোষী নই। আমার স্ত্রীই এদিকে বেড়াতে আসেন। পরিচয় ছিল, বন্ধুত্ব ছিল, সেলিনাদের বাড়ীতেও যান। কথায় বার্ত্তায় আমার স্ত্রীর প্রতি এই

বিষয়ের জন্ত অনুরোধ করা হয়। কোমল হৃদয় কিনা, দয়া মায়ায় আমার স্ত্রী বিশেষ কাতর কিনা, স্বীকার হয়ে আসেন। অগত্যা তাতেই আমারও পাপকার্য্যে যোগ দেওয়া। বিশেষ ডাক্তার যারা, তাদের এমন একটা একটা বিপদ মাঝে মাঝে না ঘোটে পারে না। আমি বোলে নই, ডাক্তার মাত্রেরই, আবার যে সব ডাক্তারের একটু নাম সম্ভ্রম থাকে, বড় বড় রাজারাজড়া লোকদের সঙ্গে যে সব ডাক্তারের খাতির যত্ন ভালবাসা-বাসি থাকে, তারা ত আবার বেশী বেশী এই দোষে দোষী; স্বতরাং বুঝে যদি দেখ তোমরা, তা হলে বুঝ্‌তে পার, তোমরা যতটা দোষী বোলে আমাকে ধোরে রেখেছ, আমি হয় ত ততটা দোষী নই।"

ডাক্তার বস্তুতই দুঃখিত হলেন। সেলিনা বোল্লেন "আমি সে দুঃখ নিজেই ইচ্ছা কোরে ভোগ কোরেছি। আপনি তাতে দুঃখিত হবেন না।" তার পর সেলিনা ধীরে ধীরে কলবন্ধনের দিকে চেয়ে বোল্লেন "প্রিয়তম, আমার আজ নবজীবন! আমি এখন সুখী হতে চোল্লেম, কিন্তু আমার ভগ্নীর কি উপায় হবে? তাঁর সমস্ত জীবন যে দারুণ দুর্দ্দশায় অতিবাহিত হবে?"

মাননীয়া বিবি অস্ত্রবশা বোল্লেন "তাতে তোমার অপরাধ কি? তোমার ভগ্নী তোমার প্রতি যে ভয়ানক অত্যাচার কোরেছিল, তুমি তার কোন প্রতিবিধান না কোল্লেও, ঈশ্বর তার প্রতিবিধান কোত্তেন। এও কি তুমি কোরেছ?—তা নয়। ঈশ্বর তোমাকে দিয়ে তোমার ভগ্নীর শাস্তি বিধান কোল্লেন, এতে দুঃখিত হয়ো না। যা হয়েছে, সংবাদ পাঠাও। জানাও তোমার ভগ্নীকে যে, তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিতে যা আসে, এ বিপদে তিনি যেন তাই করেন।"

"তাও কি হয় মা! দিদি তিনি, তাঁর ত প্রথম নির্ব্বুদ্ধিতা, কিন্তু আমিও যে নির্ব্বুদ্ধিতা কোরেছি!—আমিও যে পাপ কোল্লেম। আমি যে আত্মসুখের আশায় তাঁর সুখের পথে চিরদিনের মত কাঁটা দিলেম!"

প্রসন্নবদনা গৃহিণী বোল্লেন "সেলিনা, তুমি এসংসারের কি বুঝ্‌বে? বিধাতা পাপ দিয়েছেন, পাপের সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ আছে। যে যেমন পাপ, তার তেমন শাস্তির ব্যবস্থা তিনিই কোরে রেখেছেন। যে পাপ করে, তার মাথায় সে ফলের ভার আপনা আপনি পতিত হয়। কে তা নিবারণ করে? ঈশ্বরের যে অভিপ্রায়, তার প্রতিকূলতা কোরে কে কোন্ কালে আত্মমঙ্গল লাভ কোত্তে পেরেছে? তাই বলি, যে পাপী, তাকে অনুতাপ হতে রক্ষা কোরে, তুমি কেন ঈশ্বরের প্রতিকূলতা কর? এতে পাপ আছে।"

সেলিনা নিরব হলেন। কতক্ষণ নিরবে থেকে—আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন "যাও প্রিয়তমে! আর একবার যাও। আমার পূজনীয় ভগ্নীকে সংবাদ দাও, তাঁর চরিত্রের

সমস্ত কথাই প্রকাশ হয়ে গেছে। আমি দারুণ দুঃখের তাড়নায় তাঁর সকল গুপ্তকথাই প্রকাশ কোত্তে বাধ্য হয়েছি। দুদিনেই, এমন কি দু-ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর চরিত্র চারিদিকে প্রকাশ হয়ে পোড়বে। কালে এ সংবাদ লর্ড দেবানন্দের কর্ণেও পৌছিবে। এ সব প্রকাশ হবার পূর্ব্বে তিনি অবিলম্বে তাঁর স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। পতির চরণ ধারণ কোরে পাতকিনী পত্নী তিনি—আত্মদোষ স্বীকার করুন। অপরাধের মার্জ্জনা প্রার্থনা করুন।”

তখনি বেরুলেম। দ্রুতপদেই ছুটে ছুটে চোল্লেম। হয় ত লেডী দেবানন্দা চোলে গেছেন; হয় ত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, এই ভেবেই অতি দ্রুতপদে চোলেছি। আপন মনেই যাচ্ছি, হটাৎ সাম্‌নে চেয়ে দেখি, সেই বিকটমূর্ত্তি বুলডগ আর সব্রিজ! দেখেই ত অবাক্! প্রাণের মধ্যে যেন কেঁপে উঠলো! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল্লেম! মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রকৃতিস্থ হয়ে পাশ কাটিয়ে চোলে যাবার চেষ্টা কোল্লেম,—পাল্লেম না। বুলডগ দৃঢ়মুষ্টিতে আমার হাতে ধোরে বোল্লে “আমি তোমার জীবন চাই না। জীবনে আমার দরকার নাই।—জীবনের ভয় তুমি কোরো না। যদি তাই হতো, তবে তোমাকে এ অবসরটুকুও দিতেম না। জান তুমি, আমি ইচ্ছা কোল্লে তোমার জীবনটা এখনি নরকের দরজায় পাঠাতে পারি! তাতে আমাদের ইচ্ছা নাই। তুমি আমাদের শত্রু হয়েছ। আমাদের সব তুমি জেনেছ। আমরাও তোমার সব জানি। যতবার তুমি সেলিনার বাড়িতে এসেছ, সব জানি; যাও তুমি, খুব বাঁচলে।—আমরা বরং তোমার কাজ দেখে সুখী হয়েছি। যাও তবে।” আমাকে ত্যাগ কারে দস্যুদ্বয়—দ্রুতপদে চোলে গেল। আমিও ভয়ে ভয়ে—সেলিনার বাড়িতে উপস্থিত হলেম। লেডী ঘরেই ছিলেন। আমি কি সংবাদ এনেছি, তাই জান্‌বার জন্য তিনি স্বয়ং দরজা খুলে দিলেন। বেলা তখন প্রায় ১২টা।

আমি উপরে গেলেম। লেডী আমাকে উপবেশন কোত্তে আদেশ দিয়ে বোল্লেন, “কি সংবাদ এনেছ তুমি? সেলিনা তোমাকে পাঠিয়েছে বুঝি?—কলবন্ধনের সঙ্গে তার সদ্ভাব হয়ে গেছে ত?—সমস্ত কথা হয় ত প্রকাশ হয়ে গেছে,—কেমন, তাই ত?”

অশঙ্কোচে উত্তর দিলেন, “হাঁ লেডী। সমস্তই প্রকাশ হয়ে গেছে। তোমার কিছুই আর অপ্রকাশ নাই!”

কতক্ষণ লেডী যেন ম্লান হয়ে রইলেন। একটি কথাও কইলেন না। তাঁর বড় বড় কাল কাল চক্ষু দুটি হতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হতে লাগ্‌লো। কতক্ষণ পরে লেডী গম্ভীর স্বরে বোল্লেন “বেশ হয়েছে। একদিন না এক দিন প্রকাশ হতোই হতো, তা প্রকাশ হয়ে গেছে, গেছে ত গেছে। তাতে আর দুঃখ কি? আমি না বুঝে এ পাপ করি নাই। অন্য যে সব বোকা মেয়ে, যারা কোনও লোকের আগা গোড়া না জেনেই তাদের সঙ্গে প্রীতি প্রণয় করে, আমি ত তা করি নাই। আমি জেনে শুনেই এ কাজ কোরেছি।

পাপ যদি হয়, তবে সে পাপ আমার জ্ঞানকৃত। পাপে যদি কিছু শাস্তি থাকে, তবে সে শাস্তি আমার পাওয়াই উচিত। তাতে দুঃখ শোক নাই। এজগতে ভাল মন্দ কাজ ক'রে কে নিষ্ফলে যেতে পারে।—তাতে আমি ভাবি না।—আর পাপই বা এমন কোরেছি কি? যে যাকে ভালবাসে, যে যার সুখের নিদান, তাকে ত্যাগ করাই ত পাপ! জগতের যদি সত্য নিয়ম থাকে, অথবা প্রকৃতি দেখে যদি মানবসমাজ গঠিত হয়ে থাকে, তবে ত্যাগ করাই ত ঘোরতর পাপ! আমি ত এ পাপপুণ্য বুঝি না। তবে তখন ছেলে মানুষ ছিলেম, সমাজের ভয় ছিল, তাতেই গোপন; তা না হলে বোধ হয় সেলিনাকে দোষী করার আবশ্যকই হতো না। বিশেষ তখন অভাব ছিল; টাকা কড়ি তখন ত আমাদের কিছুই ছিল্ না। মিছে বড়াই ক'রে আর কি হবে, প্রতিদিন তখন আমাদের আহারই জুট্‌তো না! বাস্তবিক সেই অভাবে পোড়েই না লেডী সাজা?—তা না হলে এতদিন প্রকাশ্য ভাবেই সেনাপত্নী হতেম।"

'সেনাপত্নী হতেম,' এ শব্দটা উচ্চারণ কোত্তে লেডী এত বিপদেও যেন দারুণ গর্ব্বিত হয়ে উঠ্‌লেন। গর্ব্ব ভরেই যেন কথা এই কয়েকটি উচ্চারণ কোল্লেন। এ সংসারের সকলই বিচিত্র!

লেডী ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থেকে বোল্লেন "দুজন লোক নিযুক্ত হয়েছিল্। কলবন্ধনের সঙ্গে সেলিনার যাতে সাক্ষাৎ সম্ভাষণ না হয়, তারই জন্য, অর্থাৎ পরস্পরের বিপক্ষতার জন্য দুজন পাকা পাকা লোক, যারা কথায় কথায় মানুষ খুণ কোত্তে পারে, লোকের সর্ব্বনাশ কোরে যাদের প্রাণ পাষাণ হতেও কঠিন হয়ে গেছে, তেমন দুটি লোক মাসিক বেতনে নিযুক্ত হয়েছিল। সে সব লোক যে কোথাকার, তা আমি জানিনা; আমার প্রাণাধিক কাপ্তেন তালমুখ তাদের অনুসন্ধান জানেন, তিনিই তাদের নিযুক্ত করেন। কার্য্য সুসিদ্ধি হলে পুরস্কার পর্য্যন্ত দেওয়ার কথা থাকে। যখন হলো না, তখন আর প্রকাশ করাই বা দোষ কি? সব কথাই ত প্রকাশ পেয়েছে। কি বল মেরি, আমার চরিত্র বিষয়ে সব কথাইত প্রকাশ হয়েছে?"

উত্তর কোল্লেম "হা, আপনার চরিত্রের কোন কথাই আর গোপন নাই।" তার পর সেলিনার সমস্ত কথাই তাঁকে জানালেম। লেডী ক্রোধে হিংসায় যেন ফুলে উঠ্‌লেন। বোল্লেন "বেশ হয়েছে, আমি তাতে ভীত নই। তোমাকে আমি যা বোলেছি, সেলিনাকে সেই কথাকটি বোলো।"

"তাতে আর কাজ কি? দুঃখিনী সেলিনার বুকে আর শানিত ছুরির আঘাত কোরে লাভ কি আপনার?"

"লাভ কি আমার?" তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে লেডী বোল্লেন "লাভ কি আমার? সেলিনা

আমার বুকে শতগুণে তীক্ষ্ণ ছুরি বসিয়ে দিয়েছে, আমার এতে অপরাধ? আর সে বিচারে কাজ কি আমার? শুনে যাও, আমি কলঙ্কের ভয় করি না; যে কাজ আমি নিজে কোরেছি, তার জন্যে আমি ভয় করি না। কলঙ্ক' নাই কার? সামান্য কলঙ্কে আমার কি হবে? আমি তারই জন্য—এই সামান্য অপরাধের জন্য স্বামীর চরণ ধারণ কোরে—কেঁদে কেঁদে মার্জ্জনা ভিক্ষা কোর্ব্বো? চমৎকার যুক্তি—যথেষ্ট বুদ্ধি, অত্যাশ্চর্য্য সরলতা। কাজ কি তাতে আমার? স্বামীকে আমি ভালবাসি না। অমার ভালবাসার পাত্র কাপ্তেন তালমুখ, আমার জীবনের সহচর, তালমুখ। লর্ড বিবাহ করার সুখ আমার মিটে গেছে। যথেষ্ট টাকা আমার হাতে এসেছে। তাতেই বহুদিন আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হবে। আমি আর স্বামীর মুখ দেখবো না। এখনি আমি চোল্লেম। আমার স্বামীর গাড়ী উপস্থিত আছে, আর সে গাড়িতেও আমি যাব না। তখন আমার সঙ্গে কে যাবে, দেখ্বে তুমি? আমার জীবনসহচর ঐ দেখ এসেছেন," লেডী অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখালেন। আর একখানি গাড়ী এসে উপস্থিত হলো। গাড়ী হতে কাপ্তেন তালমুখ নেমে এলেন। আমাকে বিদায় দিয়ে তখনি লেডী প্রস্থান কোল্লেন। তাঁর হতভাগিনী কন্যা থাক্‌লো, লোকজন জিনিস পত্র সবই পোড়ে থাক্‌লো, লেডী উপপতীর সঙ্গে চিরদিনের জন্য প্রস্থান কোল্লেন। রুমাল উড়িয়ে জন্মভূমির কাছে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ কোল্লেন।

লেডী দেবানন্দা, সেনাপত্নী রূপে প্রণয়ীর সঙ্গে রওনা হলেই, আমি নীচে নেমে এলেম। সম্মুখেই দেখ্‌লেম, নানসী আর দানবী। কিছুই ত জানেনা তারা, মনের মধ্যে যেন একটা ধাঁদা লেগে আছে। আমাকে নির্জ্জনে নিয়ে সমস্ত কথাই জিজ্ঞাসা কোল্লেন। আমি যথাসম্ভব সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা অকপটে বর্ণনা কোল্লেম। সেলিনা তাঁর সুখের নিলয় কলবন্ধন কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছেন, প্রণয়ের স্রোতস্বতী মহাসাগরে গিয়ে মিশেছে; শুনেই দুজনে আনন্দিত হ'লেন। বৃদ্ধা দানবী ত আনন্দে কেঁদে ফেল্লে!

এদিকে সেলিনা ব্যগ্র হয়ে আমার প্রত্যাগমন পথ চেয়ে আছেন; প্রিয়তমার উৎকণ্ঠায়, পীড়িতকলবন্ধন উৎকণ্ঠিত আছেন, বিলম্ব কোত্তে পাল্লেম না। বিস্তৃত বিবরণ অবকাশ মত জানাব, এমন আশা দিয়ে দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে চোল্লেম।

দ্রুতপদে ফিয়ে এলেম। সমস্ত কথাই জানালেম। এ দিকে কলবন্ধন আপন হাতে লর্ড দেবানন্দকে পত্র লিখলেন, উত্তর এলো। তিনি লেডি দেবানন্দার পলায়নে দুঃখিত হইলেও এমন দুশ্চারিণীর আর মুখদর্শন কোর্ব্বেন না। তাঁর যে সমস্ত দ্রব্যাদি সেলিনার কুটীরে ছিল, সে সব তিনি সেলিনা কলবন্ধনের বিবাহের যৌতুক দিলেন। পত্র পেয়ে সকলেই সেই মত কাজ কোল্লেন। দানবী, নানসী, অম্বর্বশ পরিবারে এলেন। কালসাপিনী জননী কর্ত্তৃক নির্দ্দয় ভাবে পরিত্যাক্ত হয়ে মেয়েটি এখন এই বাড়িতে রইল।

সংবাদ পেলেম, আমার অসময়ের একমাত্র বন্ধু ডাক্তার কলিন্‌সের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং উইলিয়ম ও জেনের নূতন ব্যবস্থার সময় আমার উপস্থিত থাকা আবশ্যক। বড়ই দুঃখিত হলেম। সংসারে যে আমাদের উপকার করে, ভালবাসে; সেই বিপন্ন হয়!

মাননীয়া অন্তরবশাকে সব কথা জানালেম। নানসী আমার অনুপস্থিতিতে ছেলে তিনটির তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হলো। আমার অবস্থায় সকলেই দুঃখিত হলেন। বিবি বোল্লেন "তোমার ছোটভগ্নীকে সঙ্গে এনো, সেও আমার বাড়ীতে সুখে থাক্‌বে।"

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, নিরুত্তরের অঙ্গভঙ্গিতে মনের অসম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এলেম। আস্‌ছি, পথিমধ্যে সেলিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ। সেলিনার রূপ যেন শত গুণে বৃদ্ধি হয়েছে। কলবন্ধনও প্রায় সেরে উঠেছেন। একটু একটু ভ্রমণ কোত্তে পারেন।—সকলের মুখেই এখন আনন্দের হাসি! হাস্‌তে হাস্‌তে সেলিনা বোল্লেন—"মেরি, তোমার ভগ্নীকে অবশ্য অবশ্য সঙ্গে এনো। দুদিন পরেই আমাদের বিবাহ হবে। তোমরা দুই ভগ্নীতেই তখন আমাদের কাছে থাক্‌বে।"

আমি এ কথায় মত দিলেম না। কেন না, মুখে যা ভালবাসেন, যিনি যাই বলুন, কাজে সেটা করা কি ভাল দেখায়। আমিই আর হয় ত আস্‌তে পার্‌বো কি না, তাতেই সন্দেহ। আস্‌তে চেষ্টা কর্‌বো, তবে নিশ্চয় বোল্‌তে পারি না। আমার অসম্মতি দেখে সেলিনা বোল্লেন "তুমি আমার যে উপকার কোরেছ; এ জগতে তার প্রতিদান নাই। যে দুর্ভাগ্যচক্র আমার বুকের উপর দিয়ে চোলে ছিল, তা হয়ত চিরজীবনই ঐ পথেই চোল্‌তে থাক্‌তো, তোমার কৃপায় সে চক্রের গতি ফিরে গেছে। কি তার উপকার কোর্ব্বো বল? আর্গার স্বয়ং তোমার ব্যবহারের জন্য এই প্রীতি-উপঢৌকন দিয়েছেন। এ প্রীতির নিদর্শন। ত্যাগ কোত্তে নাই।" এই বোলে যেন প্রীতির উৎস খুলে সেলিনা আমার মুখের দিকে চাইলেন। সে চাউনীতে আর না বোল্‌তে পাল্লেম না; গ্রহণ কোল্লেম। মূল্যবান উপঢৌকন!—সাধারণ উপঢৌকন নয়, উপঢৌকনের নামে আমাকে পুরস্কৃত করন। ত্যাগ কোল্লেম না। উপঢৌকন গ্রহণ কোরে বিদায় নিলেম। এই রকম কথায় সকলের নিকট বিদায় নিয়ে সহরে এলেম। মনের বেশী আগ্রহ, সন্ধ্যার সময় সহরে এসেই, সামান্য আহারাদি কোরেই সেই রাত্রেই আবার গাড়ীতে উঠলেম। সমস্ত দিনরাত গাড়ীতে কাটিয়ে, পরদিন সকালেই আস্‌ফোর্ডে পৌঁছিলেম। আস্‌ফোর্ডের ভজনালয়ের উচ্চ চূড়া দেখে মনে যে কতই আনন্দ হলো, তা মুখে প্রকাশ কর্‌বার ভাষা নাই। সংসারের সকল সৌন্দর্য্য, মানুষের সমস্ত আশা ভরসা, জন্মভূমিতেই যেন স্তুপাকারে সজ্জিত থাকে। মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য—উচ্চ মহাত্মপূর্ণ স্থান—জন্মভূমি।

চতুঃ অশীতিতম লহরী।

এখন দাঁড়াই কোথা ?

আসফোর্ডে এসে পৌঁছিলেম। সদাশয় ডাক্তার কলিন্‌সের মৃত্যুবৃত্তান্ত সমস্তই শুন্‌লেম। এমন সদাশয়ের মৃত্যুতে দুই বিন্দু অশ্রুজল ত্যাগ করে, ডাক্তারের এমন আত্মীয় কেহ ছিল না। পুলিসের লোক এসে ডাক্তারের সমস্ত সম্পত্তি অনুসন্ধান কোরে গেছে। নগদ টাকা কিছুই ছিল না। সরকারী লোক এসে কলিন্‌সের সমস্ত আসবাব পত্র বিক্রয় কোরে, তাঁর বাজার দেনা পরিশোধ কোর্‌বেন, স্থির হয়েছে। কলিন্‌সের কাগজপত্রের মধ্যে একটি শীলমোহর করা পুলিন্দা, আর একখানি পত্র পাওয়া যায়।—পুলিন্দা আর পত্র আমার জন্য রেখেছিলেন। আমি উপস্থিত হলেই সে সব আমাকে দিলেন। যে পত্র আমাদিগের দুর্ভাগ্য জীবনের ইতিহাস, সেই পত্রখানি ডাক্তারের নিকটেই ছিল। আমাকে মৃত্যুর দিনই যে পত্র লিখে রেখে গেছেন, সেখানিও সেই সংক্রান্ত, পত্রে লেখা আছে,

১লা সেপ্টেম্বর ১৮৩০।

"এই পুলিন্দার মধ্যে যাহা আছে, তাহা মেরীপ্রাইস বিশ্বাস করিয়া আমার নিকটে রাখিয়াছিলেন। যদি তিনি তাঁহার যথার্থ বন্ধুর উপদেশানুরূপ কার্য্য করেন, তাহা হইলে অনুরোধ, তিনি বিবাহিত হইবার পর, এবং যদি বিবাহ না করেন, তবে বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হইলে পর, যেন এই পুলিন্দা খুলিয়া দেখেন। আমার বয়স ফুরাইয়া আসিয়াছে, এই জীবনের শেষমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতি আমার এই মাত্র একান্ত উপদেশ ও অনুরোধ।"

পুলিন্দাটি সযত্নে রাখলেম। ডাক্তার কলিন্‌সের উপদেশ মত কার্য্য কোর্‌বো, স্থির কোল্লেম। ডাক্তারের গৃহকর্ত্রী জেনকে সমাদরে রেখেছিলেন, এখন তাঁর প্রভুর মৃত্যুতে অগত্যা তাঁকে স্থানান্তরে যেতে হলো। তিনি প্রচুর ধনসঞ্চয় কোরেছেন, জীবনের শেষ সময়ে তিনি অনায়াসেই সেই ধনে সুখে অতিবাহিত কোত্তে সমর্থ হবেন।

আমিও আর চাকরী কোর্ব্ব না, স্থির কোল্লেম। জেনকে এখন কার কাছে রেখে যাব ? কে তাকে রক্ষা কোর্ব্বে ? স্থির কোল্লেম, আসফোর্ডেই তিনজনে থাক্‌বো। উইলিয়ম কোন ঔষধালয়ে কাজ কোর্ব্বে, রাত্রে বাড়ী আস্‌বে, আমি সূচীকর্ম্ম কোরে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কোর্ব্ব। তিনজনই একত্রে থাক্‌ব। উইলিয়ম অধিক অর্থ সঞ্চয় কোত্তে পারে নাই। তথাপি আমাদের উভয়ের মজুত এখন ৮০ পাউণ্ড। বেশ সাহস হলো, কষ্ট হবে না।

সারা কেমন আছে, এক দিন দেখ্‌তে গেলেম। আমি যেতেই সারা আমার যথেষ্ট খাতির যত্ন কোল্লে।—সে বেশ সুখে সচ্ছন্দে আছে দেখে, প্রাণের একটা ভার কমে গেল। সারা বেশ আছে। কাজকর্ম্ম অতি কম, কিন্তু বেতন বেশ পরিমিত। সারা কিন্তু একটি পয়সাও জমাতে পারে নাই। তার হাত সর্ব্বদাই শূন্য থাকে! সে যা যখন পায়, তখনি তাই যে খরচ পত্র করে, তা তার বেশভূষা দেখেই বুঝ্‌লেম। বড় বড় বড়মানুষের মেয়েরা যে সব পোষাকপরিচ্ছদ পরিধান করে, সারার পোষাক তেমনি মূল্যবান। এমনও শুন্‌লেম, লণ্ডনসহরের প্রধান দরজীরা ভিন্ন, তার পোষাকপরিচ্ছদ আর কেহ মনোমত প্রস্তুত কোত্তে পারে না। ছাট কাট, সেলাই বাহার, এ সকলের প্রতি সারার এত দৃষ্টি! বুঝ্‌লেম, এতটা ত ভাল নয়। দরিদ্রের সন্তান আমরা, দরিদ্র আমরা, পরের চাকরী ভিন্ন এক দিনও জীবিকা উপায়ের সম্ভাবনা নাই; আমাদের এসব ত ভাল নয়। সারাকে যথাবুদ্ধি বুঝিয়ে এলেম, কিন্তু বুঝানতে ফল যে কি হবে, তা পাঠক সারার পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথাতেই বুঝ্‌তে পেরেছেন। তবে আমার কর্ত্তব্য, আমি পালন কোত্তে ক্রুটী কোল্লেম না। উপদেশ দিয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেম।

অনেক অনুসন্ধান কোরেও উইলিয়মের কোন সুবিধা হলো না। আসফোর্ড সামান্য সহর, এখানে সুবিধাও হবে না। অনুসন্ধানে অনুসন্ধানে জানা গেল, এখান হতে প্রায় ২৪ ক্রোশ দূরে ডিল সহরে, ডাক্তার সন্দেশের ঔষধালয়ে একটি কর্ম্মখালি আছে। চাকরী কোল্লে সুবিধাই হবে। উইলিয়মকে পাঠালেম।

দেখে শুনে উইলিয়ম ফিরে এলো। ডাক্তার সন্দেশ উইলিয়মকে দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন, কাজকর্ম্ম স্থির হয়ে গেছে! আর বিলম্ব করার আবশ্যক নাই। পরদিন সকালেই তিনজনে বেরুলেম। পথে একজন বৃদ্ধ আমাদের গাড়ীর একদিকে আসন অধিকার কোল্লেন। আমরা টাকা কড়ি, পোষাক পরিচ্ছদ বাক্সে বোঝাই কোরে গাড়ীর ছাদে তুলে দিলেম, সামান্য মাত্র অর্থ সঙ্গে নিলেম।

রাস্তায় সন্ধ্যা ৮টার সময় ঘোড়া বদল হলো। কথায় কথায় বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি বোল্লেন "এ পথটা আজকাল বড় খারাপ হয়েছে। প্রায়ই চোরে গাড়ী লুঠ করে।" কথাটা তত গ্রাহ্য কোল্লেম না।

রাত যখন ১২টা, তখন হটাৎ গাড়ীর গতি রুদ্ধ হলো। ভয়জড়িত স্বরে গাড়োয়ান বোল্লে "চোর! চোর! চোর!" বৃদ্ধ ভয়ে জড় সড় হলেন, জেনের মুখ শুকিয়ে গেল! যথার্থই চোর! একজন বোল্লে "উপরে উঠে যা, দড়ি কেটে দে, ঠেলে ফেলে দে না রে!" আওয়াজ শুনেই গা চোম্‌কে উঠ্‌লো! এ স্বর পরিচিত যে! এ চোর ত অন্য কেহ নয়, সেই বুলডগ আর সব্রিজ! বুলডগ গাড়ীর আলো নিয়ে, গাড়ীর মধ্যে কে কে আছে, দেখ্‌তে,

এলো। গাড়োয়ানকে ধমক দিয়ে বোল্লে "চুপ কোরে বোসে থাক্! নড়বি যদি, কথা কইবি যদি, তবে তোর মাথার খুলি উড়িয়ে দিব।" গাড়োয়ান আড়ষ্ট হয়ে থাকলো!

আলো নিয়ে গাড়ির ভিতর উকি দিয়ে দেখেই বুলডগ আমাকে চিন্‌লে। বুলডগের সেই বিকট মুখখানা কাল মুখোস ঢাকা, তাতে আরও ভয়ানক হয়েছে! ভয়ানক মুখ নেড়ে, ভয়ানক স্বরে বোল্লে "আঃ তুমি আবার এখানে? দাও, কি আছে তোমার এখনি দাও, এখনি, বিলম্ব কর কেন?"

আমি বিনাবাক্য ব্যয়ে আমার টাকার থলিটি দিলেম, বৃদ্ধও তাই কোল্লেন; বুলডগ আলো হাতে কোরে চোলে গেল। সব্রিজকে বোল্লে "এখনো ঐ বাক্স কটা নিয়ে নাড়া চাড়া কোচ্ছিস? লাথি মেরে ভেঙে ফেল্ না।"

সব্রিজও তাই কোল্লে। ভারি ভারি পায়ের দুম্ দাম আঘাতে বাক্স ভেঙে গেল। সব্রিজ বোল্লে "এই রে—সব সোনার টাকা! কাপড় নিয়ে আর মোট বোয়ে কি হবে?" এই বোলে আমার এত দিনের সঞ্চিত টাকা কটি নিয়ে, চোরেরা চোলে গেল।

প্রকৃত প্রস্তাবে উইলিয়মের সঙ্গে একটা বিবাদ বাধতো! উইলিয়ম চোরের সঙ্গে বচসা কোত্তে চেষ্টা কোরেও আমার ঈঙ্গিতে চুপ কোরে ছিল। জানি, চিনি, এমন ডাকাতের সঙ্গে, কি বচসা সাজে!

উইলিয়ম দস্যুদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে তার পিস্তল উঠিয়েছিল, মারে আর কি; আমি হাত ধোরে নিবারণ কোরেছিলাম। এমন জাতশত্রুদের সঙ্গেও কি বিবাদ করে! যারা আজীবনই আমার শত্রুতা সাধন কোরে আস্‌ছে, তাদের সঙ্গে কি বিবাদ করা সাজে? দুর্জ্জনের সঙ্গে কি বাদ বিসম্বাদ কোত্তে আছে! উইলিয়ম হয় ত একজনকে হত্যা কোত্তে পাত্ত, কিন্তু আর একজন? সে কি আমার স্বসম্পর্কে যে যেখানে আছে, তাদের হত্যা না কোরে চুপ কোরে থাক্‌তো? দুর্জ্জনের আর কোনও গুণ থাকুক বা না থাকুক, প্রতিজ্ঞা রক্ষা তারা প্রাণপনে করে; বন্ধুর মৃত্যুতে ক্রোধে অধীর হয়ে সে কি এ প্রতিজ্ঞা কোত্ত না? নিশ্চয়ই কোত্ত, এবং সে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনেও ক্ষান্ত থাক্‌তো না। তাতেই নিবারণ কোরেছিলেম।

বৃদ্ধ লোকটি বোল্লে "যা হবার, তা ত হয়ে গেল। হয় ত গাড়ীবান এর মধ্যে আছে। যা হোক, এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়। গাড়ী হাঁকাও।"

গাড়োয়ান বোল্লে "দোহাই ঈশ্বরের, আমি এর কিছুই জানিনা। আমি কেমন লোক, তা এ রাস্তার সকলেই জানে। সাতপুরুষে গাড়ী হাঁকিয়ে আস্‌ছি; বদমায়েসী ডাকাতী আমরা জানি না।"

গাড়ীবান গাড়ী হাঁকালে! আবার গাড়ী চোল্‌তে লাগ্‌লো। অকুলভাবনা ভাবতে

ভাবতে আমারও চোল্লেম। দাঁড়াবার স্থান গেল! একপয়সা হাতে নাই! এখন আমরা দাঁড়াই কোথা?

পঞ্চ অশীতিতম লহরী।

আমা হতেও দুঃখী আছে!

সহরে পৌঁছিলেম। উইলিয়মের পুঁজি তিন পাউণ্ড! তাই মাত্র আমাদের সম্বল! রাত্রে এক আড্ডা খানায় থাক্‌লেম। পরদিন সকালেই উইলিয়ম, ডাক্তার সন্দশের সহিত সাক্ষাৎ কোত্তে গেলো। গত রজনীর দুর্ঘটনার কথাও বোল্‌তে বোলে দিলেম।

প্রায় তিনঘণ্টা পরে উইলিয়ম ফিরে এল। সকাল ৯টা পর্য্যন্ত ডাক্তার অনাথ দরিদ্র লোকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন! ঔষধ দেন! সকালে এত লোক জমে ছিল যে, ডাক্তার উইলিয়মের সঙ্গে কথা কইতে অবসর পান নাই। অনেকক্ষণ পরে তিনি আমাদের সমস্ত অবস্থা শুনেছেন!—বড়ই দুঃখিত হয়েছেন! আপাততঃ বাসা কোরে থাক্‌তে বোলেছেন! উইলিয়ম সেই দিন হতেই কাজে ভর্ত্তি হলো।

তিনজনেই বাসার অনুসন্ধানে বেরুলেম। বাসার ভাড়া বিস্তর; কিন্তু সামান্য ঘরের দরকার আমাদের, কেহই ভাড়া দিতে স্বীকার হয়না। ঘুরে ঘুরে অবসন্ন হলেম, বাড়ীভাড়া আর পাইনা। যেখানে যাই, সেইখানেই বেশী ভাড়া! শেষে একটি দরিদ্র পল্লিতে প্রবেশ কোল্লেম! দেখ্‌তে পেলেম, একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট বাড়ীর দরজায় "খালি ঘরের" বিজ্ঞাপন ঝুলান আছে। বাড়ীটি দেখেই আশার সঞ্চার হলো। দ্রুতপদে অগ্রসর হলেম। চঞ্চলহস্তে আশায় আশায় দরজায় আঘাত কোল্লেম। মধ্যবয়সী একটি বিধবা এসে দরজা খুল্লেন। আমার অভিপ্রায় জানালেম। বিস্মিত হয়ে বিধবা বোল্লেন "সেকি কথা? এ সামান্য বাড়ী, ছোট ছোট ঘর, এঘরে তোমরা থাক্‌বে কি কোরে? বড়লোকের ছেলে মেয়ে তোমরা, এঘরে কি তোমরা থাক্‌তে পার্ব্বে?" আমি সমস্ত কথা অশংকোচে জানালেম। তিনশিলিং মাত্র সপ্তাহিক ভাড়া। নীচের ঘরে জেন ও উইলিয়মকে বোস্‌তে বোলে উপরে উঠ্‌লেম। ঘর দেখ্‌লেম। ঘরটি বেশ পরিষ্কার!—সাম্‌নে ছোট বারান্দা। দেখে শুনে বেশ সন্তুষ্ট হলেম। বিধবার নাম বিবি খদিরা। বিবি আমাদের দেখে, আমাদের কথা শুনে, যেন বেশ সন্তুষ্ট হলেন। আপনার ঘরে বসালেন। বিবির ঘরটিও ছোট, কিন্তু বেশ পরিষ্কার! দেওয়ালে দেওয়ালে

বন্দুক, পিস্তল, খাঁড়া, ঝুলান ! ব্যবহার নাই, কিন্তু বিবি যেন সে গুলি সযত্নে রেখেছেন ! দেওয়ালের গায়ে দুখানি ছবি। এক খানিতে একজন নাবিকের চিত্র। সবুজ রঙের কোট, কাল গলাবন্ধ, ধূসর রঙের টুপি !—গলায় প্রশংসাপদকের চিত্র আঁকা ! চিত্রে যাঁর চেহারা চিত্রিত হয়েছে, তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। আর একখানি বিবির নিজের ছবি ! পুরুষের ছবিখানি অনুভবে বুঝ্‌লেম, বিবি খদিরার স্বামীর ! ছবিখানি দেখ্‌তেই বিবি বোল্লেন "আহা ! ঐ ছবিই আমার স্বামীর ছবি। স্বামী অতি প্রসিদ্ধ নাবিক ছিলেন। রুষ-সমরে তিনি একজন দক্ষ নাবিকের কার্য্য কোরে যথেষ্ট সম্মান পেয়েছিলেন। প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন কোরেছিলেন। শেষে সেই রাম্‌সেগেটের প্রবলনদীতে রাত্রে নৌকা ডুবিতে তিনি মারা যান ! এখানকার নাবিক সম্প্রদায় তাঁকে পিতার ন্যায় ভক্তি কোত্তেন, তিনদিন পরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যায়। নাবিকেরা তাঁর মৃতদেহ এনে, চাঁদা কোরে তাঁর স্মরণচিহ্ন স্থাপিত কোরেছে। একটি মাত্র পুত্র, সেও নাবিকের কাজ করে। তারই অর্থে অতিকষ্টে আমি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। এখানকার নাবিকেরা সর্ব্বদাই আমার তত্ত্বাবধান করেন।" বিবি খদিরা এই পর্য্যন্ত বোলে কতই রোদন কোল্লেন। পতিপরায়ণা পতির মৃত্যুকাহিনী বিবৃত কোরে কতই রোদন কোল্লেন। স্বান্ত্বনা কোল্লেম। বিবি যেন আরও সন্তুষ্ট হলেন। জলযোগ কোত্তে অনুরোধ কোল্লেন। জেনকে আদর কোরে খাবার দিলেন। জেন নিতে অস্বীকার করায়, তার পকেটে দিলেন। জলযোগ কোরে একটু বিশ্রাম কোল্লেম। বিশ্রাম কালে খদিরা আবার তাঁর দুঃখকাহিনী আরম্ভ কোল্লেন। কেমন কোরে তাঁর স্বামী তিনখানি কাঠে আদর্শ-জাহাজ প্রস্তত কোরেছিলেন, কেমন কোরে ঐ কার্য্য শেষে, তিনি পূর্ণ প্রীতিভরে তাঁর প্রতি চেয়েছিলেন ; তিনি নিজে যখন তাঁর সেই আবিষ্কার কার্য্যের সহায়তা কোত্তেন, তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কোন্ কোন্ আনন্দের কথা বোল্‌তেন ; স্বামী তাঁকে মাসে মাসে অমন হাজার হাজার টাকা এনে দিতেন ; কত দিনের উপার্জ্জনে এই বাড়ীটি প্রস্তত হয়েছে ; কেমন কোরে একজন প্রাণেরবন্ধু ঋণস্বরূপ তাঁদের সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ কোরে, আজ তিন বৎসর আর দেখা সাক্ষাৎ করে নাই ; কোন্ কোন্ সৎকার্য্যে তাঁর স্বামীর প্রাণের অনুরাগ ছিল ; কোন্ কোন্ দরিদ্র প্রতিপালনের সভায় তাঁর চাঁদা ছিল, কোন্ কোন্ "অনাথ-আশ্রমে" সরকারী কার্য্য করার পর, অবৈতনিকরূপে সাহায্য কোত্তেন ; নিত্য নিত্য ভগবানের নামে যে একটি শিলিংমুদ্রা রাখা হতো, তা হতে কোন্ কোন্ ধর্ম্মসভায় দেওয়া হতো, এমন প্রত্যেক কথা অতি দুঃখজনক প্রেমপ্রীতিপূর্ণ ভাষায় বর্ণনা কোল্লেন ! কথা বার্ত্তা শেষ কোরে খদিরার নিকট বিদায় নিলেম। এই সহরে এসে যে আড্ডায় প্রথম বাসা নিয়েছিলেম, সেখানকার দেনাপত্র চুকিয়ে দিয়ে নূতন বাড়ীতে এলেম। সামান্য যা হাতে ছিল,

তাতেই নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনে নিলেম। উইলিয়ম ডাক্তার সন্দেশের বাড়ী চোলে গেল।

দুদিন উইলিয়মের আর দেখা নাই! তিনদিনের দিন সন্ধ্যাকালে উইলিয়ম এসে উপস্থিত। তাব প্রসন্ন ভাব দেখে সুখী হলেম। উইলিয়ম তার নূতন প্রভুর কতই সুখ্যাতি কোল্লে। বেশী বেশী কাজ, বিস্তর লোকজন। ডাক্তার আহার নিদ্রার সময় পান না। সর্ব্বদাই প্রায় বাইরে বাইরে থাকেন। ঔষধ প্রস্তুত, অস্ত্র চিকিৎসায় সাহায্য, সমস্ত কাজই উইলিয়মকে দেখ্‌তে হয়! কাজ এত বেড়ে গেছে যে, আর একজন সহাকারীর জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। অনেক উমেদারও জুটেছে, অবসর মত কথা কওয়া হয় নাই! লোকজন সব এসে এসে ফিরে যাচ্চে।" এসব কথা উইলিয়মের মুখে শুন্‌লেম। উইলিয়ম আমার কথাও ডাক্তারকে জানিয়েছে; কোনও সঠিক উত্তর পায় নাই। যত্ন কোর্ব্বেন, চেষ্টা দেখ্‌বেন, কোন কষ্ট হবে না, এমন কথা বোলেছেন, কিন্তু কাজে কিছুই হয় নাই।

বোসে খেলে রাজার ভাণ্ডারও ফুরায়। আর কতদিন বোসে ঝোসে কাটাব? কাজের চেষ্টায় বেরুলেম। এক কাটা কাপড়ের দোকানে গিয়ে কাজ চাইলেম। তারা জামিন চায়। দামী দামী কল, দামী দামী কাপড়, কি বিশ্বাসে ছেড়ে দেবে? হয় নগদ টাকা, না হয় পরিচিত লোকের জামিন। আমি ডাক্তার সন্দেশের নাম কোল্লেম। দোকানের অধিকারিণী সম্মত হলেন। তথনি বাড়ী এসে একখানি চিঠি লিখে নিয়ে ডাক্তারখানায় গেলেম। দরজায় আঘাত কোত্তেই একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে দিলেন। সস্নেহবচনে বোল্লেন "কি প্রয়োজন তোমার?" আমি আমার আবশ্যকের কথা জানালেম। ভদ্রলোকটি স্বয়ংই ডাক্তার! লজ্জিত হলেম। ডাক্তার নিজেই বোল্লেন "তোমার প্রতি আমার বেশ দৃষ্টি থাক্‌বে। কোন চিন্তা নাই। উইলিয়ম বেশ ছেলে। আমি তাকে বেশ ভালবাসি। বড় ভাল ছেলে সে। আর আমি অপেক্ষা কোত্তে পারিনা, বড়ই কাজ আমার হাতে। ৩॥ টে বেজে গেছে। পৌনে ৪ টার সময় আমাকে বলিনার বাড়ীতে যেতে হবে; গাড়ী প্রস্তুত।" এই বোলে দ্রুতপদে ডাক্তার প্রস্থান কোল্লেন। বাসায় ফিরে এলেম। মনে কোল্লেম, ডাক্তার অবশ্যই চিঠি দিবেন।

সপ্তাহ অতীত।—ডাক্তার কিছুই করেন নাই। শতসহস্র কথা প্রতি দণ্ডে তাঁকে মনে কোত্তে হয়, তার মধ্যে এ কথাটা হয়ত আজও স্থানই পায় নাই! স্বয়ং আর একবার দেখা কোল্লেম। সেবার যেমন দেখেছিলেম, এবারও দেখলেম, ঠিক তেমনি ব্যস্ত! দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম। ঔষধালয়ের কার্য্য সেরে বাইরে যাবার আগে, বৈটকখানায় বোসে ১০ মিনিট কাল বিশ্রাম।—এই বিশ্রামের মধ্যে জল খাওয়া, খবরের কাগজ দেখা, কেরাণী

যে পত্র গুলি তাঁকে জানান আবশ্যক মনে কোরেছে, সে গুলি পাঠ, এবং লাল কালি দিয়ে প্রত্যেক পত্রের উপরে সংক্ষেপ মন্তব্য লেখা। এই ১০ মিনিটের অন্ততঃ এক মিনিট যদি পাই, এই আশায় দরজায় দাঁড়ালেম।

ঔষধালয়ের টেবিল হতে বাম হাতে টুপি নিতে নিতে দরজায় এসে উপস্থিত। অভিবাদন কোল্লেম, হাস্যবদনে ডাক্তার বোল্লেন "উপরে—উপরে।" সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ছুটে উপরে এলেম। ডাক্তার এক এক লাফে তিনটে সিঁড়ি উঠেন, আমি ছুটেও তাঁর সঙ্গে যোগাতে পাল্লেম না। হাঁপাতে হাঁপাতে যখন বৈটকখানায় এলেম, ডাক্তার তখন জল খেয়ে খবরের কাগজের পাতা উল্‌টাচ্ছেন!—আমি গিয়ে হাঁপ জিরুতেই কাগজ ত্যাগ কোরে তখন পত্রের তাড়া খুলেছেন। ঘড়ীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেম, ৭ মিনিট অতীত। তাড়াতাড়ি বোল্লেম "এক মিনিট কাল যদি আপনি ভিক্ষা দেন।"

"বড় ব্যস্ত—বড় ব্যস্ত! আমি ভুলি নাই। শীঘ্র—"উত্তর নিষ্প্রয়োজন।"

"আজ্ঞে, আমি।"

ডাক্তার লজ্জিত হয়ে বোল্লেন "না, ওটা তোমাকে লক্ষ্য নয়, পত্রের উপরে যা লিখ্‌লেম, সেইটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে! তা আমি শীঘ্রই চেষ্টা কোরে দেখ্‌বো?"

ডাক্তার ইতিমধ্যেই তিনবার ঘড়ি খুলেছেন। বৈটকখানায় এক দুই কোরে গণে দেখ্‌লেম, রকম বিরকমের ঘড়ীর সংখ্যা সাতটা! ঘরে বোসে যে দিকে নজর কোর্ব্বেন, সেই দিকেই যেন সময়টার দিকে নজর পড়ে। ডাক্তার সময়কে যেন বেঁধে রাখ্‌তে চান! কিন্তু তা ত আর হয় না। ভ্রান্ত ডাক্তার সময়কে ধর্ব্বার জন্য রাত দিন বিফলে কেবল ছুটা ছুটি করেন। সময় ত আর স্থির থাকেনা, সুতরাং সময়েরও যত দৌড়, ডাক্তারেরও তত দৌড়।

আর কোন কথা হলো না। ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠ্‌লেন, সঙ্গে এক তাড়া প্রেস্‌ক্রিপ্‌সেন, বড় বড় আধমন ওজনের কেতাব, তাতে এই বিশ্বের রোগের তালিকা লেখা আছে! করি কি, ডাক্তারের শীঘ্র শব্দের উপর নির্ভর কোরে বাড়ী ফিরে এলেম।

দুদিনের পর উইলিয়ম দেখা কোত্তে এসে, তার সুখের সংবাদ জানালে। আমার কথা কিন্তু সবই ফাকি। ডাক্তার সব ভুলে গেছেন! উইলিয়ম বোল্লে, "তবে যদি সেই দোকানের অধিকারিণীকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে পার, তবে তিনি মুখে মুখেই সব কথা বোলে দিতে পারেন। অনেক কাজ তাঁর মাথায়, সব কথার খেঁই ধরিয়ে না দিলে মনে থাকে না। আজ সেই দোকানের দিকেই তিনি গিয়েছিলেন, যাতায়াতে দোকানে নেমে সমস্ত কথা বোলে আস্‌বেন, এমন কথাও ছিল; কিন্তু সবই ভুলে গেছেন! উইলিয়মের কথার মত কাজ কোল্লেম। সেই দিনই তখনিই দোকানে গেলেম। আশা কিন্তু নিষ্ফল

হলো। দোকানের অধিকারিণী ততটা কষ্ট স্বীকার কোত্তে অস্বীকার কোর্ল্লেন। হতাশ হয়ে ফিরে এলেম। বিবি খদিরাকে সমস্ত দুঃখের কথা জানালেম। তিনিও দুঃখিত হলেন; বোল্লেন "ভাড়ার জন্য কোন আপত্তি নাই আমার। যখন সময় ভাল বুঝ্বে, তখনি দিও। তোমার সেলাইয়ের জিনিস বিক্রয় করার ভার, তাও আমার উপর রইল। সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবেনা; কিন্তু সেলাইয়ের কল, কাপড়, এ সব ত চাই? আমার হাতে টাকা থাক্লে, আমি দিতেম। গরীব আমি, টাকা ত আমার কিছুই নাই।" বিবি যে সহানুভূতি দেখালেন, সেই যথেষ্ট!

ঘরে এসে অনেক ভাবলেম। কার কাছে এ দুঃখের কথা জানাই! ভেবে কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না। নিশিতারা দোবরে আছেন, এখান হতে বেশী দূরও নয়, তাঁকেই এসব কথা জানাই। তখনি পত্র লিখ্লেম। নিকটেই ডাকঘর, রাত ৮ টার সময় চিঠি ডাকে দিয়ে এলেম।

তিনদিন পরে পত্রের উত্তর পেলেম। পত্র পেয়ে সুখী হব কি, আমার দুঃখের সাগর যেন উৎলে উঠ্লো। হতভাগিনী নিশিতারার ভাগ্যে ঈশ্বর সুখ লেখেন নাই! তাঁর দুঃখের সীমা নাই। তিনি লিখেছেন,—

নং—বিচ্ ষ্ট্রীট, দোবর।

প্রিয়তমে মেরি!

তোমার পত্র পাঠে আমি যারপরনাই দুঃখিত হইলাম। আমি দুঃখের একটানা সমুদ্রে পড়িয়া ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। দোকান নাই, বাড়ী ঘর নাই, সামান্য কুটীরে অতিকষ্টে এখন বাস করিতেছি। স্বামী সমস্তই মদে উড়াইয়াছেন। হতভাগিনীর পুত্রকন্যাগণের দুই বেলা আহারের সংস্থান নাই। আমি এখন জঘন্য কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করি। স্মিথসনই আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তুমি হয় ত জান, মার্গরেতা নামে একজন দাসী আমাদের বাড়িতেই ছিল, স্মিথসনের যোগে সেই পাপিনীও আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই দুঃখের সময় কোথায় স্বামী তাঁহার পূর্ব্বগৌরব রক্ষায় যত্নবান হইবেন, তাহা না হইয়া তিনি কেবল মদের চেষ্টাতেই সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। একবিন্দু মদের জন্য তিনি মানসম্ভ্রম পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছেন। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাই মদে উড়িয়া যায়! মেরি! হতভাগিনীর দুঃখের কথা আর কি শুনিবে! আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আমার জীবনের সুখ ফুরাইয়া গিয়াছে! তুমি আমার অসময়ের বন্ধু, তোমাকে সহায্য করিতে পারি না, এ দুঃখ আমার

আজীবনে ঘুচিবে না। আমি এত দরিদ্র যে, তোমার পত্রের মাশুল পর্য্যন্ত দিতে পারিলাম না। অধিক আর কি শুনিবে?

তোমার হতভাগিনী
ফেণী নিশিতারা।

পত্র পাঠ কোরে আমি আমার নিজের দুরবস্থার কথা ভুলে গেলেম। সঙ্গে অবিশিষ্ট যা কিছু ছিল, তাই নিশিতারার পুত্রগণের ভরণপোষণের জন্য পাঠাব, স্থির কোল্লেম। তখনি পত্র লিখলেম। আমি জীবিত থাক্‌তে, আমার শক্তি সামর্থ থাক্‌তে হতভাগিনী নিশিতারার সন্তানেরা অনাহারে মারা যাবে!—এ কষ্ট আমার নিতান্তই অসহ্য!

পত্র নিয়ে টাকা নিয়ে ডাকঘরে যাচ্ছি, পথে উইলিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ। কোন রোগীর জন্য ঔষধ নিয়ে উইলিয়ম তাঁর বাড়ীতে যাচ্চে। পত্রখানি দেখালেম। পত্র পোড়ে সরলহৃদয় উইলিয়মের চক্ষে জলধারা প্রবাহিত হলো। তার কাছে যা ছিল, তখনি আমার হাতে দিয়ে বোল্লে, "এখনি পাঠিয়ে দাও।"

উইলিয়মের সহৃদয়তা দেখে আমার বড়ই আনন্দ হলো। তখনি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বাসায় এলেম। রাত্রে শুয়ে শুয়ে কত ভাবনাই ভাবলেম। আমি ত দুঃখের পাথারে ভাস্‌ছিই কিন্তু হায়! এ জগতে আমা হতেও দুঃখী আছে!

ষড়-অশীতিতম লহরী।

দুঃখের একশেষ!

এক পক্ষ অতীত। আমার কোন সুবিধাই হলো না! অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে আস্‌ছে! এই এক পক্ষকাল নিত্য নিত্য ঘুরে ঘুরেও কোন সুবিধা হলো না, এখন আমি করি কি? যা ছিল, সবই ত গেল!

কিছুই নাই। যা ছিল, সমস্তই গেছে! দুবেলা সামান্য শুষ্ক রুটী, আর সামান্য চিনি খেয়ে কাটাচ্ছিলেম, তাও বুঝি আর জুটে না! আমি অনাহারে কাটাই, উপবাসের পর উপবাসে দিন অতিবাহিত হোক, আক্ষেপ নাই; কিন্তু আমার সম্মুখে জেন অনাহারে মারা যাবে, এও কি সহ্য হয়! সংসারের সকল কষ্ট সকল যন্ত্রণার বোঝা মাথায় নিতে আমি প্রস্তুত আছি, যদি কেহ জনের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করে। এচেষ্টাও

কোল্লেম, কিছু ফল হলো না। রুটীওয়ালা একদিনের রুটীও ধারে দিলে না। সামান্য যা খাবার ছিল, তাই জেনকে দিলেম। আমি না খেলে জেন খাবে না, জেনের যেন ইহাই ইচ্ছা। অন্যস্থানে নিমন্ত্রণ আছে বোলে জেনকে অনেক সাধ্যসাধনায়, সেই সামান্য শুষ্করুটী টুকু খাইয়ে, সজলনয়নে জীবিকার অনুসন্ধানে বেরুলেম। জীবনে আমার এই প্রথম উপবাস! রৌদ্রে রৌদ্রে অনেক ঘুরলেন, সমস্ত দিন অনাহার! সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ কোচ্চে, পা ভেঙে ভেঙে পোড়ছে, অবসন্ন হয়ে হতাশ হয়ে—বাসায় ফিরে এলেম।

পর দিন ১০টার সময় আজকের দিনের কি উপায়, তাই ভাব্‌ছি; উইলিয়ম এসে উপস্থিত। উইলিয়মের অবস্থা দেখে আরও ভয় হলো। আমাদের আশা ভরসা হয় ত ভেঙে গেছে; উইলিয়মের হয় ত জবাব হয়েছে, এই ভয়েই ভীত হলেম। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, তা নয়। আবার জিজ্ঞাসা কোল্লেম "উইলিয়ম! কিছু পেয়েছ কি?" উইলিয়ম হতাশ হয়ে উত্তর দিলে "না। আজ সমস্ত দিন ডাক্তারের সঙ্গে সাক্ষাতই হয় নাই। মাস কাবার না হলে বেতনের একটি পয়সাও পাবার সম্ভাবনা নাই। আর এক বিপদ! রবার্ট কারাগারে। এই তার পত্র! আসফোর্ড হতে এসেছে।"

"রবার্ট কারাগারে!" বিস্মিত হয়ে সভয়ে সন্দেহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "রবার্ট কারাগারে?" কারাগারে, এই কথাটি উচ্চারণ কোত্তে বুকের মধ্যে যেন কেঁপে উঠ্‌লো! উইলিয়মের হাত হতে পত্রখানি নিয়ে পোড়লেম। পত্রে লেখা আছে,—

ক্লাউনওয়েল কারাগার। লণ্ডন ৭ অক্টোবর ১৮৩০।

প্রিয় উইলিয়ম!

অনেকদিন তোমাকে পত্র লিখি নাই; আজ নূতন পত্র লিখিতে দেখিয়া তুমি হয় ত কি মনে করিবে। বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। আমি এখন কারাগারে। অন্য অপরাধে নয়, চুরী ডাকাতীতে নয়, বা তেমন কলঙ্ক বা লজ্জাজনক অভিযোগে আমি কারাগারে আসি নাই। একজন লোক আমাকে এবং আমার হৃদয়াধিক প্রিয়তম বন্ধু তমলিন্‌সনকে ঠকাইতে চেষ্টা করে। তারই প্রতিশোধ লইতে গিয়া আমরা কারাগারে নীত হইয়াছি। বিচারকের একদেশদর্শীতাই আমাদের এই শাস্তির কারণ। বিচারক আমাদিগের কোন কথাই শুনেন নাই। যাহা হউক, সে সব কথা পরে হইবে। এখন আমার এক অনুরোধ! তুমি চাকরী করিতেছ, অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, জ্যেষ্ঠ আমি তোমার, এই বিপদে তুমি আমাকে রক্ষা কর। ১২ পাউণ্ড মাত্র জরিমানা, তাহা না দিলে, আমার কারাবাসের দিনসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। দিও ভাই! এ বিপদে তোমরা ভিন্ন আমার অন্য উপায় আর কি আছে? তোমরা ভিন্ন আমার এ দুঃখের কথা, বিপদের কথা কাহার

কাছে জানাইব ? কোন পত্রই জেলের অধ্যক্ষকে না দেখাইয়া পাঠাইবার নিয়ম নাই। এ পত্র আমি তোমাকে গোপনে লিখিলাম। টাকা এখানকার জেলের অধ্যক্ষের নামে পাঠাইও। আমি এখানে কনস্‌তান্তিন্ কবন্দিস্ নামে পরিচিত। এ দোষ বোধ হয় তুমি লইবে না। কারাগারের অধ্যক্ষকে যে পত্র লিখিবে, তাহাতে যেন ঐ নামই লেখা থাকে। আমি তোমার পত্রের প্রতীক্ষায়, অথবা আমি তোমার জ্যেষ্ঠ হইয়া বলি, তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশায় রহিলাম ইতি—

তোমার নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রাতা

রবার্ট প্রাইস।

পুনশ্চ,—আমাকে রবার্ট নামে যেন পরিচয় দিওনা। শিরোনামে লিখিও, কন্‌স্‌তান্তিন্ কবন্দিস্। আর ঐ নামটার পর যদি 'বরাবরেষু,' আর নামটার আগে যদি লেখ, মহা-মহিমান্বিত, তাহা হইলে আমি বলিব, বেশ মানায়। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, আমি বলি, এরকম লিখিলেই মানায় ভাল।"

পত্র পোড়ে আমি যেন জ্ঞানশূন্য হলেম! রবার্টের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে; কিন্তু তাই বোলে আমরা কি চুপ কোরে থাকৃতে পারি? বিবি খদিরাকে সব কথা জানালেম। উপায় কি, এখন লেডীকলমন্থনা যে অঙ্গুরী উপহার দিয়েছিলেন, সেলিনা ও বিবি অন্ত্রবশা যা যা উপহার দিয়েছিলেন, নূতন নূতন মূল্যবান যে সব পোষাক ছিল, বিবি খদিরা নিজে সে সব বিক্রয় কোরে আন্‌লেন। দাম হলো ১৩ পাউণ্ড। বিক্রয়ের সময় উইলিয়ম তার নূতন ভাল পোষাকটিও বিক্রয় কোত্তে অনুরোধ কোরেছিল, আমি তাতে বাধা দিলেম। সর্ব্বদা ভদ্রলোকের বাড়ীতে যাতায়াত, ভাল পোষাক চাই। এখনকার কালে পোষাক দেখেই ভদ্রাভদ্র বিচার।

সে দিন আর পাঠান হলোনা। পত্র লিখে, রেজষ্টরী থামে শিরোনাম লিখে রাখ্‌লেম। রবার্টের শিরোনাম দিলেম "কনস্তান্তিন কবন্দিস্!" কি পরিতাপ! রবার্ট! তোমার পরিণাম শেষে এই? কারাগার তোমার বাসস্থান হয়ে উঠেছে যে! এজীবনে কি একদিনও তুমি, তোমার আত্মীয় স্বজনদের সুখী হতে দিবে না? তোমার চিন্তা তোমার ভাবনা যে এখন আমাদের ধ্বংস কোত্তে বোসেছে! উপদেশ শুন্‌লেনা, অনুরোধ গ্রাহ্য কোল্লেনা, চোকের জলের প্রতি একবার সহানুভূতির দৃষ্টিও দেখ্‌লেম না, এই তার পরিণাম। ভগবানের কাছে আর কত পাপ গোপন কোর্ব্বে? আর কতদিন তুমি এই কারাগারের অন্নই বা পাবে? কি কুক্ষণে যে তোমার জন্ম, কি অশুভ সময়েই তোমার দেহে জ্ঞানের সঞ্চার; তুমি সমস্ত বিপরীত বুঝ। কি কোর্ব্বে বল; পাপ কোরেছ, শাস্তি ভোগ কর। ঈশ্বরের নিগ্রহ, কে ঘুচাতে পারে?"

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হলোনা। জেনের ভাবনা, রবার্টের ভাবনা, তার চরিত্রের চিন্তা, সমস্ত রাত্রি চিন্তাতেই অতিবাহিত।

পরদিন রবার্টের নূতন জাল নামে ১২ পাউণ্ড পাঠালেম। বিবি খদিরাকে বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিলেম। তিনি গ্রহণ কোত্তে আপত্তি কোল্লেন, কিন্তু তিনিও আমাদের মত বিপদগ্রস্ত। তাঁর পুত্রের নিকট হতে নিয়মিত টাকা আজও আসে নাই, তা জানি। কাজেই জিদ কোরে বাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিলেম। যা সামান্য থাক্‌লো, তাই বা ক দিন! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার তহবিল শূন্য!

এদিকে সপ্তাহও শেষ। ঘরে কিছুই নাই। রাত্রের খাবার নাই—এখনি তা ত না হলে নয়; চোল্লেম। সহসাই বোধ হলো, শীত কম। গায়ের দামী ও নূতন কেনা যে সব শীতবস্ত্র ছিল, সে কখানি ক্রোড়ের দোকানে বেচে এলেম। বিবি খদিরাকে সে সপ্তাহের ভাড়া দিলেম। বিবি তাতে কতই না দুঃখিত। তিনি টাকা কয়েকটি হাতে কোরে সজল নয়নে বোল্লেন "কি কোর্ব্বো মেরি, আমার সন্তান দরিদ্র; দরিদ্র সন্তানের জননী আমি; আমার আবার কোন্‌ আশাটা পূর্ণ হতে পারে?" বিবিকে প্রবোধ দিলেম।

নিত্য নিত্যই হতাশ হয়ে আর কত দিন মানুষ বাঁচে! কোন উপায় না দেখে, সেলিনাকে এক পত্র লিখ্‌লেম। আপনার দুর্দ্দশার কথা স্পষ্ট স্পষ্ট অঙ্কিত কোরে পত্রখানি ডাকে দিতে গেলেম। আশা থাক্‌লো, অবশ্যই সেলিনা সাহায্য কোর্ব্বেন।

ডাকঘরের নিকটেই ডাক্তার সন্দেশের সহিত সাক্ষাৎ। আমাকে দেখেই হাসি মাখা মুখে বোল্লেন "মেরি যে! কেমন আছ তুমি? আমি তোমার কথা ভুলেই গিয়েছিলেম। ঐ রকম মনই হয়েছে আমার। এক দণ্ড অবকাশ নাই!—তা কেমন আছ তুমি?"

ডাক্তারের দয়ামাখা কথায় চোকে জল এলো। কাঁদতে কাঁদতে বোল্লেম, "আমার কথা আর জিজ্ঞাসা কোর্ব্বেন না। দারুণ দুর্দ্দশায় পোড়েছি আমি। প্রত্যহ খেতে পাই না। ছোট ভগ্নিটি আছে, তার জন্যই আমার যত ভাবনা। রাস্তায় ডাকাতে আমার যথা সর্ব্বস্ব লুঠ কোরেছে, সে সংবাদ শুনেছেন আপনি।"

"ওঃ!—এমন অবস্থা হয়েছে তোমার? এত কষ্ট তোমার? তা এতদিন আমাকে বল নাই কেন? তাইত, কষ্টইত হয়েছে সত্য, তা সত্য কথাই। তা আমাকে এতদিন এমন কথা জানাতে হয়। সময় আমার একবারেই নাই! এই দেখনা, এখন সাড়েবার, পাঁচ মিনিটে আমাকে এই সহরের অন্যপ্রান্তে পৌঁছুতে হবে। আমি তবু বোলেছি। আমার যে সব বড় বড় ঘরের মেয়ে-রুগী, তাদের সকলকেই আমি তোমার কথা বোলেছি। যাক্‌, আর ত সময় নাই। তবে আমি যাই। দুঃখে পোড়েছ; তাইত! আচ্ছা, আমি তোমার জন্য আধ ঘণ্টা সময় ব্যয় কোর্ব্ব। যাও তুমি, ডাক্তার খানায় যাও। আধ ঘণ্টার

পর আমারি দেখা পাবে। বুঝেছ? এই দেখ, সময়টা যায় কত তাড়াতাড়ি। বারটা এক-ত্রিশ মিনিট, তার উপরও আবার, পাঁচ, দশ, পনের, আর তিনে ১৮ মিনিট। যেও তবে,—কোচ্‌ম্যান, গাড়ী জোরে হাঁকাও।" ডাক্তারের গাড়ী খুব জোরেই বেরিয়ে গেল।

পত্রখানি ডাকে দিয়ে ডাক্তারখানায় চোল্লেম। একটু দ্রুতপদেই চোল্লেম। ডাক্তারখানায় যেতে আমার ১০ মিনিটও লাগে নাই; সুতরাং ডাক্তার তখনও ফিরে আসেন নাই। অপেক্ষা কর্ব্বার জন্য ডাক্তারখানায় যে ঘরটি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঘরে বোস্‌লেম।

যথা সময়ে, এমন কি কাঁটায় কাঁটায় আধ ঘণ্টা পরে, ডাক্তার ডাক্তারখানায় এলেন। যারা সাক্ষাৎ কর্ব্বার জন্য উপস্থিত ছিল, তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ডাক্তার বোল্লেন "প্রাইস্, এস তুমি। আমার সঙ্গে এস। বাড়ীতে চল।" ডাক্তার এই কথা বোল্‌তে বোল্‌তে চোল্লেন, আমি তাঁর পশ্চাতে। এত দ্রুত এলেম যে, ডাক্তারের মুখে যখন নির্গত হলো, এস আমার বাড়ী, তখন আমরা বাড়ীতে পৌঁছে গেছি।

ডাক্তারখানা আর বাড়ী পরস্পর সংলগ্ন। ডাক্তার আমাকে সঙ্গে কোরে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। সভা গৃহে বসালেন। চঞ্চল হস্তে ঘণ্টাধ্বনি কোল্লেন। একটি কিঙ্করী এসে উপস্থিত হলে, ডাক্তার বোল্লেন "আধঘণ্টা আমি এখানে থাক্‌বো না। এই সুদীর্ঘ আধ ঘণ্টার মধ্যে কেহ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। রোগী, খোঁড়া, কানা, কাল [illegible] না।" এই পর্য্যন্ত বোলে ডাক্তার আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন " [illegible] কথনো কারও সঙ্গে কথা কই নাই। পরিশ্রম কোরে কোরে আমি [illegible] ক্, সে সব কথায় সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নাই। সমস্ত ব্যাপারটা ব[illegible]।

আমি সমস্ত কথা গুলি খুলে বোল্লেম। একটুও গোপন কোল্লেম না। রবার্টের পত্রখানি পর্য্যন্ত দেখালেম। শুনে ডাক্তার বড়ই কাতর হলেন। বোল্লেন "কি সর্ব্বনাশ! আমার বোকামীতেই ত তুমি এত কষ্ট পেয়েছ! আমার বিস্মৃতিতেই ত তোমাদের এত কষ্ট; কি ভয়ানক কাজ কোরেছি আমি। মেরি! তোমাদের এত কষ্ট দিয়েছি আমি? এতে আমি বড়ই দুঃখিত হলেম! এই যা কিছু এখন আমার সঙ্গে আছে, নাও। এ উপহার তুমি ত্যাগ কোরো না।" এই পর্য্যন্ত বোলে আবার ঘণ্টা ধ্বনি হলো। আবার সেই দাসী প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন কোত্তে উপস্থিত হলো। ডাক্তার বোল্লেন "উইলিয়মকে ডেকে দাও।" আজ্ঞামাত্রই প্রতিপালন। উইলিয়ম গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। আমাকে দেখে উইলিয়ম যেন অবাক হয়ে গেল!

ডাক্তার বোল্লেন "বড়ই পরিশ্রম হোচ্চে তোমার, নয়? অত পরিশ্রম কোল্লে শরীর অসুখ হবে। কালই তোমার একজন সহকারী নিযুক্ত কোর্ব্বো। যে উমেদারটি নিত্য-

নিত্যই উমেদারীতে আসে, তাকেই ভর্ত্তি কোরে নিও। মেরী এখন অন্যস্থানে কাজের চেষ্টা দেখুন। আমিও যাতে সুবিধা হয়, তার চেষ্টা পাব। যেন এখন আমার বাড়ীতেই থাকুক। কেমন, এতে কি তোমাদের মত আছে ?”

মতের আর অপেক্ষা কি আছে ? সম্মত হলেম। ডাক্তার তখনি স্বহস্তে জলযোগের দ্রব্যাদি এনে দিলেন। ঘড়ী খুলে দেখ্‌লেন। মুখখানা ধাঁ কোরে গম্ভীর হয়ে উঠ্‌লো ! চঞ্চল-কণ্ঠে বোল্লেন “আধ ঘণ্টার বেশী হয়ে গেছে। কি সর্ব্বনাশ ! প্রায় এক মিনিট বেশী। আর আমি অপেক্ষা কোর্ত্তে পারি না।” এই বোলে ডাক্তার দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন।

জলযোগ কোরে আমি বাসায় এলেম। কাল শনিবার, তিন জনে একত্র হবো, বড়ই আনন্দের কথা। ডাক্তারের কৃপাভিক্ষার অর্থে পূর্ব্ববন্ধকী কাপড়, অঙ্গুরী, সমস্তই ফিরিয়ে আন্‌লেম।

ডাক্তারের স্নেহবচনে আমাদের বড়ই আশার সঞ্চার হয়েছে। স্নেহের আশীর্ব্বাদ কৃপার আশীর্ব্বাদ আমরা একান্ত মনে গ্রহণ কোরেছি। আশা হয়েছে, অসাধারণ ধাম্মানিত করুণহৃদয় ডাক্তার অবশ্যই এ উপকার কোর্ব্বেন। আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত অবশ্যই একটা উপায় কোর্ব্বেন তিনি। এখনি যা দান কোরেছেন, তাতেই বুঝ্‌তে পেরেছি, তিনি আমাদের দুর্দ্দশা দেখে অন্তরে আঘাত পেয়েছেন। দয়ার হৃদয় কি না, আমাদের দারিদ্র্য দুঃখের উত্তাপে দ্রব হয়েছে, উপা[illegible]

আসবার সময় উইলিয়ম বোলেছে “কাল রবি[illegible] [illegible]রা সুখে সুখেই কাটাতে পার্ব্ব। হয় ত এমন সুখের রবিবা[illegible] ভোগ করি নাই।” উইলিয়মের আনন্দ বদন দেখে, আমি বড়ই আ[illegible]। কাল উইলিয়ম আস্‌বে, বিবি খদিরাকে নিমন্ত্রণ কোর্ত্তে হবে,যাবার সময় রবিবার পারণের সাজ সরঞ্জাম— পান ভোজনের প্রয়োজনীয় জিনিস, সব বাজার হতে কিনে নিয়ে গেলেম। আমাদের হাসি মুখ দেখে, বিবি খদিরা বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। ডাক্তারের বদান্যতার উদ্দেশে শত শত ধন্যবাদ দিলেন।

পরদিন উইলিয়ম এলো। তিনজনে বড়ই আনন্দিত হলেম। বিবি খদিরা আনন্দের সহিত রন্ধন কোল্লেন। চার জনে একত্রে আহার কোল্লেম। আর এক কথা, ডাক্তার উইলিয়মের হাতে একখানি পত্র দিয়ে বোলে দিয়েছেন, এই পত্রের ঠিকানায় গেলে আরও সুবিধা হবে। ডাক্তারের অনুগ্রহে অপ্যায়িত হলেম। এখন অদৃষ্টের গুণে ফলাফলের বিচার।

দ্বিতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

